উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা - উল্লাপাড়া, জেলা - সিরাজগঞ্জ

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

সমন্বয়েঃ

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

মুখবন্ধ

সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা(নদীবাহিত/বৃষ্টিপাত জনিত), নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় খরা, ভূমিকম্পন, ঘন কুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃত দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদী ভাঙ্গনের শিকার বহ লোক ভিটে মাটি ছাড়া হয়ে নি:স্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয় । এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদ সহ জান-মাল, প্রানীসম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় । এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্টিই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতে ও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, প্রানীসম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সুদূর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার UNDP সহ বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠির আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর মাধ্যমে এক যুগান্তরকারী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ ও উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঝুঁকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদসমূহ চিহ্নিত করে ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে।

আমি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশাকরি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যেদিয়ে অত্র উপজেলার জনগোষ্ঠী টেকসই উন্নয়ন সুচিত করতে সক্ষম হবে।

২৭/১/১৮

সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

এ্যাড মারুফ-বিন-হাবিব
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়ঃ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	
১.১ পটভূমি	**০৬**
১. ২পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	**০৬**
১.৩.১ জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	**০৬**
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**০৬**
১.৩. ২আয়তন	**০৭**
১.৩.৩ জনসংখ্যা	**০৭**
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা থাকতে হবে	**০৮**
১.৪.১ অবকাঠামো	**০৮**
১.৪.২সামাজিক সম্পদ	**১০**
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	**১৭**
১.৪.৪অন্যান্য	
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ,আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	**২৩**
২.২ জেলা/উপজেলার আপদ সমূহ	**২৩**
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ণনা	**২৪**
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	**২৫**
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	**২৬**
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ	**৩০**
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	**৩৩**
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	**৩৪**
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	**৩৫**
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	**৩৫**
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	**৩৬**
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা	**৩৬**
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	**৩৭**
তৃতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	**৪০**
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	**৪৪**
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	**৪৭**
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	**৪৮**
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	**৪৮**
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	**৪৯**
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	**৫০**
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	**৫১**
চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরী সাড়া প্রদান	
৪.১ .১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	**৬১**
৪.১.২ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	**৬১**
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	**৬২**
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	**৬৩**
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	**৬৩**
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	**৬৩**
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	**৬৩**
৪.২.৫ আশ্রয় কেদ্র রক্ষনাবেক্ষণ	**৬৪**

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৬৪
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	৬৪
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৬৪
৪.২.৯ শুকনা খাবার,জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা রক্ষাকারী	৬৪
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৬৪
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা	৬৫
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	৬৫
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমূহ	৬৫
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা	৬৫
৪.৪আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৭৫
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৮০
৪.৬অর্থায়ন	৮৩
৪.৭কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৮৭
পঞ্চমঅধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন-- ৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার-- ৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা-- ৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার-- ৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ-- ৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা--	 ৮৮ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০
সংযুক্তিঃ ১ ইউনিয়ন ভিত্তিক গ্রাম ও মৌজার তালিকা	৯১
সংযুক্তিঃ ২ ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান)	১০১
সংযুক্তিঃ ৩ ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্টের তালিকা (ইউনিয়ন,অবস্থা ও অবস্থান)	১১৬
সংযুক্তিঃ ৪ ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান)	১৩৫
সংযুক্তিঃ ৫ ইউনিয়ন ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা গভীর ও অগভীর নলকূপের তালিকা	১৬৭
সংযুক্তিঃ ৬ ইউনিয়ন ভিত্তিক হাটের তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা)	১৭০
সংযুক্তিঃ ৭ ইউনিয়ন ভিত্তিক বাজারের তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা)	১৭৪
সংযুক্তিঃ ৮ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিদ্যালয়ের তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান)	১৭৯
সংযুক্তিঃ **৯** ইউনিয়ন ভিত্তিক মসজিদ ও মন্দিরে তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান)	১৯৪
সংযুক্তিঃ ১০ ইউনিয়ন ভিত্তিক ঈদগাঁহের তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান)	২১৮
সংযুক্তিঃ ১১ ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান)	২২৮
সংযুক্তিঃ ১২ ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্লাব / সাংস্কৃতি কেন্দ্রের তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান)	২৩৬
সংযুক্তিঃ ১৩ ইউনিয়ন ভিত্তিক খেলার মাঠের তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান)	২৩৯
সংযুক্তিঃ ১৪ ইউনিয়ন ভিত্তিক কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের তালিকা (নাম,অবস্থা ও অবস্থান)	২৪৩
সংযুক্তিঃ ১৫ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	২৫০
সংযুক্তিঃ ১৬ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	২৫১
সংযুক্তিঃ ১৭ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	২৫২
সংযুক্তিঃ ১৮ উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা	২৬০
সংযুক্তিঃ ১৯ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	২৬৩
সংযুক্তিঃ ২০ ইঞ্জিন চালিত নৌকা	২৬৯
সংযুক্তিঃ ২১ স্থানীয় ব্যবসায়ী	২৭২
সংযুক্তিঃ ২২ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী	২৭৮

এক নজরে উল্লাপাড়া উপজেলা

আয়তন	৪১৪.৬১ বর্গ কি.মি.
ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১৪+১টি
মৌজা	২৬৩টি
গ্রাম	৪৩৯টি
পরিবার	১,১০,৩৪৩ টি
মোট জনসংখ্যা	৬,৩৫,৪১১ জন ৫৬১৩৭২জন (বিবিএস)
পুরুষ	৩,২৯,৪৩৪ জন
মহিলা	৩,০৫,৯৭৭ জন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৮টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭১টি
কলেজ	১৯টি
মাদ্রাসা(দাখিল,ফাজিল,এবতেদায়ী)	৫৭টি
পাঠাগার	৪১টি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	৩৮টি
শিক্ষার হার	৪৩.৬%(বিবিএস)
কমিউনিটি ক্লিনিক /এনজিও ক্লিঃ	৬৫+১টি
হাসপাতাল /ইউঃ স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ বেসকারী প্রতিষ্ঠান	২+১১+৪টি
স্লুইচ গেট	১০টি
ব্রীজ	৪৪৯টি
কালভার্ট	৫৭৪টি
মসজিদ	৯১৩টি
মন্দির	১২৭টি
স্কুল কাম শেল্টার	১২২টি
ইঞ্জিন চালিত নৌকার সংখ্যা	২৩১টি
খাদ্য গুদাম	১০টি
হেফজখানা	৬৮টি
বাঁধ	৬টি

ঈদগাঁহ্	২৬৭টি
ব্যাংক (শাখাসহ)	২৭টি
পোস্ট অফিস (শাখাসহ)	৪৩টি
ক্লাব	১২২টি
হাট বাজার	(৪৭+৭৬)=১২৩টি
কবরস্থান	২৭৪টি
শ্মশান ঘাট	৪৩টি
মুরগির খামার	২৫৪টি
মোট তাঁতের সংখ্যা	১৪,৮৪৪টি
গভীর নলকূপ (সেচ কাজে ব্যবহৃত)	২৬৩টি
অগভীর নলকূপ	১২,৭৫৫টি
হস্ত চালিত নলকূপ (সেচকাজের)	নাই
নদী	৮টি
খাল	১টি
বিল	৫টি
পুকুর	২০১১টি
কাঁচা রাস্তা	৮৪০কি.মি.
পাকা রাস্তা	৩৩০কি.মি.
আধাপাকা রাস্তা	১৯২ কি.মি.
মোবাইল টাওয়ার	২৩টি
শিশু পাক	১টি
খেলার মাঠ	১৫১টি
রেল ইষ্টিশন	৩টি
মাজার	২২টি
সমবায় সমিতি	
সাধারন ৪০৯,বিআরডিবি ৩৫৪	৭৬৩টি

প্রথম অধ্যায়

স্থানীয় এলাকা পরিচিত

১.১পটভূমিঃ

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা,উপজেলা,পৌরসভার ও সিটি কপোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা,ও কার্যকারীতা,নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি,সংশ্লিষ্ট সংগঠন,প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে। বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয় । এ জেলাগুলোর মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলাটি অন্যতম। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলা একটি অত্যন্ত দুর্যোগ ও ঝুঁকি প্রবণ এলাকা। বন্যা,নদীভাঙ্গান,কালবৈশাখী ঝড়,শৈত্যপ্রবাহ,খরা,অতিবৃষ্টি ইত্যাদি উল্লাপাড়া উপজেলার প্রধান দুর্যোগ । উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে বন্যা,কালবৈশাখী ঝড়,শৈত্যপ্রবাহ,খরা,অতিবৃষ্টি প্রতিবছর হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যঃ

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার,সমাজ,ইউনিয়ন প্রশাসন,উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা ।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারন,উদ্ধার,চাহিদা নিরুপণ ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসণ ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরি করা ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী,আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও,দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা প্রণয়ণে ও বাস্তাবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ,কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা ।

- ১.৩.১. জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থানঃ

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতিঃ

উল্লাপাড়া উপজেলা সিরাজগঞ্জ জেলা সদরের দক্ষিণে প্রায় ৩৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত। অত্র উপজেলার আয়তন ৪১৪.৬১ বর্গ কিলোমিটার (১০২৪০.০০ একর) এবং মোট ১৫টি ইউনিয়ন রয়েছে। এ উপজেলাটির সর্বমোট ৪৩৯ টি গ্রাম ও ২৬৩টি মৌজা নিয়ে গঠিত উল্লাপাড়া সদর, রামকৃষ্ণপুর, বাঙ্গালা, উধুনিয়া, বড়পাঙ্গাসী, মোহনপুর, দূর্গানগর, পূর্ণিমাগাঁতি, সলঙ্গা, হাটিকুমরুল, বড়হর, উল্লাপাড়া পৌরসভা, পঞ্চক্রোশী, সলপ, কয়ড়া, ১৪ টি ইউনিয়ন + ১টি পৌরসভা সহ মোট ১৫টি ইউনিয়ন নিয়ে উল্লাপাড়া উপজেলায় বিদ্যমান । কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এখানকার বেশীরভাগ বেলে ও দোআঁশ মাটি। করতোয়া ও ফুরজোড় নদীর নিকটবর্তী হওয়ায় কারনে প্রতিবছরই উল্লাপাড়া উপজেলা বন্যায় ও নদীভাঙ্গানে মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ইউক্যালিপ্টাস, মেহগনি, আকাশমনি, কড়ই, ইত্যাদি এলাকার প্রধান প্রধান গাছপালা। স্থূলপথ হিসাবে সর্বমোট ১৩৬২ কি.মি. রাস্তা আছে। যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ৮৪০ কি.মি.আধাপাকা রাস্তা ১৯২ কি.মি.পাকা রাস্তা ৩৩০ কি.মি.। ফুলজোর নদী, ও করতোয়া নদী অত্র উপজেলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বন্যার পানি প্রবেশে বাঁধা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রায় ৬টি বাঁধ আছে এবং এই বাঁধ গুলির মোট দৈর্ঘ্য ৯৫৪ কি.মি.।

ছক-১: উপজেলা থেকে ইউনিয়নের দূরত্ব

ইউনিয়নের নাম	উপজেলা থেকে দূরত্ব	ইউনিয়নের নাম	উপজেলা থেকে দূরত্ব
রামকৃষ্ণপুর	২৮ কি.মি.	বড়হর	৩কি.মি.
বাঙ্গালা	১২ কি.মি.	উল্লাপাড়া	০.৫০ কি.মি.
উধুনিয়া	২৫ কি.মি.	পঞ্চক্রোশী	৬ কি.মি.
বড় পাঙ্গাশী	২২ কি.মি.	সলপ	৭ কি.মি.
মোহনপুর	১৫ কি.মি.	কয়ড়া	৪ কি.মি.
দূর্গানগর	৫ কি.মি.	উল্লাপাড়া পৌরসভা	০০ কি.মি.
পূর্ণিমাগাঁতি	৪ কি.মি.		
সলংগা	২০ কি.মি.		
হাটিকুমরূল	১২ কি.মি.		

উপজেলার আয়তনঃ ৪১৪.৬১ বর্গকিলোমিটার (১০২৪০.০০ একর), জেলা হতে উপজেলার দূরত্বঃ ৩৫ কিলোমিটার (প্রায়), বিভাগ হতে উপজেলার দূরত্বঃ ১৩৫ কিলোমিটার (প্রায়)

উপজেলা ও ইউনিয়নের অবস্থানঃ

ছক-২: উপজেলা থেকে দিক ভিত্তিক ইউনিয়নের নাম

উপজেলা থেকে দিক ভিত্তিক ইউনিয়নের নাম			
পূর্ব	**উত্তর**	**পশ্চিম**	**দক্ষিণ**
পঞ্চক্রোশী	হাটিকুমরূল	উল্লাপাড়া সদর	দূর্গানগর
সলপ	বড়হর	পূর্ণিমাগাঁতি	পৌরসভা
		বাঙ্গালা	
		মোহনপুর	
		পাঙ্গাসী	
		উধুনিয়া	
		কয়ড়া	
		রামকৃষ্ণপুর	
		সলঙ্গা	

১.৩.২ আয়তনঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার মোট আয়তন ২৪৯৭.৯২ **বর্গ** কি.মি. এর মধ্যে উল্লাপাড়া উপজেলার আয়তন ৪১৪.৬১ বর্গ কিলোমিটার (১০২৪০.০০ একর)। অত্র উপজেলায় ১৫=(১+১৪) টি পৌরসভাসহ ইউনিয়নের মোট ৪৩৯ গ্রাম ও ২৬৩টি মৌজা আছে । উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ১৪টি গ্রাম, উল্লাপাড়া পৌরসভা ২২টি গ্রাম, বড়হর ইউনিয়নে ২৬টি গ্রাম, সলঙ্গা ইউনিয়নে ২৯টি গ্রাম, সলপ ইউনিয়নে ৩৭টি গ্রাম, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ৩৪ টি গ্রাম, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ৪০ টি গ্রাম, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ৩২টি গ্রাম, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ২৫টি গ্রাম, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ৩১টি গ্রাম, দূর্গানগর ইউনিয়নে ৫১টি গ্রাম, মোহনপুর ইউনিয়নে ৩১টি গ্রাম, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ২২টি গ্রাম, উধুনিয়া ইউনিয়নের ২৬টি গ্রাম, এবং কয়ড়া ইউনিয়নে ১৯টি গ্রাম রয়েছে।

সংযুক্তিঃ ১ এ ইউনিয়ন ভিত্তিক গ্রাম ও মৌজার নাম প্রদান করা হলোঃ

তথ্য সুত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ।

১.৩.৩ জনসংখ্যাঃ

উল্লাপাড়া উপজেলা মোট জনসংখ্যা ৬৩,৫৪,১১ (ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশত এগার (জন। যার মধ্যে পুরুষ – ৩,২৯৪,৩৪ জন, মহিলা-৩,০৫৯,৭৭ জন, শিশু- ১৯৫৯,০৯ জন, বৃদ্ধ- ৪২২,৮০ জন এবং প্রতিবন্ধি- ৬৪,৮৭ জন। এই উপজেলায় পরিবার সংখ্যা ১,১০৩,৪৩ (এক লক্ষ দশ হাজার তিনশত তেঁতাল্লিশ) এবং মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩,৪৭০,৪০ জন । নিম্নে ছকের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের জনসংখ্যা দেখানো হলোঃ

ছক-৩: ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যার সার্বিক তথ্য

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
বাঙ্গালা	১৮, ৫৯২	১৫, ৮৮৯	১০, ৫৫১	১, ৭৫৩	৪৪৮	৩৪, ৪৮১	৭, ৩০৯	২১, ১২৩
রামকৃষ্ণপুর	১৬, ৯৪৭	১৬, ৬২৯	১০, ৫৯০	২,৪১৫	৪৩৬	৩৩, ৫৭৬	৭, ৩৬২	১৯, ১২৪
উধুনিয়া	১৬, ৫১৭	১৫, ৫৪৩	১০,৩৫১	২,৩৪৫	৪১৬	৩২,০৬০	৫, ৬৭৭	১৯, ১৫৬
বড় পাঙ্গাশী	১৭,৪৭০	১৭,০৫০	১০,২০৬	২,৪২৮	৪১৪	৩৪, ৫২০	৫, ৮৫০	১৯, ৯৪২
দূর্গানগর	৩৫, ১০৩	৩২,০১২	২১, ৬৪৪	৪,২৪৫	৬৪৪	৬৭, ১১৫	১০, ৪৭০	৩৫,০৯৫
পূর্ণিমাগাঁতি	২৭, ৩৩২	২৪, ২৩৯	১৬,৯৯২	৩, ৭৩৮	৫০৫	৫১, ৫৭১	১০, ৩২০	২১, ১৬২
সলঙ্গা	২৩,৪০২	২১,৪০১	১৩, ৫১৪	৩, ১৪২	৪৪৮	৪৪, ৮০৩	৮, ৫০০	২৫, ২৫০
হাটিকুমরূল	২৪, ৩৪০	২৩, ৮৪৬	১৬,৪১৮	৩,৯০৯	৫৭৮	৪৮, ১৮৬	১১,০৪৬	৩০, ৯৬৬
বড়হর	২২, ৮৪৫	২২, ৮২৫	১৩,৩৯৬	৩,২০৯	৪২০	৪৫, ৬৭০	৭, ৫০০	২৫, ৫৭০
উল্লাপাড়া	১৪, ৩৭২	১৩,০৩৫	৮,৩৬৮	১, ৭৯৪	৩৫৬	২৭, ৪০৭	৪, ৯০৫	১৪, ৯৭৩
পঞ্চক্রোশী	২৭, ৭২৫	২৫,২১০	১৬, ১৮৮	৩,৩৬৭	২০৪	৫২,৯৩৬	৫, ১০০	২৭, ৩২৩
সলপ	২০,৯৫৭	১৮, ৫৮৬	১১, ৫৭৭	২,৪২৭	৩৭৪	৩৯, ৫৪৩	৬, ১৬৭	২০, ৭৯৭
কয়ড়া	১১, ৫০০	৮,৯১৬	৬,৯৮২	১,৪৬৯	২২৪	২০,৪১৬	৪৬৫৮	১২০৯৮
উল্লাপাড়া পৌরসভা	২৮,৪০০	২৮, ১৫০	১৫৪০৪	৩১৪৭	৫০৮	৫৬, ৫৫০	৮৪৪৩	২৮৫২৬

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
মোহনপুর	২৩, ৯৩২	২২, ৬৪৫	১৩,৭২৮	২,৮৯২	৫১২	৪৬৫৭৭	৭০৩৬	২৫৯৩৫
সবমোট=	৩,২৯,৪৩৪	৩,০৫,৯৭৭	১,৯৫,৯০৯	৪২,২৮০	৬,৪৮৭	৬,৩৫,৪১১	১,১০,৩৪৩	৩, ৪৭,০৪০

তথ্য সূত্রঃ মোঃ মাসুদ রানা , উপজেলা নির্বাচন অফিস ,সকল ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র ও বিবিএস ।

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোরসংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

১.৪.১ অবকাঠামোঃ

- **বাঁধ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় বন্যার পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য নদী ও খালের তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট বড় সব মিলে মোট ৬ টি বাঁধ রয়েছে। উক্ত বাঁধগুলোর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৯০০ফিট ৫৪ কি.মি.। নিম্নে বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

ছক-৪ : ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের অবস্থান

ইউনিয়নের নাম	কোন ওয়ার্ডে অবস্থিত	কত কি.মি.	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	উচ্চতা	বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন
বাঙ্গালা	কাটার মহল বাঙ্গালা বাঁধ ; ০৯ নং ওয়ার্ড	৯০০ ফিট	বাও নদীর পূর্ব পার হতে পশ্চিম পাড় পর্যন্ত	১২ ফুট	মোটামুটি ভাল
পূর্ণিমাগাঁতি	পুঠিয়া ০৫,০৬,০৭নং হয়ে ০৫ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	১৪কি.মি.	পুঠিয়া হতে ঘিয়ালী গোয়ালজানি, ভেংড়ী হয়ে ফলিয়া পর্যন্ত	৬ ফুট	বর্তমান বাঁধটি ভেঙ্গে গেছে অনেক জায়গায় মেরামত করতে হবে।
	পারকুল ০২ নং ওয়ার্ডে	১২কি.মি.	পারকুল হতে মধুপুর হয়ে কালাসিংবাড়ি দিয়ে হাট একান্নপুর পর্যন্ত	৬ ফুট	মোটামুটি ভাল
বড়হর	পূর্বদেলুয়া ০১, অলিপুর ০৪ ও ভূতগাছা ০৯ নং ওয়ার্ডের আংশিক	৩.৫০ কি.মি.	বাঁশেহাট থেকে পূর্বদেলুয়া হয়ে অলিপুর ব্রীজ পর্যন্ত	৫ ফুট	আংশিক ভাল ও আংশিক ভাঙ্গাচুড়া বাঁধ
	খাঁশচড় ০৬,০৫,০৭,০৮ও ০ওয়ার্ড নং: ৯, আংশিক	১১ কি.মি.	খাঁশচড়, তিয়রহাটি থেকে দূর্গাপুর হয়ে ডৈফলবাড়ী বড়হর খেয়াঘাট ও ভূতগাছা হতে মৈত্র বড়হর হয়ে বড়হর খামার পাড়া ও দক্ষিণ পাড়া হয়ে ভুতগাছা হাইওয়ে রোড পর্যন্ত	৩-৪ ফুট	মাঝে মাঝে ভাঙ্গা মাঝে মাঝে ভাল তবে সংস্কারযোগ্য
দূর্গানগর	কয়ড়া বাঘলপুর ০৫নংও দূর্গানগর এর ০১,০৪,০২ ও ০ওয়ার্ড নং: ৫, র আংশিক	১৩.৫০ কি.মি.	কয়ড়া বাঘলপুর হতে মানতলা শ্যামপুর, মানুষমুরা, রাইংটিয়া, রাজমান হয়ে বুদ্রগাঁতী রেলগেট পর্যন্ত বাঁধটির নতুন কার্যক্রম অব্যহত আছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যে শেষ হবে।	৭ফুট	নির্মান কাজ চলমান

তথ্য সুত্রঃ মোঃ মসিউর রহমান মামুন (সার্ভেয়ার),০১৭১৬-৬০৬৩৬৪ ,এলজিডি উল্লাপাড়া ও এফজিডি ।

- **স্লুইচ গেটঃ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ১০টি স্লুইচ গেট আছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক স্লুইচ গেট সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

ছক-৫: স্লুইচ গেট কোথায়, কোন নদী/খালের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং বর্তমান অবস্থা

ইউনিয়নের নাম	কোথায় অবস্থিত	কোন নদী/খালের সংযোগ স্থলে অবস্থিত	বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন
পূর্ণিমাগাঁতি	ওয়ার্ড নং ৪, ঘিয়ালা	কাশিয়াদহ খালের উপর বেড়ী বাঁধের কাছে	ভাল
	ওয়ার্ড নং ৪, ফলিয়া	ফলিয়া খালের মাঝে অবস্থিত	ভাল
	ওয়ার্ড নং৪, ফলিয়া	ঘোরামারা খালের পাশে	ভাল
	ওয়ার্ড নং ১, গোপালপুর	গোপালপুর পাকা ব্রীজের পাশে বেড়ী বাঁধের মাঝে খালের উপর	ভাল
	ওয়ার্ড নং ২,গয়হাট্টা ফরিদপুর	গয়হাট্টা হাটের পাশে খালের উপর	ভাল
বড়হর	ওয়ার্ড নং ২,ভূতগাছা	ভূতগাছা গ্রামের উত্তর পাশে হাজরা বিলের মোহনায়	ভাল
	ওয়ার্ড নং ১, পূর্বদেলুয়া ব্রীজের দক্ষিণে	পূর্বদেলুয়া ব্রীজের দক্ষিণে নদীর মাঝে অবস্থিত	ভাল না। কারণ দুইপাশের মাটি নাই।
দূর্গানগর	ওয়ার্ড নং ৫, কয়ড়া বাঘলপুর	কয়ড়া বাঘলপুর হতে মানতলা শ্যামপুর, পর্যন্ত	ভাল
	ওয়ার্ড নং ২-৪, মানুষমুরা	মানুষমুরা ও রাইংটিয়ার বাঁধের মাঝে	ভাল
	ওয়ার্ড নং ২,বুদ্রগাঁতী	বুদ্রগাঁতী ও রাজমান বাঁধের মাঝে	ভাল

তথ্য সুত্রঃ মোঃ মসিউর রহমান মামুন (সার্ভেয়ার),০১৭১৬-৬০৬৩৬৪ ,এলজিডি উল্লাপাড়া ও এফজিডি ।

- **ব্রীজঃ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ৪৪৯ টি ছোট-বড় ব্রীজ আছে । ৪৪৯ টি ব্রীজের মধ্যে উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ২৭টি, উল্লাপাড়া পৌরসভা ৭টি, বড়হর ইউনিয়নে ২৩টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ৪২টি, সলপ ইউনিয়নে ২৯টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ৬৩ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ৫৯ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ২৫টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ২৪টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ১৩টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ২২টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ২৯টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ১৮টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ৫৪টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ১৪টি ব্রীজ রয়েছে। এই ব্রীজ গুলো লোহা, ইস্পাত ও কংক্রিট দ্বারা তৈরি। সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে কিছু ব্রীজের দুই মাথায় মাটি ভরাট করামেরামত সহ কিছু কিছু কাজের প্রয়োজন রয়েছে। রেলিং ,

উল্লাপাড়া উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের নাম, কোথায় অবস্থিত কোন নদী বা খালের উপর অবস্থিত এবং তার বর্তমান অবস্থা সংযুক্তিঃ ২ এ ছকের মাধ্যমে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

তথ্য সুত্রঃ মশিউর রহমান, সার্ভেয়ার এলজিইডি, উল্লাপাড়া ০১৭১৬-৬০৬৩৬৪ ,এফ জিডির মাধ্যমে ও সরেজমিনে পরিদর্শন।

- **কালভার্টঃ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ৫৭৩ টি কালভার্ট আছে। ৫৭৩টি কালভার্টের মধ্যে উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ৩৪টি, উল্লাপাড়া পৌরসভা ৩২টি, বড়হর ইউনিয়নে ৪০টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ২৩টি, সলপ ইউনিয়নে ৬০টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ৫৮ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ৬১ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ৫১টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ২৮টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ১৮টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ৫০টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ৪৮টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ৮টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ২৪টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ৩৮টি কালভার্ট রয়েছে। এই কালভার্ট গুলো রাস্তার নীচে খালের পানি প্রবাহে সহায়তা করে। ৫৫১টি কালভার্টের মধ্যে কিছু কালভার্ট একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে আছে আবার কিছু কালভার্ট ভাঙ্গা এবং দু'পাশ থেকে মাটি সরে গিয়ে চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে।

সংযুক্তিঃ ৩ এ ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্ট এর নাম ও বর্তমান অবস্থা কি ,কোথায় অবস্থিত ,তার পরিসংখ্যান টেবিলের মাধ্যমে প্রদান করা হলোঃ

তথ্য সুত্রঃ আব্দুল মজিদ /০১৭২৮-৬৮৮৪৭০, মোঃ নুরুল ইসলাম / ০১৭২২-৪৯২৩৯৭, ওয়ার্ডের মেম্বার ও সরজমিন পরিদর্শন।

- **রাস্তাঃ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় ছোট-বড়, কাঁচা-পাকা মিলে সর্বমোট ৬৬৭ টি রাস্তা আছে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৬২ কি.মি.। এর মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ১০৫ টি এবং এর দৈর্ঘ্য ৩৩০ কি.মি.আধাপাকা সংখ্যা ৩৪ টি এবং এর দৈর্ঘ্য ১৯২ কিঃ মিঃ, কাঁচা রাস্তার সংখ্যা ৫২৮ টি এবং এর দৈর্ঘ্য ৮৪০ কিঃ মিঃ। ছোট -বড় এবং পাকা ও কাঁচা রাস্তার গুলির মধ্যে উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ১০টি, উল্লাপাড়া পৌরসভার ভিতরে ৩২টি, বড়হর ইউনিয়নে ১৩টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ৫৬টি, সলপ ইউনিয়নে ৭৫টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ২২ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ৬৮ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ১৮২টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ৭৮টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ১৮টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ২১টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ২৯টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ২০টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ২৯টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ১৩টি রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তা গুলোর গড় উচ্চতা ৩ থেকে ৫ ফুট এবং প্রস্থ যথাক্রমে ১২ থেকে ৩৬ ফুটের মধ্যে। বন্যার সময় কাঁচা, পাকা ও আধা পাকা মিলে প্রায় ৭০% রাস্তা পানিতে ডুবে যায়।

সংযুক্তিঃ ৪ এ ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার নাম ,রাস্তার সংখ্যা ,কোথায় অবস্থিত রাস্তার বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

তথ্য সুত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা সার্ভেয়ার এলজিইডি, মশিউর রহমান মামুন, (০১৭১৮-৬০৬৩৬৪) ও এফ জিডির মাধ্যমে ,সরেজমিনে পরিদর্শন ।

- **সেচ ব্যবস্থাঃ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় কৃষি ক্ষেত্রে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ গুলো কৃষি সেচ কার্য সাধনে ব্যবহৃত হয় । উল্লেখ্য যে গভীর নলকুপ গুলো কৃষি সেচ কার্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট গভীর নলকুপের সংখ্যা ২৬৩ টি এবং শ্যালো ম্যাশিনের সংখ্যা ৮,৯৭০ টি ও বিদ্যু চালিত ৩, ৭৮৫টি। এই গভীর নলকুপের গড় গভীরতা ৩৫০-৪০০ ফুট। তবে এই উপজেলায় কোন হস্তচালিত নলকুপ নাই।

সংযুক্তিঃ ৫ এ ইউনিয়ন ভিত্তিক ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থার গভীর ও অগভীর নলকুপের তালিকা দেওয়া হলো।

তথ্য সুত্রঃ উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ সাইফুল আজম খান ০১৭১৬-১৭১৯৫৭ ও বিএডিসি অফিস

- **হাট**

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট হাটের সংখ্যা ৪৭ টি । ৪৭টি হাটের মধ্যে উল্লাপাড়া পৌরসভার ভিতরে ০২টি, বড়হর ইউনিয়নে ০৫টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ০২টি, সলপ ইউনিয়নে ০৩টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ০৬ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ০৩ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ০৭টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ০৬টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ০১টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ০২টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ০২টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ০৫টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ০২টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ০১টি হাট রয়েছে।

সংযুক্তিঃ ৬-এ ইউনিয়ন ভিত্তিক হাটের নাম, কবে হাট বসে ,হাটের সংখ্যার ,হাটের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো ।

তথ্য সুত্রঃ মোঃ আব্দুস কুদ্দুস, বাজার বনিক সমিতির সভাপতি ,উল্লাপাড়া ।(৫৭৯৪৭৯-০১৭৫১)সরেজমিনে পরিদর্শন ।

- **বাজার**

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট বাজারের সংখ্যা ৭৬ টি । বাজার গুলো সাধারনত প্রতিদিনই বসে। সব বাজার মিলে মোট দোকান সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৮০৩৪ টি এবং বাজারে সমিতির সংখ্যা ২৯টি। ৭৬টি বাজারের মধ্যে উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ০৩টি, উল্লাপাড়া পৌরসভার ভিতরে ০৩টি, বড়হর ইউনিয়নে ০৭টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ০৪টি, সলপ ইউনিয়নে ০৫টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ০৬ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ০৬ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ০৮টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ০৮টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ০২টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ০৫টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ০৪টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ০৬টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ০৪টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ০৫টি বাজার রয়েছে।

সংযুক্তিঃ ৭-এ ইউনিয়ন ভিত্তিক বাজারের সংখ্যা কোথায় অবস্থিত এবং বাজারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা ,বাজারের নাম , হলো:

তথ্য সুত্রঃ মোঃ আব্দুস কুদ্দুস, বাজার বনিক সমিতির সভাপতি, উল্লাপাড়া (০১৭৫১-৫৭৯৪৭৯)।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদঃ

- **ঘরবাড়ি**

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ঘরবাড়ির সংখ্যা ১,২৩, ৬৩০টি। এর ভিতরে পাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা ৩৯৫৯টি, আধাপাকা ঘরবাড়ীর সংখ্যা ১৪,৯৫৯টি এবং কাঁচা ঘরবাড়ির সংখ্যা ১,০৪,২২০টি । অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরি ঘরের সংখ্যা ৪৯৮টি । উপজেলার কাঁচা ঘরগুলো টিন ,বাশঁ ও খড় দিয়ে তৈরি। এ উপজেলায় প্রায় ৭০% কাঁচা ঘরবাড়ি বন্যা লেভেলের নিচে এবং বেশির ভাগ ঘরগুলো কালবৈশাখী সহনশীল নয়।

ছক-৬: উপজেলার ঘরবাড়ীর সংখ্যা এবং বন্যার সময় তার অবস্থান

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	মোট ঘরের সংখ্যা	কাঁচা ঘরের সংখ্যা	পাকা ও আধাপাকা ঘরের সংখ্যাখ্যা	অন্যান্য উপদান দিয়ে তৈরি ঘরের সংখ্যা	কতগুলি ঘরবাড়ী বন্যা লেভেলের উপরে
১	উল্লাপাড়া	১,২৩, ৬৩০	১,০৪,২২০	৩,৯৫৬+১৪,৯৫৯	৪৯৮	প্রায় ৩০%
মোট=		১,২৩, ৬৩০	১,০৪,২২০	৩,৯৫৬+১৪,৯৫৯	৪৯৮	প্রায় ৩০%

তথ্য সুত্রঃ বিবিএস,২০১১ (হাউজিং সেনসাস)। (এফজিডি)

- **খাবার পানি**

উল্লাপাড়া উপজেলায় খাবার পানির প্রধান উৎস হলো নলকুপ । এই উপজেলায় ১০০% লোক নলকুপের পানি ব্যবহার করে। উপজেলায় মোট নলকুপের সংখ্যা ৫৮৭০ টি । যদিও সরকার ও কিছু দাতা সংস্থা এই গভীর নলকুপ গুলো স্থাপন করেছে।

ছক-৭: খাবার পানির উৎস, নলকুপের সংখ্যা এবং পরিবার ভিত্তিক পানি ব্যবহারের হার

ইউনিয়নের নাম	খাবার পানির উৎস্য কি কি	নলকুপের সংখ্যা	নষ্ট নলকুপের সংখ্যা	কত শতাংশ পরিবার নলকুপের পানি ব্যবহার করে
রামকৃষ্ণপুর	নলকুপ	৩৫৭	২৪	১০০%
বাঙ্গালা	নলকুপ	৩৮৮	১৩	১০০%
উধুনিয়া	নলকুপ	৪৪৪	৩৯	১০০%
বড়পাঙ্গাসী	নলকুপ	৩৭৩	২২	১০০%
মোহনপুর	নলকুপ	৪৭০	২২	১০০%
দূর্গানগর	নলকুপ	৪৪১	১৭	১০০%
পূর্নিমাগাতী	নলকুপ	৫১৪	২০	১০০%
সলংগা	নলকুপ	৩৯৫	২২	১০০%
হাটিকুমরুল	নলকুপ	৪৩৫	১৯	১০০%
বড়হর	নলকুপ	৪২২	২৪	১০০%

SSউল্লাপাড়া সদর	নলকুপ	২৪০	১২	১০০%
পঞ্চক্রোশী	নলকুপ	৪২০	২০	১০০%
সলপ	নলকুপ	৩৬২	১৮	১০০%
কয়ড়া	নলকুপ	৩৪০	১০	১০০%
উল্লাপাড়া পৌরসভা	নলকুপ	২৬৯	০৮	১০০%
মোট		৫৮৭০	২৯০	১০০%

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী দপ্তর, আহসান হাবিব/০১৭১৬-১৫৪৫৩৬, উল্লাপাড়া

- **পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় ৯৮% মানুষ স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। উপজেলায় মোট স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সংখ্যা **৭৮,৯১৬** টি । যদিও সরকার কিছু দাতা সংস্থা এই স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন গুলো স্থাপন করেছে। আবার এই স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন গুলোর মধ্যে মাত্র ৫৫, ৮৯৬টি বন্যা লেভেলের উপরে । উল্লেখ্য যে, উপজেলায় বন্যার সময় ব্যবহারের উপযোগী থাকে ৪৭,০০৮টি ।

ছক-৮: স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সংখ্যা এবং কত % অধিবাসী স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে

ইউনিয়নের নাম	পয়ঃনিষ্কাশন			
	স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সংখ্যা	বন্যা লেভেলের উপরে কতটি	বন্যার সময় ব্যবহার করা যায় কয়টি	কত % অধিবাসী স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে
রামকৃষ্ণপুর	৫, ৬২৩	৩,৩৭৩	৩,০৩২	১০০%
বাঙ্গালা	৫,৯০৪	৩,২৪৭	৩,০৪৭	১০০%
উধুনিয়া	৫, ১৮৩	২,৫৯১	২,০৯০	১০০%
বড়পাঙ্গাসী	৫, ৬৬৭	৩, ১১৬	২,৯৯৯	১০০%
মোহনপুর	৫, ৭৮৪	৩,৪৭০	৩, ১০০	৯৭.৭৯%
দূর্গানগর	৭, ৫৩৪	৪, ৮৯৭	৩, ৬০০	৯৯.০৮%
পূনিমাগাঁতী	৮,৩৬৬	৫, ৬০৫	৫,৩০০	৯৭.৬৬%
সলংগা	৫, ৫৬১	৪,৪৪৮	৩,৪৬০	৯৪.৫১%
হাটিকুমরুল	৭, ৬৯০	৫,৯২১	৪, ৭৯০	৯৮.০২%
বড়হর	৬,২৫৫	৪, ৮১৬	৪, ১২০	৯৯.০৭%
উল্লাপাড়া সদর	৩,৯৭৯	৩,২৬২	২,৯৮০	৯৮.২৪%
পঞ্চক্রোশী	৭, ৮০২	৫,২২৭	৪, ৮৮০	৯৮.২৪%
সলপ	৪,৪২৯	২,৯২৩	২,৬১০	৯৮.৪৮%
কয়ড়া	৪, ৭০০	৩,০০০	৩,০০০	৭৫%
মোট	৭৮,৯১৬	৫৫, ৮৯৬	৪৭,০০৮	৯৮.৫২%

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী দপ্তর, আহসান হাবিব/০১৭১৬-১৫৪৫৩৬, উল্লাপাড়া ।

❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ২৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯ টি কলেজ, ৫৭টি মাদ্রাসা এবং ৪১টি পাঠাগার রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১২টি কলেজ, এবং ৩টি মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সংযুক্তিঃ ৮ এ প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী নাম, শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, কোথায় অবস্থিত এবং সেটা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় কি না তা টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

তথ্য সুত্রঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, দেলোয়ারা পারভীন, অফিস সহকারী, উল্লাপাড়া, (০১৭১৪-৩৯৬৩০৪), বিভিন্ন মাদ্রাসা সুপার ও সরজমিনে পরিদর্শন।

❖ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ

- **মসজিদ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৯১১ টি । ৯১১ টি মসজিদের মধ্যে উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ৩৭টি, উল্লাপাড়া পৌরসভার ভিতরে ৫৪টি, বড়হর ইউনিয়নে ৬৬টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ৮০টি, সলপ ইউনিয়নে ৫৭টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ৫৮ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ৮৩ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ৬৫টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ৭৬টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ৩৭টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ৭৩টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ৭০টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ৬৫টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ৪৬টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের 88টি মসজিদ রয়েছে। মসজিদ গুলির মধ্যে কিছু কিছু মসজিদে অজুখানা নেই যার কারনে মুসল্লিদের অজু করতে সমস্যা হয়। কিছু মসজিদের ল্যাট্রিন নেই আবার ল্যাট্রিন থাকলেও নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু মসজিদের মুল ঘর ও বারান্দার চাল সংস্কারমেরামত/ করার খুব প্রয়োজন কারণ যে সকল মসজিদের চালের অবস্থা খারাপ সেসব জায়গায় রোদ ও বৃষ্টিতে মুসল্লিরা নামাজ পড়তে পারে না।

তথ্য সুত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ, ইমাম, এলাকার জন সাধারন ও সরজমিনে পরিদর্শন।

মন্দিরঃ

উল্লাপাড়া উপজেলায় মন্দিরের সংখ্যা ১২৭টি এবং গীর্জা একটিও নাই। ১২৭টি মন্দিরের মধ্যে উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ৯টি, উল্লাপাড়া পৌরসভার ভিতরে ২৯টি, বড়হর ইউনিয়নে ১৭টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ৫টি, সলপ ইউনিয়নে ৭টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ৩ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ১৫ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ১টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ৮টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ১টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ৪টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ১০টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ৩টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ৬টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ৯টি মন্দির রয়েছে।

তথ্য সুত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ, পুরহিত, এলাকার জন সাধারন ও সরজমিনে পরিদর্শন।

সংযুক্তিঃ৯ এ ইউনিয়ন ভিত্তিক মসজিদ ও মন্দিরের নামসহ মসজিদ ও মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত এবং বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

- **ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্):**

উল্লাপাড়া উপজেলায় সরকারী ও বেসরকারী মিলে সর্বমোট ঈদগাঁহ্ সংখ্যা ২৬৭ টি । এই ২৬৭টি ঈদগাঁহের মধ্যে উল্লাপাড়া পৌরসভায় ১৪টি, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ১০টি, বড়হর ইউনিয়নে ২২টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ১৭টি, সলপ ইউনিয়নে ১৬টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ১৯ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ৩৪ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ১৭টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ২২টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ১৪টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ১৬টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ১৭টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ১০টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ২০টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ২০টি ঈদগাঁহ্ মাঠ রয়েছে । বেশ কয়েকটি ঈদগাঁহ্ মাঠ রয়েছে যার চারপাশে ভেঙ্গে গেছে ও বন্যার সময় পানির নিচে ডুবে যায় এলাকা বাসির মতে এই ঈদগাঁহ্ মাঠ গুলো মাটি ফেলে উঁচু/সংস্কার করা খুবই প্রয়োজন।

সংযুক্তিঃ১০ এ ইউনিয়ন ভিত্তিক ঈদগাঁহের নাম, কোথায় অবস্থিত এবং বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

তথ্য সুত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ, ইমাম, এলাকার জনসাধারন ও সরজমিনে পরিদর্শন।

- **স্বাস্থ্য সেবাঃ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনার জন্য ২টি সরকারী হাসপাতাল ১৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক ৬৫টি, এনজিও ক্লিনিক ১টি এবং ৪টি বেসরকারী হাসপাতাল রয়েছে । এই উপজেলায় মোট ডাক্তার সংখ্যা ১১১ জন এবং নার্স ও ষ্টাফ মিলে ৪০ জন জনবল রয়েছে।

সংযুক্তিঃ ১১ এ উল্লাপাড়া উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম, কোথায় অবস্থিত, ডাক্তার নার্স সংখ্যা, সেবার মান এবং স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হলো।

তথ্য সুত্রঃ ডাঃসুকুমার চন্দ্র সুর রায় উপজেলা প.প.কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উল্লাপাড়া ০১৭১১-৩০১৭৫৯, ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকার জনসাধারণ।

- **ব্যাংকঃ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ব্যাংকের সংখ্যাঃ ১২টি; শাখা সহ- ২৫ টি ব্যাংক আছে। ব্যাংকগুলো হলো কৃষি, সোনালী, জনতা, ব্র্যাক ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, কর্মসংস্থান, স্ট্যান্ডাড ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক। এ ব্যাংক গুলো গ্রাহকের টাকা লেনদেন, ডিপোজিট স্কিম, কৃষি ঋণদান, এসএমই লোন ইত্যাদি সেবাপ্রদান করে থাকে।

ছক-৯: ব্যাংকের নাম, কোথায় অবস্থিত এবং সেবার মান

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	কোথায় অবস্থিত	সেবার মান
১.	সোনালী ব্যাংক	উল্লাপাড়া	ভাল
২.	সোনালী ব্যাংক	হাটিকুমরূল	ভাল
৩.	সোনালী ব্যাংক	লাহিড়ী মোহনপুর	ভাল
৪.	কৃষি ব্যাংক	উল্লাপাড়া	ভাল
৫.	জনতা ব্যাংক	উল্লাপাড়া	ভাল
৬.	জনতা ব্যাংক	ধরাইল হাট	ভাল
৭.	জনতা ব্যাংক	সলঙ্গা	ভাল
৮.	জনতা ব্যাংক	হাটিকুমরুল	ভাল
৯.	অগ্রণী ব্যাংক	উল্লাপাড়া	ভাল
১০.	অগ্রণী ব্যাংক	ঘুরকা (সলঙ্গা)	ভাল
১১.	রূপালী ব্যাংক	বোয়ালিয়া	ভাল
১২.	ইসলামী ব্যাংক	উল্লাপাড়া	ভাল
১৩.	ব্র্যাক ব্যাংক	উল্লাপাড়া	ভাল
১৪.	ব্র্যাক ব্যাংক	মোহনপুর বাজার	ভাল
১৫.	উত্তরা ব্যাংক	উল্লাপাড়া	ভাল
১৬.	ডাচ বাংলা ব্যাংক	উল্লাপাড়া	ভাল

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	কোথায় অবস্থিত	সেবার মান
১৭.	কর্মসংস্থান	উল্লাপাড়া	ভাল
১৮.	স্ট্যান্ডাড ব্যাংক	সিরাজগঞ্জ	ভাল
১৯.	গ্রামীণ ব্যাংক	উল্লাপাড়া	ভাল
২০.	গ্রামীণ ব্যাংক	উল্লাপাড়া	মোটামুটি ভাল
২১.	গ্রামীণ ব্যাংক	বোয়ালিয়া	মোটামুটি ভাল
২২.	গ্রামীণ ব্যাংক	পূর্ণিমাগাঁতি	মোটামুটি ভাল
২৩.	গ্রামীণ ব্যাংক	উধুনিয়া	মোটামুটি ভাল
২৪.	গ্রামীণ ব্যাংক	লাহিড়ী মোহনপুর	মোটামুটি ভাল
২৫.	গ্রামীণ ব্যাংক	দূর্গানগর	মোটামুটি ভাল

তথ্য সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট অফিস ও সরজমিনে পরিদর্শন ।

- **পোস্ট অফিসঃ**

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ৪৩টি পোষ্ট অফিস রয়েছে। এ পোষ্ট অফিসগুলো গ্রাহকের পোষ্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস, মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, সেভিংস ব্যাংক ও চিঠি আদান-প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে।

ছক-১০: পোষ্ট অফিসের নাম, কোথায় অবস্থিত, সেবার মান

ক্রঃ নং	পোষ্ট অফিসের নাম	কোথায় অবস্থিত	সেবার মান
১.	উল্লাপাড়া	থানার পশ্চিমে	ভাল
২.	আমডাংগা	আমডাংগা	ভাল
৩.	খানসোনাতলা	সোনাতলা	ভাল
৪.	চৌবিলা	চৌবিলা	ভাল
৫.	তেতুলিয়া	তেতুলিয়া	ভাল
৬.	পূনিমাগাতী	পূনিমাগাতী বাজার	ভাল
৭.	বন্যাকান্দি	বন্যাকান্দি বাজার	ভাল
৮.	বড়হর	বড়হর	ভাল
৯.	বালশাবাড়ী	বালশাবাড়ী	ভাল
১০.	বোয়ালিয়া বাজার	বোয়ালিয়া বাজার	ভাল
১১.	সারাতৈল হাইস্কুল	সারাতৈল	ভাল
১২.	লাহিড়ী মোহনপুর	লাহিড়ী মোহনপুর	ভাল
১৩.	উধুনিয়া বাজার	উধুনিয়া বাজার	ভাল
১৪.	এলংজানী	এলংজানী	ভাল
১৫.	কয়ড়া হাইস্কুল	কয়ড়া হাইস্কুল	ভাল
১৬.	কালিয়াকৈড়	কালিয়াকৈড় বাজার	ভাল
১৭.	কুচিয়ামারা	কুচিয়ামারা বাজার	ভাল
১৮.	খাদুলী	খাদুলী	ভাল
১৯.	খোদ্দগাজাই	খোদ্দগাজাই	ভাল
২০.	গয়হাট্টা	গয়হাট্টা বাজার	ভাল
২১.	চিনাধুকুরিয়া	চিনাধুকুরিয়া	ভাল
২২.	জন্তিহার	জন্তিহার	ভাল
২৩.	দবিরগঞ্জ	দবিরগঞ্জ	ভাল
২৪.	দিলপশার	দিলপশার ষ্টেশান	ভাল
২৫.	ধরাইল হাট	ধরাইল বাজার	ভাল
২৬.	বড়পাঙ্গাসী	বড়পাঙ্গাসী	ভাল
২৭.	বংকিরট হাট	বংকিরট বাজার	ভাল
২৮.	বাগমারা	বাগমারা বাজার	ভাল
২৯.	বিনায়েকপুর	বিনায়েকপুর হাট	ভাল
৩০.	মাটিয়া মালিপাড়া	মাটিয়া মালিপাড়া	ভাল
৩১.	মোরদহ	মোরদহ	ভাল
৩২.	রাজমান	রাজমান বাজার	ভাল
৩৩.	শরিফাবাদ	শরিফাবাদ নওগাঁ	ভাল
৩৪.	হাওড়া	হাওড়া	ভাল
৩৫.	সলঙ্গা	সলঙ্গা	ভাল
৩৬.	অলিদহ	অলিদহ	ভাল
৩৭.	আমসারা	আমসারা	ভাল
৩৮.	চরবেড়া	চরবেড়া	ভাল
৩৯.	ধুবিলা	ধুবিলা	ভাল
৪০.	নাইমুরি কিষাণ	নাইমুরি কিষাণ	ভাল
৪১.	রোহদহ	রোহদহ	ভাল

ক্রঃ নং	পোষ্ট অফিসের নাম	কোথায় অবস্থিত	সেবার মান
৪২.	শলি বাজার	শলি বাজার	ভাল
৪৩.	সোনাকড়া	সোনাকড়া	ভাল

তথ্য সুত্রঃ উপজেলা পোস্ট অফিস।

• ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ

উল্লাপাড়া উপজেলায় ছোট বড় মিলে প্রায় সর্বমোট ১২২ টি ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্র রয়েছে। ১২২ টি ক্লাবের মধ্যে উল্লাপাড়া পৌরসভায় ১০টি, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ০৭টি, বড়হর ইউনিয়নে ০৬টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ০৭টি, সলপ ইউনিয়নে ০৯টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ০৫ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ১০ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ০৮টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ০৯টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ০৩টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ১৮টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ২১টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ০৪টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ০২টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ০৩টি ক্লাবসাংস্কৃতি রয়েছে।/ এগুলো সাধারনত খেলাধুলা ও বিভিন্ন ধরনের বিনোদন মূলক কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে ।আবার কিছু কিছু ক্লাব সমাজ সেবা ও উন্নয়নমুলক কাজে সহায়তা করে এবং দুর্যোগের সময় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে।

সংযুক্তিঃ ,এ ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্লাব কেন্দ্রর নাম ১২ কোথায় অবস্থিত এবং উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কি না তা তুলে ধরা হলোঃ

তথ্য সুত্রঃ উপজেলা সমবায়, সমাজ সেবা অফিস ও দলীয় আলোচনা ।

• এন জি ও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহঃ

উল্লাপাড়া উপজেলায় ২৭ টি এনজিও আছে। এই এনজিও গুলো ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ বিষয়ে কাজ করে। এ ছাড়া উক্ত এনজিও গুলি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কাজ করে । নিম্নে এনজিওগুলোর কাজ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

ছক-১১: এনজিও দের কাজের ধরণ এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১.	অডিটর	• কুটসিকিউরিটি • জলবায়ু (নিচ)	• ৯৬০ জন	• ২০১৬ • ২০১৮
২.	আশা	• ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প • শিক্ষা কার্যক্রম	• ১৫০০০ জন	• চলমান • চলমান
৩.	নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থা	• গৃহায়ন প্রকল্প • আনন্দ স্কুল	• ১৭২০জন	• ২০১৬ • চলমান
৪.	ডেমোক্রেসী ওয়াচ	• সকল নিবাচিত নারী প্রতিনিধি অপরাজিতা নারীর ক্ষমতায়ন	• জন	• ২০১৫ সাল থেকে কাযক্রম শুরু হয়
৫.	মুসলিম এইড	• ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	• ১২৬৬ জন	• চলমান
৬.	গ্রামীণ ব্যাংক	• ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প • শিক্ষা প্রকল্প ও বিনা সুধে • ঋণ কর্মসূচী • সংগ্রামী সদস্য ঋণ প্রকল্প	• ৪৮২০৩ জন	• চলমান
৭.	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি	• ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী • বৃক্ষরোপন কাযক্রম • শাক/সবজি চাষ • গবাদী পশু পালন ও টিকা প্রদান • স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন • স্বাস্থ্যসম্মত নলকূপ স্থাপন	• ২৩৮৯ জন	• ১৯৯১ সাল থেকে শুরু
৮.	উন্নয়ন সংঘ	• গভবতী মা ও নব জাতকের স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প	• ৩০৫৬জন	• ২০১৫ সাল
৯.	টি এম এস এস	• ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী	• ২১১৪ জন	• ২০০১ সাল থেকে শুরু
১০.	গণকল্যাণ সংস্থা (গাক)	• ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প	• ১৬০০ জন	• ২০১০ শুরু চলমান
১১.	সুখের সন্ধান	• বৃক্ষরোপন ও স্যানিটেশন কর্মসূচি • ছাগল পালন ও সবজি চাষ • শিক্ষা প্রকল্প (ব্র্যাক এর সহায়তায়) • রস্ক (আনন্দ স্কুল) • চাইল্ড লেবার	• ২৫০০ জন	• চলমান • চলমান • চলমান • ২০১১-১২ সাল • ২০১২-১৪ সাল

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১২.	পিপিডি (প্রোগ্রাম হর পিপলস ডেভেলপমেন্ট	• ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প	• ১৪৮০ জন	• ২০০১ সাল থেকে শুরু
১৩.	গ্রামীণ মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশন	• ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প (পশুর উপর)	• ৩৩০ জন	• চলমান
১৪.	বুরো বাংলাদেশ	• ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প • মানি ট্রান্সফর বিভিন্ন দেশ হতে • শিক্ষা প্রকল্প	• ৩২০০ জন	• চলমান • চলমান • চলমান
১৫.	বিজিইএফ ব্রাইট গ্রীন এনাজি ফাউন্ডেশন	• সৌরবিদ্যুৎ • বায়োগ্যাস • উন্নত চুলা	• ২৫৩ জন	• চলমান
১৬.	গ্রাম উন্নয়ন কম (গাক)	• ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	• ১৬০০ জন	• ২০০৭ সাল থেকে শুরু
১৭.	ডরপ	• ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	• ৬৫০ জন	• চলমান
১৮.	রুরাল সাবিস ফাউন্ডেশন	• সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প	• ৭৭৯৭ জন	• চলমান
১৯.	আভা ডেভেলপমেন্ট সোস্যায়টি	• সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প	• ৫৮০ জন	• চলমান
২০.	সৌহাদ্য ২ প্রোগাম (কেয়ার বাংলাদেশ)	• দুর্যোগ প্রকল্প	• ৪৬৯ জন	• ২০১৫ সাল
২১.	ইএস ডিও	• ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	• ৬৯০ জন	• ২০১৯সাল
২২.	একতা মানব উন্নয়ন সংস্থা	• ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প • গরীব দুখিদের বিবাহে সহযোগীতা	• ৬০ জন	• চলমান
২৩.	গ্রামীন শক্তি	• সৌরবিদ্যুৎ • বায়োগ্যাস • উন্নত চুলা	• ২০০০ জন	• চলমান
২৪.	মৎস্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান	• মাছের পোনা উৎপাদন • গরুর খাবার • কৃষি ব্যবস্থাপনা	• ৩২৫ জন	• চলমান
২৫.	মানবমুক্তি (কেয়ার বাংলাদেশ)	• কৃষি ও জীবিকায়ন • স্বাস্থ্য ও পুষ্টি • নারীর ক্ষমতায়ন • দুযোগ ব্যবস্থাপনা • সুশাসন ও ক্ষমতায়ন	• ৩৯১০ জন	• ২০০৫ সাল থেকে শুরু • ২০১৫ সাল • ২০১৫ সাল • ২০১৫ সাল • ২০১৫ সাল
২৬.	ইউডিপি এস	• ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	• ৮০০জন	• ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু চলমান
২৭.	উজ্জিবিত/ RERMP-২	• এস এস এস • ক.স্বাস্থ্য বা হাসপাতাল • মৎস্য সম্প্রসারণ	• ১০, ৫১১ জন • ৪০০জন	• ১৯৮৯ সাল শুরু • ১৯৯৪ সাল চলমান • ১৯৯৪ সাল চলমান
২৮.	তিলোকতমা সূর্য্যের হাসি	• পরিবার পরিকল্পনা • সাধারন স্বাস্থ্য • গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য	• ৩৮৬৬ জন	• ২০০৫ সাল থেকে শুরু • চলমান • চলমান

তথ্য সুত্রঃ এনজিও কার্যালয় ও সরজমিনে পরিদর্শন ।

• খেলার মাঠ

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ১৫১টি খেলার মাঠ রয়েছে। ১৫১ টি খেলার মাঠের মধ্যে উল্লাপাড়া পৌরসভায় ১০টি, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ০৭টি, বড়হর ইউনিয়নে ০৭টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ১৬টি, সলপ ইউনিয়নে ১১টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ০৮ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ১৬ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ১৮টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ১৫টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ০৪টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ১০টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ০৪টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ০৯টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ১০টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ০৬টি খেলার মাঠ রয়েছে । এ মাঠ গুলো বেশীর ভাগেই নিচু এবং বন্যার মাঠ গুলো অর্ধ নির্মজ্জিত থাকে । যার ফলে দুর্যোগের সময় উক্ত মাঠগুলো আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় না তবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন, দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মহড়ার আয়োজন ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।
সংযুক্তিঃ ,এ ইউনিয়ন ভিত্তিক খেলার মাঠ কোথায় অবস্থিত ১৩ দুর্যোগের সময় কাজে লাগবে কিনা বা কিভাবে কাজে লাগাবে তা তুলে ধরা হলোঃ

তথ্য সুত্রঃ জনপ্রতিনিধি, দলীয় আলোচনা ও সরজমিনে পরিদর্শন।

➢ কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটঃ

• কবরস্থানঃ

উল্লাপাড়া উপজেলায় সরকারী, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ২৭৪টি কবরস্থান রয়েছে। এই উপজেলার কবরস্থান গুলো নিচু এবং বন্যার সময় পানিতে তলিয়ে যায়। উপজেলার মোট ২৭৪ টি কবরস্থানের মধ্যে উল্লাপাড়া পৌরসভায় ১৫টি ,উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ১৩টি ,বড়হর ইউনিয়নে ২৭টি ,সলঙ্গা ইউনিয়নে ২০টি ,সলপ ইউনিয়নে ১৬টি ,বাঙ্গালা ইউনিয়নে ১৭ টি , হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ২৬ টি ,রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ২৭টি ,পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ২০টি ,কয়ড়া ইউনিয়নে ৬টি ,পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ২০টি ,দূর্গানগর ইউনিয়নে ১৫টি ,মোহনপুর ইউনিয়নে ১৭টি ,বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ২০টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ১৫টি কবরস্থান রয়েছে।

• শ্মশান ঘাটঃ

উল্লাপাড়া উপজেলায় ৪৩ টি সরকারী শ্মশানঘাট রয়েছে। এই উপজেলার বেশির ভাগ শ্মশানঘাট গুলো নিচু এবং বন্যার সময় পানিতে তলিয়ে যায়। উপজেলার মোট ৪৩ টি শ্মশানঘাটের মধ্যে উল্লাপাড়া পৌরসভায় ২টি, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নে ৪টি, বড়হর ইউনিয়নে ৩টি, সলঙ্গা ইউনিয়নে ৩টি, সলপ ইউনিয়নে ৪টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নে ১ টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ৮ টি, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ৪টি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে ২টি, কয়ড়া ইউনিয়নে ২টি, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নে ১টি, দূর্গানগর ইউনিয়নে ৪টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ৩টি, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ১টি এবং উধুনিয়া ইউনিয়নের ১টি শ্মশানঘাট রয়েছে।
সংযুক্তি : ১৪ এ উল্লাপাড়া উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার কবরস্থান এ শ্মশানঘাটের নাম সহ বর্তমান অবস্থান এবং অবস্থার বর্ণনা করা হলো।

তথ্য সুত্রঃ সরজমিনে পরিদর্শন, দলীয় আলোচনা ।

• যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ

উল্লাপাড়া উপজেলায় বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ খবর ও তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেছে অত্র উপজেলাতে প্রায় সব ধরনের যানবাহন ও যোগাযোগের মাধ্যমে রয়েছে। রেলপথ উল্লাপাড়া উপজেলার জন্য উল্লেখযোগ্য একটি যোগাযোগের মাধ্যম। উল্লাপাড়া রেল স্টেশন থেকে রেল পথে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করা যায় এছাড়াও মোহনপুর ও সলপ রেল স্টেশন রয়েছে। উল্লাপাড়া উপজেলা থেকে সার্বক্ষনিকভাবে জেলা সদরের সাথে বাস সিএনজি যোগে যাতায়াত করা যায়। আবার বেশ কয়েকটি নদী থাকার কারণে বহু সংখ্যক জনগণ বন্যার সময় নৌকা যোগে যাতায়াত করে। স্থানিয়ভাবে মালামাল ও গবাদী পশু পরিবহনের জন্য নছিমন গাড়ি উল্লেখযোগ্যহারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যদিও পরিবহনটি অতিব ঝুকিপূর্ণ। নিম্নে ছকের মাধ্যমে যোগাযোগের মাধ্যম ও সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

ছক-১২: উপজেলার যানবাহনের ধরণ এবং সংখ্যা

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	যোগাযোগের মাধ্যম	ইউনিয়নে কি ধরণের যানবাহন কতগুলি আছে										
			বাস	ট্রাক	মাইক্রো	কার	সিএনিজি /টেম্পু	অটো	নৌকা	রিক্সা	ভ্যান	নছিমন	অন্যান্য
১.	রামকৃষ্ণপুর	সড়ক পথ ও নৌ পথ	২	১০	৫	-	১০০/২৫	-	১৫	২০	১৫০	১৫০	১৫
২.	বাঙ্গালা	সড়ক পথ ও নৌ পথ	০০	১০	-	-	৫০/ ৩০	১০	১০০	৫	২০০	৪০০	২০
৩.	উধুনিয়া	সড়ক পথ ও নৌ পথ	-	-	-	-	৫/৫	-	২২০	-	১৮০	৬০	৮০
৪.	বড় পাঙ্গাশী	সড়ক	-	১০	৩	২	১০/২০	৫	২০০	৫	২০০	১৫০	৫০
৫.	মোহনপুর	সড়ক পথ, নৌ পথ ও রেলপথ	-	৪	১	২	২০/১০	১০	১২০	-	১০০	২৫	৩৫
৬.	দূর্গানগর	সড়ক পথ ও নৌ পথ	২০	৫	১৫	৩	৭০/৩০	২০	২০	৫০	৪৫০	২০০	৫০
৭.	পূর্ণিমাগাঁতি	সড়ক পথ ও নৌ পথ	১	৪	১	-	৭০/২৫	১৫	৬০	১০	২২০	১৮০	৪০
৮.	সলংগা	সড়ক পথ ও নৌ পথ	-	২০	১	-	৬০/৯০	-	২০	-	২০০	২০০	৫০
৯.	হাটিকুমরূল	সড়ক পথ ও নৌ পথ	৩	৩০	১০	৫	৬০/৯০	২	২৫	৫	২০০	১০০	২৫
১০.	বড়হর	সড়ক পথ ও নৌ পথ	৩	২০	১২	-	১৫০/১০০	১২০	৫০	১৫	১২০	২০০	২১
১১.	উল্লাপাড়া	সড়ক পথ ওনৌ পথ	২	৫	৩	১	৩৫/২০	১০	৩০	২০	৭০	৫০	২৫
১২.	পঞ্চক্রোশী	সড়ক পথ, নৌ	১	২	-	-	৪৫/৩৫	৫	৮০	১৫	১৭০	১২০	৩৬

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	যোগাযোগের মাধ্যম	ইউনিয়নে কি ধরণের যানবাহন কতগুলি আছে										
			বাস	ট্রাক	মাইক্রো	কার	সিএনজি /টেম্পু	অটো	নৌকা	রিক্সা	ভ্যান	নছিমন	অন্যান্য
		পথ ও রেলপথ											
১৩.	সলপ	সড়ক পথ, নৌ পথ ও রেলপথ	-	৫	-	-	৫০/২০	১০	৫০	১০	১৮০	১২০	৩৫
১৪.	কয়ড়া	সড়ক পথ ওনৌ পথ	-	৫	১	-	৫০/১৫	১৫	৫০	২০	২০৫	১২০	২৫
১৫.	উল্লাপাড়া পৌরসভা	সড়ক পথ, নৌ পথ ও রেলপথ	১৩	২০০	২০	৫	১০০/৫০	৫০	১০	১৬০	৩০০	১৫০	১৫
মোট=			৪৫	১৫০	৭২	১৮	৮৬৫/৫২৫	২৭২	১০৫০	৩৩৫	২৯৪৫	২২২৫	৫২২

তথ্য সুত্রঃ মোঃ আব্দুল হাই, চেন মাষ্টার,০১৭৫১-৮৫২২৮৭ পুরাতন বাসস্ট্যাড, উল্লাপাড়া ও সকল পরিবহন সমিতির কার্যালয় এবং দলীয় আলোচনা

- **বন ও বনায়নঃ**

বর্তমানে মানবসৃষ্ট কারন ও প্রাকৃতিক বিরুপ প্রতিক্রিয়ায় বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে । উল্লাপাড়া উপজেলায় উল্লেখ্যযোগ্য তেমন কোন বনাঞ্চল নাই। তবে এলাকায় পাকা-কাঁচা রাস্তা, বাঁধ, বসতবাড়ীর চারপাশ এবং রেললাইনের দু'পাশ দিয়ে কিছু সামাজিক বনায়ন পরিলক্ষিত হয় । উল্লাপাড়া উপজেলাতে মোট ২৫-৩৫ প্রকারের গাছ রয়েছে তার মধ্যে ইউকালেক্টরী, শিশু, বাবলা, মেহগনী, আকাশমনী, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেল, নিম, মেহগনী অন্যতম, বিভিন্ন ধরনের গাছ সরকারী উদ্যেগে লাগানো হয়েছে। উল্লাপাড়া উপজেলাতে এলাকায় সরকারী-বেসরকারী ও ব্যাক্তি উদ্যোগে বন বিভাগ প্রায় ৮০ কিলোমিটার বনায়ন করা হয়েছে।

ছক-১৩: বনাঞ্চল আছে কিনা, আয়তন, কি কি গাছ এবং উদ্যোক্তাদের তথ্য

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	কোন বনাঞ্চল আছে কি না	কত একর এলাকা জুড়ে বনাঞ্চল আছে	কি কি গাছ আছে	সরকারী/এনজিও বা ব্যক্তির উদ্যোগে বনায়ন করা হয়েছে কি না (হ্যাঁ হলে নাম লিখুন)
১.	**উল্লাপাড়া**	আছে	প্রায় ৮০ কি.মি.	ইউক্যালিপটাস, শিশু, বাবলা, মেহগনী, আকাশমনী কাঁঠাল ইত্যাদি ছাড়াও আম, জাম, কাঁঠাল গাছ	বন বিভাগের তথ্যমতে উক্ত এলাকায় সরকারী –বেসরকারী ও ব্যাক্তি উদ্যোগে বেশ কিছু রাস্তার দু'পাশে বনায়ন করা হয়েছে।

তথ্য সুত্রঃ ফরেষ্ট অফিসার মন্জুরুল ইমলাম ০১৭৪৫-৫৪৮১৪২।

১.৪.৩আবহাওয়া ও জলবায়ু

- **বৃষ্টিপাতের ধারা**

এই এলাকায় বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় একই রকম। এই অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭১০ মি.মি. । ১৯৭১,১৯৮১,১৯৯১,২০০১ এবং ২০০৭ সালের পর দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১, ৬, ৫, ৫ এবং ৬ মি.মি-এর অধিক। কিন্তু এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেশি কিন্তু উৎপাদন কম হচ্ছে। সেই সাথে ফসলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। অসময়য়ে বৃষ্টিপাত বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশ্বিন-অগ্রহায়ন পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি হয় যার ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শীতমৌসুমেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যার ফলে ফসলের চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভব পড়ে।

ছক-১৪: মোট বৃষ্টিপাতের পরিমান এবং কোন মৌসুমে কেমন বৃষ্টি পাত হয়

মোট বৃষ্টিপাতের পরিমান	কোন মৌসুমে কেমন বৃষ্টি পাত হয়												কোন পরিবতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিনা
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	
১০১৩মি.মি.	১৬১ মি.মি.	১২৬ মি.মি.	১৪৬ মি.মি.	২৫৩ মি.মি.	১০৪ মি.মি.	২১৯ মি.মি.	-	০৪ মি.মি.					২০১১-১৫২৩মি.মি. ২০১২-১২৪৮মি.মি. ২০১৩-১০৬২মি.মি. সুতারাং পরিবতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তথ্য সুত্রঃ বিবিএস

• তাপমাত্রাঃ

উল্লাপাড়া সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৩.৫° সে. ও ১২.৫° সে.। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা থাকে ২৮.৩° সে. অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আরো বাড়বে। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত লোক বিকল্প পেশা হিসেবে পোল্ট্রি ফার্ম ব্যবসা, গবাদি- পশুপালন চালু করেছিল তাদের এই ব্যাবসা ও ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

]

ছক-১৫: গড় তাপমাত্রা এবং কোন মৌসুমে কেমন তাপমাত্রা

গড় তাপমাত্রা	কোন মৌসুমে কেমন তাপমাত্রা												কোন পরিবতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিনা
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	
৩০.৬ ডিগ্রি সে.	৩৪.৬	৩৪.৬	৩৭.৬	৩৮.১	৩৬.২	৩৫.১	৩০.০০	২৮.২	২১.৩	১৫	২৫	২৭.৩	

তথ্য সুত্রঃ বিবিএস ২০১১ কমিউনিটি সিরিস.

• ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর দুই বার পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয়। এ-অঞ্চলে দেখা গেছে এপ্রিল মাসে এই স্তর ৬৩ থেকে ৬৪ ফুটের মধ্যে থাকে এবং মে মাসে এই পানির স্তর আরও নিচে নেমে যায়। মে মাসে এই স্তর থাকে ৬৫ থেকে ৬৬ ফুটের মধ্যে। এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তর না-কমলেও দিন দিন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে, কারণ লবণাক্ত পানি অগভীর স্তরের ভারসাম্য রক্ষা করছে। এলাকাবাসী মনে করছে সুপেয় পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি হুমকি স্বরূপ।

ছক-১৬: বিগত পাঁচ বছরের পানির স্তরের অবস্থা

পানির স্তর কত ফুট নিচে	পানির স্তরের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কি না	বিগত পাঁচ বছরের পানির স্তর					শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির সংকট হয় কি না	শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির সংকট হয় কি না	মন্তব্য
৬৭ ফুট	হ্যাঁ	**২০০৯**	**২০১০**	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	হয়	হয়	
		৬৩.৭৫	৬৪.৫৯	৬৫.১২	৫৬.৫০	৬৬.১২			

তথ্য সুত্রঃ জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর।

• ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ

উপজেলায় মোট ৩২,৭৩৫ হেক্টর জমি আছে । যার মধ্যে আবাদী জমির পরিমান ৩২,৫৮৫হেঃ, অনাবাদী জমি ১৯০ হে:, একফসলী জমি ২,৫৩০হেঃ, দুফসলী জমি ২০, ৫৬৫ হে ও তিন ফসলী জমি ১০৪৯০ হেক্টর এবং বসতি জমির পরিমান ১৩,৫১৪ হেক্টর

ছক-১৭: ভূমি ও ভূমির ব্যবহার এবং বসতি এলাকার পরিমান

মোট জমির পরিমান	আবাদি	অনাবাদী	এক ফসলী	দু-ফসলী	তিন ফসলী	বসতি এলাকার পরিমান	মন্তব্য
৩২,৭৩৫হেঃ	৩২,৫৮৫হেঃ	১৯০ হেঃ	২,৫৩০হেঃ	২০, ৫৬৫ হেঃ	১০৪৯০ হেঃ	১৩, ৫১৪ হেঃ	

তথ্য সুত্রঃ উপজেলা কৃষি অফিস (মোঃ সাইফুল আজম খান, উপজেলা কৃষি কমকর্তা (০১৭১৬-১৭১৯৫৭)।

- ## কৃষি ও খাদ্যঃ

উল্লাপাড়া উপজেলার প্রধান ফসল ধান এবং চৈতালী ফসল জন্মে। এই এলাকার মানুষের প্রধান খাবার ভাত ও রুটি। এছাড়াও মাংস, সবজী ও নানা রকম ফল মূল-তাদের খাদ্যাভ্যাসের মূল উপাদান। এ উপজেলায় প্রধান খাদ্য সমূহ হলো মাছ, ভাত, ডাল এবং মানুষের খাদ্যাভাস সকালে ১ বার, দুপরে ১ বার, ও রাতে ১ বার ।

ছক-১৮: বিগত ১০ বছরের প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদনের পরিসংখ্যান

প্রধান প্রধান ফসল কি কি	বিগত ১০ বছরের উৎপাদনের পরিসংখ্যান										প্রধান খাদ্য সমূহ
	২০১২	**২০১১**	**২০১০**	**২০০৯**	**২০০৮**	**২০০৭**	**২০০৬**	**২০০৫**	**২০০৪**	**২০০৩**	ভাত, রুটি মাছ, ডাল, সবজি ইত্যাদি
ধান	২২১৩০৯.৪০	২২৯০৩৭.৪০	২১৫২৯৯.৫০	১৮২৩০৮.৫০	২০৯২১৭.৩০	১৮৭০০৮.০০	২২৪৫৮৩.৬১	২০৯৯২২.১০	২৮৯৯০২.২৭	১৯৮৪৮৬.৬৯	
গম	৬৭৫	৬২০	৬৩০	৮০২.৪	৭৯২.৮	৭৯৮	১৫৩৬	৩০২৫	২৯৮০	৩৯২৪.৫	
পাট	৩০৭১৭.৫	৩৭৫৯২	৪৩৭১৪	১৭৮২০	১৩৭৮০	৫৮৯৪	৯৭৮০	১০৩৮০	৩২০০	১৩৮৩৫	
ভুট্টা	৫১৭	৫০১	৩৪২	৪০২	২৩২৫	৩২০	৪৮	২২৫	১০৮	২৭.৫০	
মরিচ	৩৩৩	৩১৪	৪২১.৭৫	২৯৩.৫	৩২২.৫	২২৫	৩৪১.২৫	৪০০	৪০৫	৫০০	

প্রধান প্রধান ফসল কি কি	বিগত ১০ বছরের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য										খাদ্য ভাস
	২০১২	**২০১১**	**২০১০**	**২০০৯**	**২০০৮**	**২০০৭**	**২০০৬**	**২০০৫**	**২০০৪**	**২০০৩**	
ধান	**৩১৬৮ হেঃ**	-	-	-	-	৮৬৫হেঃ	-	-	-	-	কম বেশি তিন বেলা খায়
গম	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
পাট	-	-	-	-	-	৩৬৯ হেঃ	-	-	-	-	
ভুট্টা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
মরিচ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

তথ্য সুত্রঃ উপজেলা কৃষি অফিস (মোঃ সাইফুল আজম খান, উপজেলা কৃষি কমকর্তা (০১৭১৬-১৭১৯৫৭)।

• নদীঃ

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ০৮টি নদী । নদী গুলোর নাম যথাক্রমে ফুলজোর নদী, করতোয়া নদী, ঝপঝপিয়া নদী, স্বরস্বতি নদী, গোহালা নদী, বিলসুরভী নদী, মুক্তাহার নদী, গাড়াদহ নদী । এ নদী গুলো উপজেলার প্রায় সবকটি ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

ছক-১৯: নদীর নাম , উপকারিতা এবং অপকারীতা

উপজেলার মধ্যে বা পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নাম	নদীর উপকার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	নদীর অপকার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
ফুলজোর	এ নদীতে মাছ পাওয়া যায় । সেচ কাজে ব্যবহার করা হয় । জেলেদের জীবিকা নির্বাহ হয় ।	এপারের মানুষ ওপারের যেতে সমস্যা হয়। নদীর পানি প্রবাহের ফলে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়।
করতোয়া	মাছ পাওয়া যায় সেচ কাজে ও জেলেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে।	নদীতে অনেক জায়গায় ব্রীজ না থাকায় এপার হতে ওপার যেতে সমস্যা হয়। অনেক সময় উজান থেকে ময়লা আর্বজনা বা মরা প্রানী ভেসে এসে পরিবেশ দূষিত করে পারাপারের সমস্যাই প্রধান।
ঝপঝপিয়া	মাছ পাওয়া যায়, সেচ কাজে ব্যবহৃত হয় ও জেলেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে।	নদীর আংশিক ভাঙ্গন থাকায় অনেক পরিবার ঝুঁকিতে থাকে ।
স্বরস্বতি	এ নদীতে মাছ পাওয়া যায় । সেচ কাজে ব্যবহার করা হয় । জেলেদের জীবিকা নির্বাহ হয় ।	নদীর আংশিক ভাঙ্গন থাকায় অনেক পরিবার ঝুঁকিতে থাকে ।
গোহালা	এ নদীতে মাছ পাওয়া যায় । সেচ কাজে ব্যবহার করা হয় । জেলেদের জীবিকা নির্বাহ হয় ।	নদীতে অনেক জায়গায় ব্রীজ না থাকায় এপার হতে ওপার যেতে সমস্যা হয়।
বিলসূর্য	এ নদীতে মাছ পাওয়া যায় । সেচ কাজে ব্যবহার করা হয় । জেলেদের জীবিকা নির্বাহ হয় ।	এই নদীতে এখন প্রায় ভরাট হওয়ায় সেচ কার্যক্রম ব্যবহার হচ্ছে ।
মুক্তাহার	এ নদীতে মাছ পাওয়া যায় । সেচ কাজে ব্যবহার করা হয় । জেলেদের জীবিকা নির্বাহ হয় ।	নদীতে অনেক জায়গায় ব্রীজ না থাকায় এপার হতে ওপার যেতে সমস্যা হয়। যখন পানি শুকিয়ে যায় ।
গাড়াদহ	এ নদীতে মাছ পাওয়া যায় । সেচ কাজে ব্যবহার করা হয় । জেলেদের জীবিকা নির্বাহ হয় ।	নদীতে অনেক জায়গায় ব্রীজ না থাকায় এপার হতে ওপার যেতে সমস্যা হয়। যখন পানি শুকিয়ে যায় ।

তথ্য সূত্রঃ মোঃআবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,০১৭১৮-০১৭৪৭২

• পুকুর :

উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট **২০১১** টি পুকুর আছে । এ পুকুর গুলোতে বছরের সব সময় পানি থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ পুকুর গুলোতে সাধারণত মাছ চাষ করার জন্য ব্যবহার করা হয় ।

ছক-২০ মোট :পুকুরের সংখ্যা এবং উপকারিতা

উপজেলার নাম	উপজেলায় মোট পুকুর সংখ্যা	ব্যবহার হয় কতটি	ব্যবহার হয় না কতটি	পুকুরের উপকারীতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
উল্লাপাড়া	২০১১টি	১৯৫০টি	৬১টি	বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা যায়, গোসল থালা বাসন ধোয়া যায় কাপড় কাচা যায় এবং মাছ বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করে।
মোট=	২০১১টি	১৯৫০টি	৬১টি	

তথ্য সূত্রঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,০১৭১৮-০১৭৪৭২

• খালঃ

উল্লাপাড়া উপজেলায় ০১টি খাল থাকলেও বর্তমানে সক্রিয় নয়। প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট কারনে খালটি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

ছক-২১খালেরর নাম উপকারিতা এবং অপকারীতা :

উপজেলার মধ্যে বা পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালের নাম	খালের উপকার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	খালের অপকার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
বাওয়া খাল, বাঙ্গালা	গরু, বাছুর, গোসল করানো হয় । পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা হয় ।	খাল শিশুদের জন্য ঝুঁকির কারন হয়ে দাঁড়ায় ।

তথ্য সূত্রঃ মোঃআবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,০১৭১৮-০১৭৪৭২

বিলঃ

বর্তমানে উল্লাপাড়া উপজেলায় ০৪ টি বিল আছে ।

ছক-২২: বিলের নাম উপকারিতা এবং অপকারীতা :

বিলের নাম	**বিলের ব্যবহার (কয় ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে কিনা ইত্যাদি বর্ণনা)**	**বিলের উপকারীতা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**
নলসন্ধ্যা বিল	দুই ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে না।চৈত্র মাসে পানি শুকিয়ে যায়।	বিলে মাছ পাওয়া যায় ও মাছ চাষ করা যায়, বিলের পাশে ফসল ভাল হয়, সেচ কাজ করা যায়।
রূপনাই বিল	এক ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে ।	বিলে মাছ পাওয়া যায় ও মাছ চাষ করা যায়, বিলের পাশে ফসল ভাল হয়, সেচ কাজ করা যায়।
দূর্গাদহ বিল	এ বিলে ধানের আবাদ হয় এবং, সারা বছর পানি থাকে তবে সব খানে না । চৈত্র মাসে অনেকটা শুকিয়ে যায়।	বিলে মাছ পাওয়া যায় ও মাছ চাষ করা যায়, বিলের পাশে ফসল ভাল হয়, সেচ কাজ করা যায়।
ভানুসিংহ বিল	এক ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে না।	বিলে মাছ পাওয়া যায় ও মাছ চাষ করা যায়, বিলের পাশে ফসল ভাল হয়, সেচ কাজ করা যায়।

তথ্য সুত্রঃ মোঃআবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,০১৭১৮-০১৭৪৭২

- ## আর্সেনিক দূষণঃ

এলাকায় অগভীর নলকূপ গুলোতে মাত্রাতিরিক্ত আয়রন থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে অগভীর নলকূপ গুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপ গুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। আশংকা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে গভীর নলকূপ গুলোতেও আর্সেনিক, আয়রনমুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত আর্সেনিক দূষণ মানচিত্র অনুযায়ী এ-অঞ্চলের ৫% টিউবওয়েল আর্সেনিক আক্রান্ত।

ছক-২৩ উপজেলায় আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত তথ্য

আর্সেনিক দূষণ আছে কি না	**দুষণের মাত্রা**	**কত শতাংশ টিউবয়েল আর্সেনিক পাওয়া গেছে**	**আর্সেনিকযুক্ত সবগুলি টিউবয়েলে লাল চিহ্ন দেওয়া আছে কি না**	**আর্সেনিক দুষণের ফলে কি হচ্ছে**
হ্যাঁ	০.০২	৫%	হ্যাঁ	আর্সেনিকোসেস

তথ্য সুত্রঃ মোঃ আহসান হাবিব , উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী,**০১৭১৬-১৫৪৫৩৬**

89°26'
89°30'
89°34'
89°38' E
RAIGANJ
Karatoya R
24° 26' N
TARASH
Hatikumrul
Salanga
Ramkrishnapur
24° 24'
Barahar
24° 22'
KAMARKHANDA
Bangala
Purnimaganti
24° 20'
Pancha-kroshi
Udhunia
ULLAHPARA
Salop RS
24° 18'
Barapangashi
Ichamati R
Surjabil R
Ullahpara RS
Salap
Durganagar
24° 16'
BELKUCHI
Lahirimohanpur RS
Karatoya R
BHANGURA
24° 14'
Mohanpur
SHAHJADPUR
ULLAHPARA UPAZILA
24° 12'
FARIDPUR (Pabna)
1 0 1 2 3 km
89°24'
89°28'
89°32'
89°36'

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাসঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলার মধ্যে উল্লাপাড়া উপজেলা অন্যতম। প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগের সম্মুখীন হয় এ উপজেলা। বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, অতিবৃষ্টি, কালবৈশাখীসহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। করতোয়া, ফুলজোর, ঝপঝবিয়া, গাড়াদহ ,স্বরস্বতি, মুক্তাহার, গোহালা ও বিলসুরভী নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নদীর দু-কুল ভাসিয়ে উপজেলার ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয়। তাছাড়া ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ফলে উপজেলার নিম্ন এলাকার বসত বাড়ীতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। যা প্রায় ১৫ থেকে ১ মাস স্থায়ী থাকে। নদী ভরাট দিন দিন প্রকোপ হচ্ছে এবং এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৪ সালে ও ২০০৭ সালে দেখা গেছে উত্তরের হিমালয়ের পাদদেশে তথা উজান থেকে নেমে আসা ঢলে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৩-৫ দিনের মধ্যে উল্লাপাড়াসহ সমগ্র সিরাজগঞ্জ জেলা প্লাবিত হয়ে যায়। বন্যার প্রকপে বসতবাড়ি তলিয়ে মানুষ গৃহহারা হয়ে যায়, শ্রোতের প্রকপে আধা কাঁচা ও কাঁচা ঘরবাড়ি বিলিন হয়ে যায়, ক্ষেতের ফসল ডুবে নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাট সহ সকল ধরনের অবকাঠামোর ক্ষতি হয়, সার্বিকভাবে জনজীবন বিপন্ন হয়ে উঠে। ফলে সিরাজগঞ্জ এর সমগ্র এলাকায় দুর্যোগের ঘোষনা করা হয় এবং সরকারী ও বেসরকারীভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় । উল্লাপাড়ার উধুনিয়া ,বড়পাঙ্গাসী ও মোহনপুর ইউনিয়নের কিছু পরিবার তাদের মালামাল নিরাপদে সরিয়ে আনার সময়টুকুও পায়নি। এক পর্যায়ে প্রায় ২৫০০ পরিবারকে উপজেলা প্রশাসন ও এনজিওর পক্ষ থেকে তাদেরকে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়।

ছক২-৪ :দুর্যোগের ক্ষতির পরিমাণ ঘটার সময় এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
বন্যা	২০০৪, ২০০৬, ২০০৭,২০১২	আনুমানিক প্রায় ১১০ কোটি	কৃষি, ঘরবাড়ী, যাতায়াত/রাস্তাঘাট, ব্রীজ/কালভাট, স্বাস্থ্য/পুষ্টি, কমসংস্থান, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, মৎস্য, খাদ্যাভাব
খরা	২০০৪, ২০০৭,২০১০ ও ২০১১	আনুমানিক প্রায় ১০ কোটি ৮৫ লক্ষ	কৃষি, বিশুদ্ধ পানি, মৎস্য
নদীভাঙ্গান	২০০৪, ২০০৭, ২০১৩	আনুমানিক প্রায় ৯১ কোটি ৭০ লক্ষ	কৃষি, ঘরবাড়ী, অবকাঠামো, জমি
কালবৈশাখী	২০০৬, ২০০৭, ২০১০	আনুমানিক প্রায় ১৫ কোটি ৭ লক্ষ	ঘরবাড়ি, গাছপালা
অতিবৃষ্টি	২০০৯	আনুমানিক প্রায় ৫ কোটি ২ লক্ষ	জীবন ও জীবিকা, রবিশষ্য, সবজি, রাস্তাঘাট
কুয়াশা ও শৈতপ্রবাহ	২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২	আনুমানিক প্রায় ১ কোটি ৮৩ লক্ষ	জীবন ও জীবিকা, রবিশষ্য, সবজি, স্বাস্থ্য

তথ্য সুত্রঃ সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ

২.২ উপজেলার আপদ সমুহঃ

ছক-২৫: উপজেলার আপদ সমুহ

ক্রম #	আপদ	ক্রম #	অগ্রাধিকার
১	নদী ভাঙ্গান	১	বন্যা
২	বন্যা	২	খরা
৩	খরা	৩	ঘূর্ণীঝড়
৪	ঘূর্ণীঝড়	৪	কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ
৫	কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ	৫	নদী ভাঙ্গান
৬	অতিবৃষ্টি	৬	অতিবৃষ্টি

তথ্য সুত্যঃ এফজিডি, এলাকার জনসাধারণ ও ইউনিয়ন পরিষদ।

২বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র ৩. বিস্তারিত বর্ণনাঃ

বন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা উল্লাপাড়া উপজেলা । আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত বন্যা অব্যহত থাকে। যার ফলে এলাকার কৃষি, মৎস্য অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় । প্রতি বৎসর বন্যা হলেও ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, এবং ২০০৭ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে বড়। বন্যার পানি সাধারণত ২০-২৫ দিন পর্যন্ত অবস্থান করে,২০০৭ সালে ১ মাসেরও বেশী স্থায়ী ছিল। ২০০৭ সালে বন্যার সংকেত পাওয়ার ২ দিনের মধ্যে সমগ্র এলাকা প্লাবিত হয়ে যায় এবং মানুষ গবাদীপশু অন্যত্র আশ্রয় নিতে শুরু করে।

খরাঃ খরার প্রবণতা ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিতে শুরু হয় এবং তা চৈত্র ও বৈশাখ মাস পর্যন্ত বেশী থাকে আবার জৈষ্ঠ্য মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তা শেষ হয় । অত্যাধিক খরায় উক্ত এলাকার কৃষি ফসলের ক্ষতি ও গবাদী পশুর খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। খরার প্রভাব প্রতিবছরই কিছু কিছু বেড়ে চলেছে। ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয় পাশাপাশি দৈনন্দিন ব্যবহারের পানির সংকট দেখা দেয়।

কালবৈশাখী : কালবৈশাখী ঝড় সাধারণত চৈত্র, বৈশাখ মাস থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । ঝড়ে এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় । গাছপালা, পশুপাখি, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় । এই কাল বৈশাখী ঝড়ে পঙ্গুত্ব বেড়ে যায়। মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, ও প্রতিবন্ধী, ও গর্ভবতীদের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয় । যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এলাকায় প্রতিবছর ঘূর্ণীঝড় হলেও ২০০৭, ও ২০১২ সালের ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। ২০০৭, ও ২০১২ সালের ঝড়ে এলাকার প্রায় ৪০-৫০ ভাগ আমন ধান, ২০ ভাগ ফলে বাগান ও ৯০ ভাগ শাক-শবজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশাঃ ২০০০ সালের পর থেকে অত্র এলাকায় প্রতিবছর শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার প্রকপ দেখা যায়। প্রতিবছরই প্রায় ১০-১৫ দিন এর প্রভাব থাকে। শৈতপ্রবাহের ফলে জন-জীবন তথা বৃদ্ধ/বৃদ্ধা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বেশী ক্ষতি করে। এ সময় তীব্র শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয় এমনকি মানুষের প্রাণ হানি ঘটে। ঘন কুয়াশার কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বীজ তলা নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, মানুষ, পশুপাখি ও মাছের রোগবালাই বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক ব্যপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। জলবায়ু পরিবরর্তনের ফলে সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রতি বছরই শীতের প্রকপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শীতের কারণে বিগত ৫ বছর ধরে অত্র উপজেলাতে বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারীভাবে গরীব দুঃখীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়ে থাকে। উল্লাপাড়া উপজেলাতে সরকারী ও বেসরকারী এনজিও প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন ধনি ব্যক্তি অত্র উপজেলাতে শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে।

নদীভাঙ্গনঃ উল্লাপাড়া উপজেলা নদীভাঙ্গান সাধারণত হাটিকুমরুল, বড়হর, পঞ্চক্রোশী, সলপ ইউনিয়ন ও উল্লাপাড়া পৌরসভায় বেশি পরিলক্ষিত হয় । প্রতি বৎসর নদীভাঙ্গান অব্যহত থাকে। নদীভাঙ্গান আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত। যার ফলে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যপক হারে করতোয়া ও ফুলজোর নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয় । এছাড়া বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় এবং বহু আবাস**স্থল** বিলীন হয়ে যায় ।

অতিবৃষ্টিঃ অতি বৃষ্টির ফলে কৃষি ফসল, পশু-পাখি ও গাছপালার বেশি ক্ষতি হয় এবং মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ব্যহত হয়। জলবায়ুর পরিবরর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমান কমে গেলেও প্রতি ২/৩ বছর পর পর অতিবৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তাঁতিদের অনেকটা কাজের ক্ষতি করে যার প্রভাব পড়ে তার পারিবারিক আর্থিক উপার্জনের উপর ।

- **২৪.বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা**

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত ,আর্থ ,সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা-যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবেলা করায় জনগোষ্ঠীর অসমর্থ হয়ে থাকে।

সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক ,সামাজিক ,অর্থনৈতিক ,পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া ,যা মানুষ বা কোনো সংস্থাপ্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং / ফলাফলের ভায়াবহতাকে হ্রাস করে। দুর্যোগের

ছক-২৬: উপজেলাতে আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্ন এবং সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
১. বন্যা	• শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর চলাচলের সমস্যা হয় • খাবারের সমস্যা হয় • শিশু খাবারের সমস্যা হয় • নিরাপদ পানির অভাব হয় • মানুষের বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দেয় • যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় • মৃত দেহের সৎকারের সমস্যা হয় • স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সমস্যা হয় • ঘর বাড়ী, বসতভিটা ডুবে যায় • ফসলের ক্ষতি হয় • গবাদী পশুর খাবার, স্থানান্তরের সমস্যা ও রোগব্যাধী দেখা দেয় • শিক্ষা ব্যহত হয় • আশ্রয় কেন্দ্রের সমস্যা	• এলাকার মানুষ পূর্বের তুলনায় বন্যা বিষয়ে অনেক সচেতন • যে কোন স্থানে দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যম আছে। • যোগাযোগ মাধ্যম সক্রিয় • অনেকের বন্যা মোকাবেলায় নিজস্ব সক্ষমতা রয়েছে
২. খরা	• পানির অভাব দেখা দেয় • গাছপালা মারা যায়। • গবাদী পশুর খাবারের সংকট হয় • মাছ চাষের সমস্যা হয় • প্রাণী কূলের মৃত্যু হয় • ফসল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় । • গরমের প্রভাবে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দেয়	• পানি সরবাহের জন্য ৬ টি গভীর নলকুপের ব্যবস্থা রয়েছে।
৩. কালবৈশাখী ঝড়	• ফসল মাটিতে পরে ক্ষতি হয় • ঘর বাড়ী গাছপালা ভেঙ্গে যায় ও পরিবেশের ক্ষতি হয় । • প্রাণ হানি ঘটে • মানুষ ও পশু পাখীর ক্ষতি হয় • আগুন লেগে যায় • পঙ্গুত্ব বেড়ে যায় • বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে গিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়	• পূর্বে তুলনায় মানুষ এখন সচেতন • পর্যায়ক্রমে গাছপালা লাগানো হচ্ছে • বাড়ির চারপাশে গাছপালা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে • যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ মাধ্যম পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত • আবহাওয়া বার্তা যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা আছে
৪. শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	• পশু সম্পদের ক্ষতি হয় • কাজে যেতে না পারায় তাঁতশিল্পের উৎপাদন কম হয়।	• শিশুদের টিকাদান ব্যবস্থা করা হয়েছে • পোল্ট্রি চাষের জন্য ঘরে তাপ মাত্রা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	• প্রাণ হানি ঘটে • পোল্ট্রি সম্পদের ক্ষতি হয় • ফসলের ক্ষতি হয় • রোগ বালাই বৃদ্ধি পায় • বীজতলা নষ্ট হয়	• সরকারী ও বেসরকারীভাবে গরীবদের মাঝে কিছু কিছু শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়ে থাকে।
৫. নদীভাঙ্গান	• আশ্রয় নেয়ার জায়াগা পায় না • রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায় • বেকারত্ব/দারিদ্রতা বেড়ে যায় • বাড়ী ঘর নদীর মধ্যে চলে যায় । • ফসলের জমি নদীর মধ্যে চলে যায় • খাবার সংকট দেখা দেয় • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যাওয়ায় পড়া লেখা বন্ধ হয়	• আগে থেকেই এলাকার মানুষ নদী ভাঙ্গানের লক্ষণ বুঝতে পারে • নদীভাঙ্গান প্রতিরোধের জন্য এই উপজেলায় অবদা ও বেরি বাঁধ নির্মান করা হয়েছে। • নদীভাঙ্গান জনিত সমস্যার সাথে নিজেরা খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে
৬. অতিবৃষ্টি	• রাস্তা ঘাট ডুবে যায় । • রাস্তা ঘাট ভেঙ্গে যায়। • ফসল নষ্ট হয় • পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়	• কিছু পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রয়েছে। • ঘরে বসে কাজ করার মতো কর্মসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে

তথ্য সুত্রঃ সকল ইউপির চেয়ারম্যানগণ

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

কোন কোন গ্রাম কি কি কারণে কিভাবে সর্বাধিক বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

ছক-২৭: সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা, বিপদাপন্নের কারণ এবংবিপদাপন্ন জনসংখ্যা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
বন্যা	**১. ইউনিয়নঃ** উল্লাপাড়া পৌরসভা । ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২২টি গ্রাম । **২. ইউনিয়নঃ** উল্লাপাড়া সদর। ১,২,৩, ৫, ৭, ও ৮ নং ওয়ার্ড ১৪টি গ্রাম । **৩.ইউনিয়নঃ** উধুনিয়া । ২,৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২৬টি গ্রাম । এছাড়াও অন্যান্য ওয়ার্ড গুলো আংশিক আক্রান্ত । **৪. ইউনিয়নঃ** বড়পাঙ্গাসী । ১,৩,৪, ৫, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২২টি গ্রাম । **৫.ইউনিয়নঃ** মোহনপুর । ১,২,৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড ৩১টি গ্রাম । **৬. ইউনিয়নঃ** দূর্গানগর । ২,৩, ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ড ৫১টি গ্রাম । **৭. ইউনিয়নঃ** পূর্ণিমাগাঁতী। ১,২,৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড ৩১টি গ্রাম । **৮.ইউনিয়নঃ** কয়ড়া । ১,২,৩ ও ৫ নং ওয়ার্ড ১৯টি গ্রাম । **৯. ইউনিয়নঃ** পঞ্চক্রোশী । ১,২,৩ ও ৬ নং ওয়ার্ড ২৫টি গ্রাম । **১০.ইউনিয়নঃ** রামকৃষ্ণপুর । ২,৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ৩৩টি গ্রাম । **১১. ইউনিয়নঃ** হাটিকুমরুল । ১,২,৩, ৫, ৭, ও ৮ নং ওয়ার্ড ৪০টি গ্রাম ।	• এলাকা নিচু • বসতভিটা নিচু • আবাদী জমি নিচু • বন্যা সময়ের পরিবর্তন • বন্যা সহনশীল জাতের চাষাবাদ সম্পর্কে ধারণা কম • বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নেই	১,১৯, ৮০০ জন

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	১২.ইউনিয়নঃ বাঙ্গালা । ২,৩,৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড ৩৪টি গ্রাম । **১৩. ইউনিয়নঃ** সলপ । ১,৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ৩৭টি গ্রাম । **১৪.ইউনিয়নঃ** সলঙ্গা । ৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২৯টি গ্রাম । **১৫.ইউনিয়নঃ** বড়হর । ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২৫টি গ্রাম ।		
খরা	উল্লাপাড়া পৌরসভা, উল্লাপাড়া সদর, উধুনিয়া, বড়পাঙ্গাসী, মোহনপুর, দূর্গানগর, পূর্ণিমাগাঁতী, কয়ড়া, পঞ্চক্রোশী, রামকৃষ্ণপুর, হাটিকুমরুল, বাঙ্গালা, সলপ, সলঙ্গা, বড়হর ইউনিয়নের প্রায় সকল ওয়ার্ড খরার কবলে আক্রান্ত ।	• পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল, গভীরতা কম থাকা • পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া • বিকল্প সেচের অভাব • প্রচন্ড রোদের তাপ • গভীর নলকুপ পর্যাপ্ত না থাকা • বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা • পর্যাপ্ত গাছ পালা না থাকায় • খরা সহনশীল জাতের ফসল সম্পর্কে ধারণা কম থাকা	৩,০০,৯৯৯ জন
কালবৈশাখী ঝড়	উপজেলার সমগ্র ইউনিয়ন	• দূর্বল ঘর বাড়ী • আর্থিক সক্ষমতা না থাকা • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো দূর্বল • কালবৈশাখী সহনশীল গাছপালা না থাকা • ঘর বাড়ী নিয়মিত মেরামত না করা • ঝড়ের পূর্বাভাস না পাওয়া • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ পরিকল্পনার অভাব • পরিকল্পনা ছাড়া বাড়ী করা • সচেতনতার অভাব • ঘর বাড়ীর চারপাশে গাছপালা না থাকা	প্রায় ৬০ হাজার পরিবার
শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	উপজেলার সমগ্র ইউনিয়ন	• গাছপালা না থাকার কারণে • নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থান হওয়ায় কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ বেশী প্রভাব ফেলে।	প্রায় ৬০ হাজার পরিবার
নদীভাঙ্গান	**১. ইউনিয়নঃ** উল্লাপাড়া পৌরসভা । ১,২,৩, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২২টি গ্রাম । **২.ইউনিয়নঃ** মোহনপুর । ওয়ার্ড নংঃ ৮,৩১টি গ্রাম । **৩. ইউনিয়নঃ** দূর্গানগর । ৯ নং ওয়ার্ড ৫১টি গ্রাম । **৪. ইউনিয়নঃ** পূর্ণিমাগাঁতী। ২,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড ৩১টি গ্রাম । **৫. ইউনিয়নঃ** পঞ্চক্রোশী ।	• নদীর আকার নদী ভাঙ্গানের কারণ • নদীর স্বাভাবিক গতি বাঁধা গ্রস্থ হলে • অতিবৃষ্টি হলে • চরের গাছ ও কাঁশবন ধ্বংসের ফলে • ঢেউয়ের আঘাতে নদীর পাড়	২০০০ পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	১,২,৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড ২৫টি গ্রাম । **৬. ইউনিয়নঃ** হাটিকুমরুল । ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড ৪০টি গ্রাম । **৭. ইউনিয়নঃ** সলপ । ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড ৩৭টি গ্রাম । **৮.ইউনিয়নঃ** সলঙ্গা । ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড ২৯টি গ্রাম । **৯.ইউনিয়নঃ** বড়হর । ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২৫টি গ্রাম ।	ভেঙ্গো • গাছ ও বনাঞ্চল নিধনের ফলে • জোয়ার ভাটার কারণে • নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলে • পাড়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে • পলি পড়ে নদী ভরাট হলে	
অতিবৃষ্টি	**১.ইউনিয়নঃ** উধুনিয়া । ২,৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২৬টি গ্রাম । এছাড়াও অন্যান্য ওয়ার্ড গুলো আংশিক আক্রান্ত । **২. ইউনিয়নঃ** বড়পাঙ্গাসী । ১,৩,৪, ৫, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২২টি গ্রাম । **৩.ইউনিয়নঃ** মোহনপুর । ১,২,৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড ৩১টি গ্রাম । **৪. ইউনিয়নঃ** দূর্গানগর । ২,৩, ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ড ৫১টি গ্রাম । **৫. ইউনিয়নঃ** পূর্ণিমাগাঁতী। ১,২,৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড ৩১টি গ্রাম । **৬.ইউনিয়নঃ** কয়ড়া । ১,২,৩ ও ৫ নং ওয়ার্ড ১৯টি গ্রাম । **৭. ইউনিয়নঃ** পঞ্চক্রোশী । ১,২,৩ ও ৬ নং ওয়ার্ড ২৫টি গ্রাম । **৮.ইউনিয়নঃ** রামকৃষ্ণপুর । ২,৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ৩৩টি গ্রাম । **৯. ইউনিয়নঃ** হাটিকুমরুল । ১,২,৩, ৫, ৭, ও ৮ নং ওয়ার্ড ৪০টি গ্রাম । **১০.ইউনিয়নঃ** বাঙ্গালা । ২,৩,৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড ৩৪টি গ্রাম । **১১. ইউনিয়নঃ** সলপ । ১,৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ৩৭টি গ্রাম । **১২.ইউনিয়নঃ** সলঙ্গা । ৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২৯টি গ্রাম । **১৩.ইউনিয়নঃ** বড়হর । ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ২৫টি গ্রাম ।	• প্রাকৃতিক কারণ • প্রশিক্ষনের অভাব • সহনশীল জাতের ফসল সম্পর্কে ধারণা না থাকা	৪০,০০০ পরিবার

তথ্য সুত্রঃ ইউপির সকল সদস্যগণ

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকার মানচিত্রঃ

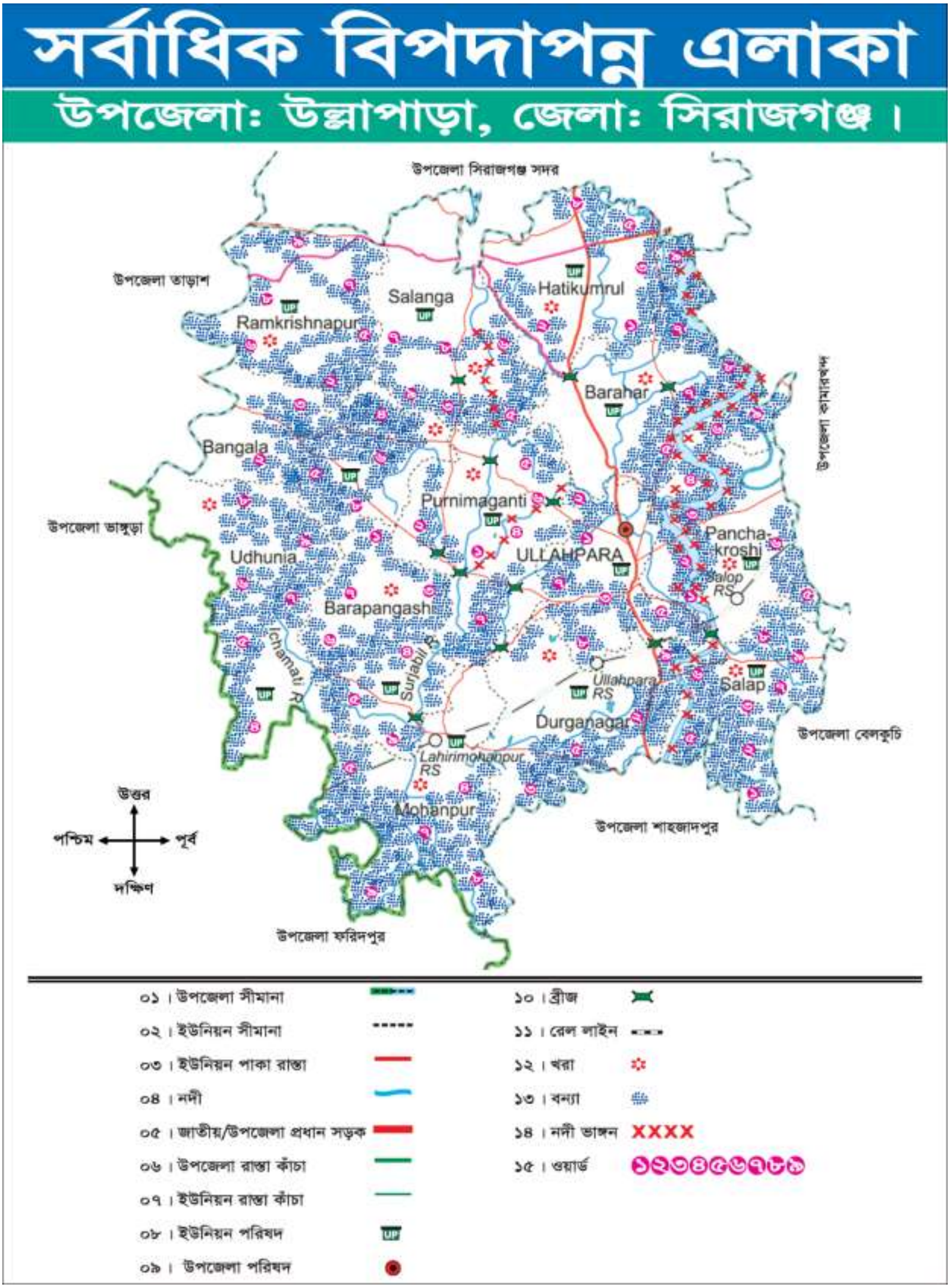

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ঠিক করে কর্মপন্থা স্থির করার প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ছক-২৮: উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত ভিত্তিক আপদ সমূহঃ

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	বন্যা	২০০৪ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ১৫,০০০ একর জমির ফসল পানিতে ডুবে ৩০,০০০ পরিবার আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। সেই সাথে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পরে।	• কৃষি খাতে উন্নয়নের জন্য পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। • বন্যা সহনশীল জাতের ফসলের চাষাবাদের প্রচলন করতে হবে। • আগাম ফসল চাষাবাদ করতে হবে।
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গন দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজার নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এই উপজেলায় প্রায় ২৫,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	
	খরা	খরার কারণে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ২৬, ৫০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানি অভাবে পুড়ে যেতে পারে। এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ৯০,০০০ পরিবারে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।	
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের প্রায় ২২,০০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল ইউনিয়নের মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবতীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে।	
মৎস্য	বন্যা	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ৬৯৭টি পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট বড় পোনা মাছ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছে সংকট ও পরবতীতে মাছ চাষের জন্য পোনা মাছের সংকট দেখা দিয়ে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলেরা আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।	মৎস্য চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ৩স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা টেকশই পুকুর প্রস্তুত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গনের প্রভাবে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভা, হাটিকুমরুল ইউনিয়ন, বড়হর ইউনিয়ন, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়ন, সলপ ইউনিয়ন, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়ন, মোহনপুর ইউনিয়ন, দূর্গানগর ইউনিয়ন, সবমিলিয়ে প্রায় ৪৯ টি পুকুরের নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার প্রতিটি মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।	
	খরা	খরার কারণে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ৭৩৫ টি পুকুরের পানি শুকিয়ে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে সেই সাথে এলাকায় মাছের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ৭৮০টি পুকুরের মাছ খাল বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে ।	
পশুসম্পদ	বন্যা	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের গরু, ছাগল, ভেড়ার খাদ্যাভাব সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে ।	পশুর খাদ্য তৈরি করার জন্য মিল তৈরি করার জন্য উদ্ভুত করা পশুর টিকা সরবারহ নিশ্চিত করা সরকারী পতিত জমিতে গবাদি পশুর চারণভূমি তৈরি করা
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা হলে এবং বর্তমানের চলমান রের্কড পরিমান খরা অব্যাহত থাকলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নে খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ ঘাটের ঘাষ পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে।	
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় গবাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাখি মারা যেতে পারে এবং আহত হতে পারে। যার ফলে ঐ সকল ইউনিয়নে পশু পালনে মানুষের আগ্রহ কমে যেতে পারে।	

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ সবকটি ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট তলিয়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশুর মৃত্যুও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।	জমিতে একত্রে পাতিহাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা
স্বাস্থ্য	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলায় ১৫,০০০ পরিবারের প্রায় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুর পানি বাহিত রোগ দেখা দিয়ে স্বাস্থ্যর উপর খারাপ প্রভাব পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।	• প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষুধ সরবারহ নিশ্চিত করা • স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা • পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিশোধকের ব্যবস্থা করা • বেশী করে গাছ পালা লাগানো • শীত বস্ত্র বিতরণ করা। ঠান্ডা জনিত রোগবালাই সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা
	খরা	খরা কারণে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুসহ সকল শ্রেনীর মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিয়ে মানুষের জীবন নাশ করতে পারে।	
	শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	প্রতি বছর এভাবে শৈত্য প্রবাহ ও ঘন কুয়াশা বাড়তে থাকলে মানুষ ও পশু পাখির রোগবালাই বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে প্রবল শীতে শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বেশী আক্রান্ত হতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে ফসলের ক্ষয় ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে পারে।	
জীবিকা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে।	• টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।	• টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা • মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীতে আয়ের ব্যবস্থা করা • জনগোষ্টি ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা • সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা • টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের প্রায় ৯০,০০০ পরিবারের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, তাঁত কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, তাঁত কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।	
গাছপালা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রচুর গাছপালা মারা গিয়ে এলাকায় কাঠ, ফল ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে।	রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা ; বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করন। পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
	খরা	খরা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ সকল ইউনিয়নের ব্যপক গাছপালা মরে ও বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
অবকাঠামো	**বন্যা**	উল্লাপাড়া উপজেলাতে ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলার বিশেষ করে রাস্ত ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজারের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।	অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা। -প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা -স্লুইজগেট নির্মান করা *-পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা*
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গান দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজার নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এই উপজেলায় প্রায় ২৫,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	
	কালবৈশাখী	উল্লাপাড়া উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় হলে ২০১৩ সালের মত আঘাত হানলে শিক্ষা প্রতিস্থান, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিস্থানের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	
তাঁত শিল্প	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার দূর্গানগর, হাটিকুমরুল, বড়হর, সলপ, পঞ্চক্রোশী, উল্লাপাড়া পৌরসভা ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের প্রায় ৫৭৫৫টি তাঁতী পরিবারের মধ্যে ৭৫০টি পরিবার তাঁত শিল্প পানিতে ডুবে তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	• তাঁত ঘর উচু স্থানে স্থাপন করা • ক্লাস্টার ভিত্তিক তাঁত কারখানা করা • তাঁতীদের ঋণের ব্যবস্থা করা নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে তাঁত কারখানা সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ স্থানে স্থাপন করা
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের প্রায় ৭০-৮০টি তাঁতি পরিবার আংশিক ও মারাত্বকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের তাঁতী পরিবার ও তাঁতের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলি আর্থিক ভাবে ব্যপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে।	

তথ্য সূত্রঃ ইউপির সকল সদস্যগণ ও পরিসংখ্যান অফিস ।

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

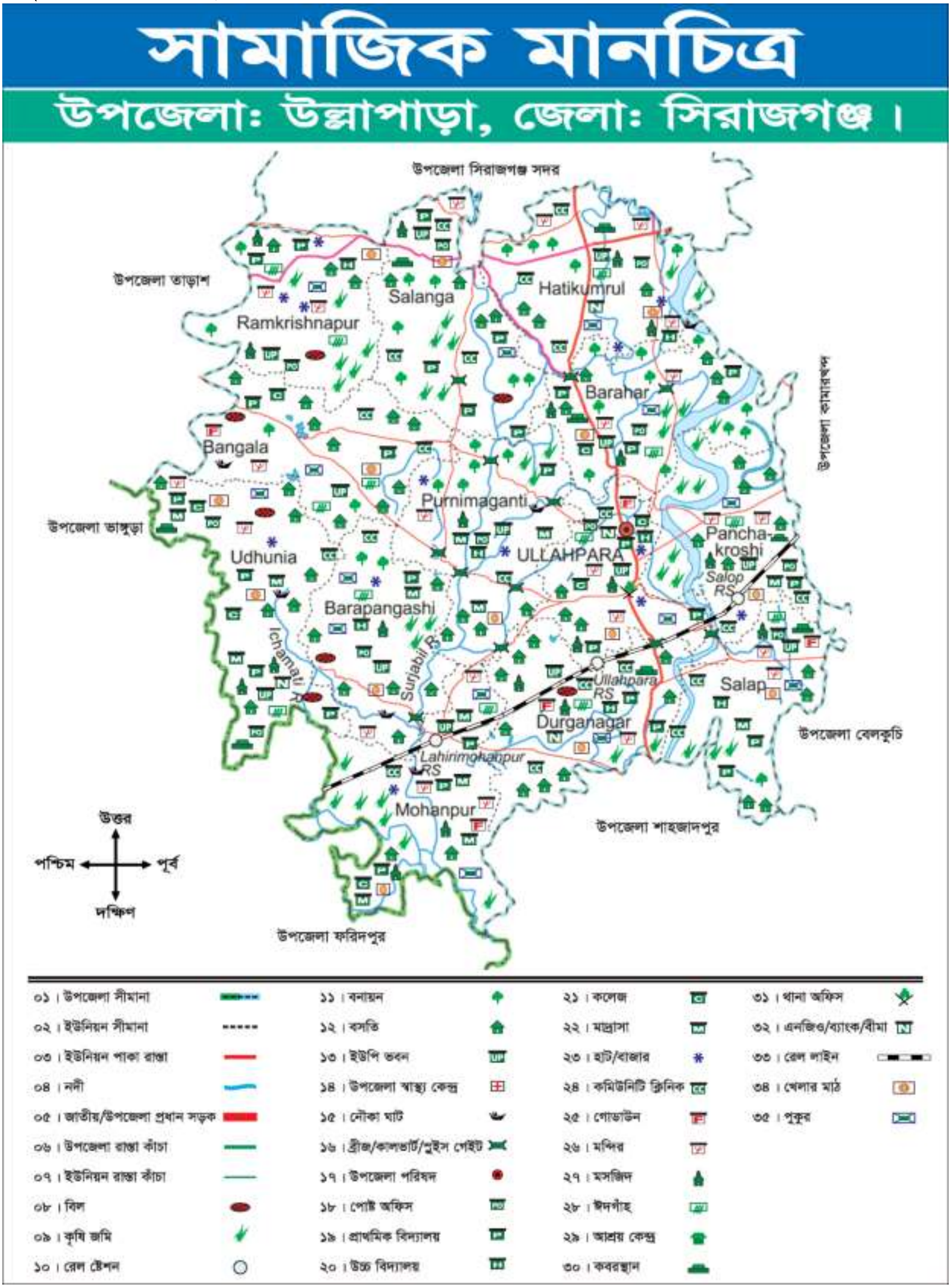

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র

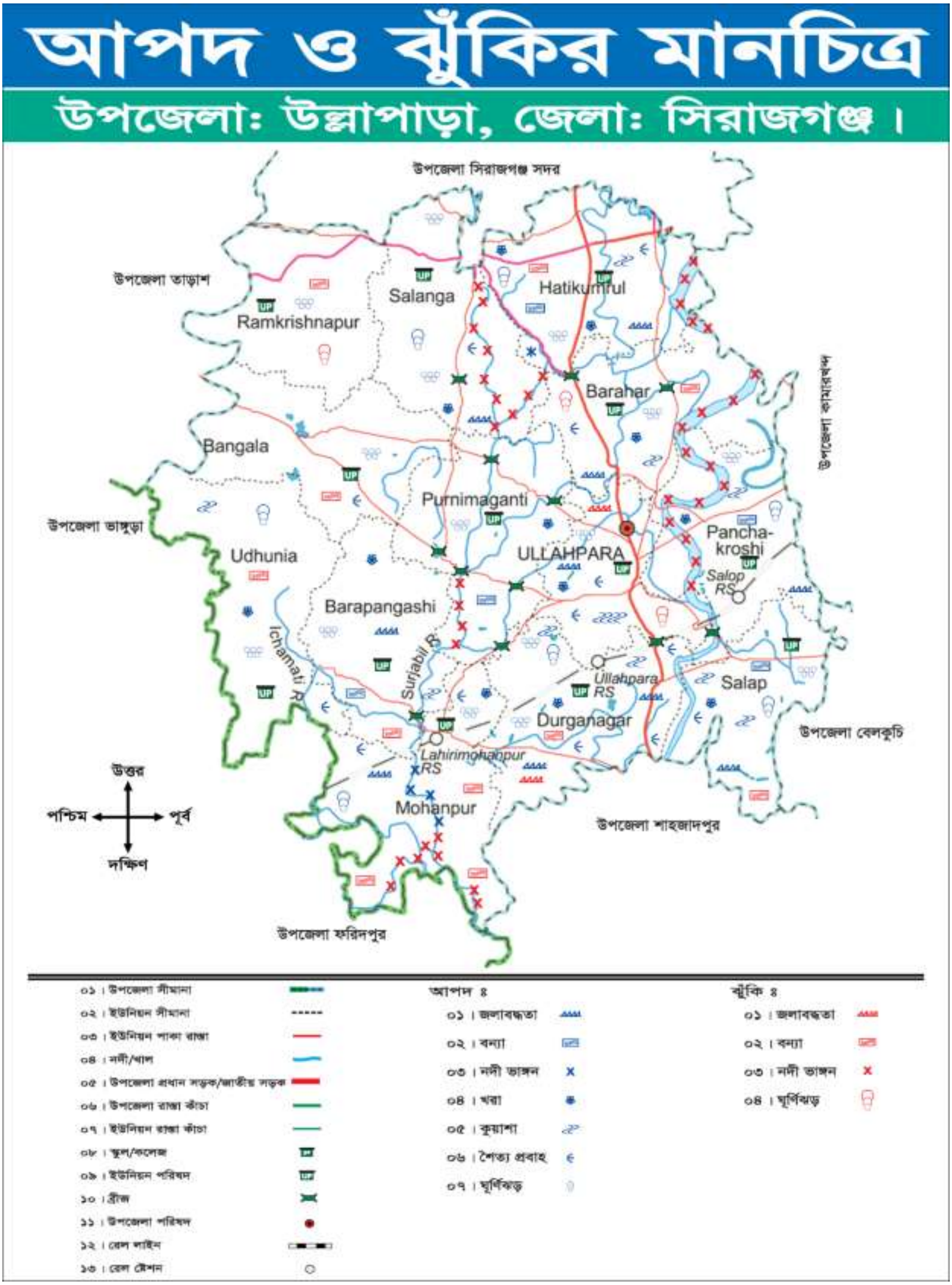

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ছক-২৯: কোন কোন আপদ কোন কোন মাস গুলোতে আঘাত করতে পারে

ক্রমিক	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১.	**বন্যা**												
২.	**নদীভাঙ্গান**												
৩.	**খরা**												
৪.	**কালবৈশাখী/ ঝড়**												
৫.	**অতিবৃষ্টি**												
৬.	**শৈত্যপ্রবাহ**												

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণঃ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসের প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়ঃ

বন্যা উল্লাপাড়া তথা সিরাজগঞ্জ জেলার অন্যতম প্রধান আপদ। বন্যা এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জীবন জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে ।

উল্লাপাড়া উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গানে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে নদীভাঙ্গান ঘটে মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত।

শৈত্যপ্রবাহ এ অঞ্চলের একটি অন্যতম সমস্যা। করতোয়া ও ফুলজোড় নদী তীরবর্তী এলাকা বিধায় এখানে কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহের প্রভাব বেশী এছাড়া উত্তরের হিমালয়ের থেকে আশা শৈত্য আবহাওয়া এ অঞ্চলে অনেক অসুখবিসুখের প্রভাব বিস্তার - করে।

কালবৈশাখী ঘূর্ণিঝড় আর একটি মারাত্মক আপদ। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি/, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।

উল্লাপাড়া উপজেলার খরা সংঘঠিত আপদের মধ্যে একটি। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সঙ্কট। জুন মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই এলাকাতে খরা দেখা যায়।

২ ১০.জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি:

ছক-৩০: কোন কোন মাসে জীবিকার বা কর্মসংস্থানের কি অবস্থা হয়

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১.	কৃষি												
২.	মৎস্যজীবী												
৩.	দিনমুজুর												
৪.	ব্যবসা												

জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষনঃ

- জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ এখানে নভেম্বর থেকে শুরু করে মে মাস পর্যন্ত কৃষি কাজ থাকে তবে ডিসেম্বর জানুয়ারী এবং এপ্রিল মে মাসে কৃষি কাজ বেশি থাকে। এছাড়া অন্যান্য মাস গুলিতেও কিছু কিছু কৃষি কাজ করতে দেখা যায়।
- করতোয়া ও ফুলজোড় নদীর তীরবর্তি উপজেলা হওয়ায় সারা বছরই এলাকার জেলেরা মাছ ধরার কাজ করতে পারে । তবে জুলাই মাস থেকে মৎস্যজীবীদের কাজ বেশী দেখা যায়।
- এলাকার প্রধান দিনমুজুরের ক্ষেত্র হলো কৃষি কাজ। দিনমুজুর সারা বছরই কম বেশী থাকে তবে কৃষি কাজ যখন বেশী থাকে মজুরদের চাহিদা তখন বেশী থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের দিকে কাজ একটু কম থাকে । কৃষি ও অকৃষি উভয় প্রকার দিনমজুর অত্র এলাকায় বিদ্যমান ।
- অত্র এলাকার প্রধান ব্যবসা তাঁত ব্যবসা। উল্লাপাড়া প্রায় ৭% লোক তাঁত শিল্পের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত রয়েছে।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতাঃ

ছক-৩১: এলাকার প্রধান জীবিকা সমূহ কি কি এবং জীবিকা সমূহকে কোন কোন আপদ/দুর্যোগ ক্ষতি করে

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ					
		বন্যা	নদীভাঙ্গন	কালবৈশাখী ঝড়	খরা	অতিবৃষ্টি	শৈত্যপ্রবাহ
০১	কৃষি	■	■		■	■	■
০২	মৎস্য	■	■		■	■	■
০৩	দিনমুজুর	■	-		■	■	■
০৪	ব্যবসায়ী	■	■		■	■	■

এলাকাটি তাঁত ব্যবসা ও কৃষি প্রধান হওয়ায় এই দুটি খাতই বেশী ঝুকিঁর মধ্যে থাকে। বন্যা কৃষি, ব্যবসা ও মৎস্য খাতের ক্ষতি করে থাকে। নদীভাঙ্গন কৃষি জমি ও ঘরবাড়ির ক্ষতি সাধন করে থাকে। খরা, শিলাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ দিনমুজুরের খাতে ব্যপক ক্ষতি করে থাকে । প্রচন্ড খরায় ফসল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় ফলে দিনমুজুরা কোন কাজ করতে পারে না । ২০০৭ সালের বন্যার ফলে এলাকার অধিকাংশ তাঁত বন্ধ হয়ে যায়, প্রায় ১ মাসেরও অধিক সময় এলাকায় তাঁত শ্রমিকদের কোন কাজ ছিল না। ২০০৪ ও ২০০৭ সালের বন্যায় উল্লাপাড়ায় কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়ে ৮০% কৃষি পরিবার পুঁজি হারিয়ে ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। বিগত ৫ বছরের শৈত্যপ্রবাহের ফলে দেখা গেছে অধিকাংশ বৃদ্ধ ও বয়স্ক দিনমুজুর ও তাঁত শ্রমিক কাজে বের হতে পারে না এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য সহযোগীতার প্রয়োজন হয়।

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনাঃ

ছক-৩২: উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
১. বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
২. খরা	■	■	■	■	-	-	-	-	■	-
৩. কালবৈশাখী	■	■	-	-	■	-	-	■	-	-
৪. শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	■		■	■					■	
৫. নদীভাঙ্গান	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
৬. অতিবৃষ্টি	■	■	■	-	■		-	-	-	-

নিম্নে খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হলোঃ

- বন্যার ফলে উল্লাপাড়া উপজেলায় ১টি পৌরসভা + ১৪ টি ইউনিয়নের ফসল, গাছপালা, পশু সম্পদ মৎস্য সম্পদ, ঘরবাড়ি, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, ব্রীজ কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্রসহ সকল সমাজিক উপদানেরই ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে।
- নদীভাঙ্গানের ফলে উল্লাপাড়া উপজেলার পৌরসভা, হাটিকুমরুল, বড়হর, সলপ, পঞ্চক্রোশী, সলঙ্গা, পূর্ণিমাগাঁতী, মোহনপুর ও দূর্গানগর ইউনিয়নের ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়ে থাকে এমনকি ঐ সকল সমাজিক সম্পদসমূহ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।
- খরা অত্র উপজেলার সকল সামাজিক উপদানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। খরার কারণে ফসলের ক্ষতি হয় গাছপালা মারা যায়, পশু সম্পদের খাদ্যের অভাব দেখা দেয়, খাবার পানি গোসলের পানিসহ নিত্য ব্যবহারের পানির সংকট প্রকট আকারে দেখা দিয়ে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। খরার কারণে এলাকায় রোগবালাইয়ের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে শিশুরা ডাইরিয়াতে আকান্ত হয় এমন কি পানি শুন্যতার কারণে অনেক শিশু মারা যায়। কৃষি প্রধান এলাকা হওয়ার কারণে সেচ ব্যবস্থায় ব্যাপক পানির সংকট দেখা দেয় এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে দারুন সমস্যার সম্মুখিন হয়।
- কালবৈশাখী এ এলাকার জন্য নিত্য ঘটনা না হলেও মাঝে মাঝে বিশেষ করে বৈশাখ -জৈষ্ঠ্য মাসে আঘাত হেনে এলাকার ফসল গাছপালা ও ঘরবাড়ির ব্যপক ক্ষতি করে থাকে।
- অতিবৃষ্টি এখন একটি অনিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর সময় মতো বৃষ্টি হয় না অসময়ে অতিবৃষ্টি হয়ে কৃষকের অপ্রস্তুতের কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায় এবং পশু সম্পদের খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। অতি বৃষ্টির কারণে কোন কোন সময় তাঁত ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতি হয়ে থাকে কারণ তাঁত শ্রমিকরা কাজে আসতে পারে না। নিচু এলাকার তাঁত ঘর গুলিতে পানি জমে থাকে।
- শৈতপ্রবাহ ও কুয়শার কারণে প্রতি বছরই জনজীবন মারাত্বকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। শিশু ও বৃদ্ধরা শীতজনিত রোগে বেশী আক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রচন্ড কুয়শার কারণে রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার প্রবনতা বেড়ে যায়। ঘন কুয়শায় ফসল, বীজতলা ও শাক-সবজী নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিবছরই এ এলাকাতে শীতবস্ত্র বিতরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার পর্যালোচনা করে বায়ুমন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘের পরিমান ও মেঘের প্রকারভেদ এবং বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ওই স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌছায়, ভুপৃষ্ঠ শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু বলে।

ছক-৩৩: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কোন কোন খাত কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	**বন্যা**	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসময়ে বন্যা হয়ে কৃষি জমি তলিয়ে গিয়ে ফসলের ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে নদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়ে আবাদি জমির পরিমান কমে যেতে পারে যার ফলে খদ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গরমের সময় প্রচন্ড খরায় চারিদেকে পানির সংকট দেখা দেবে। পানির স্তর নিচে নেমে গিয়ে কৃষিতে সেচ কাজ ব্যহত হবে, ফলে কৃষি উৎপাদন কম হবে যার ফলে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সময়ে বৃষ্টি পাত না হয়ে অসময়ে প্রচুর বৃষ্টি পাত হয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
মৎস্য	**বন্যা**	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসময়ে বন্যা হয়ে উল্লাপাড়া উপজেলার বহু সংখ্যক পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ বের হয়ে গিয়ে মৎস্য চাষিদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
	নদীভাঙ্গান	জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে অসময়ে বন্যা হয়ে এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে প্রচুর নদী ভাঙ্গান দেখা দিতে পারে যার ফলে মৎস্য চাষিদের পুকুর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে সেই সাথে মাছের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রচন্ড খরায় পানি শুকিয়ে এবং পানির স্তর নিচে নেমে গিয়ে পুকুর, নদী, খালে, বিলের মাছ মারা যেতে পারে মাছের প্রজনন ব্যহত হয়ে মাছের উৎপাদন কমে যাবে। ফলে এলাকায় মাছের ও আমিষের ঘাটতি দেখা দেবে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
	অতিবৃষ্টি	অসময়ে বৃষ্টি হয়ে অতিবৃষ্টির পানিতে পুকুর ডুবে গিয়ে পুকুরের মাছ খাল বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে ।
	শৈত্য প্রবাহ ও কুয়াশা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রচন্ড ঠান্ডায় মাছের বৃদ্ধি কমে যেতে পারে ফলে মৎস্যচাষের কাঙ্খিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ব্যহত হতে পারে এবং কৃষক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হবে।
পশুসম্পদ	**বন্যা**	অসময়ে বন্যা হয়ে পশুর খাদ্যাভাব সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে ।
	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ ঘাটের ঘাস পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদ ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট তলিয়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । যার প্রভাবে পশুর মৃত্যু এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	**বন্যা**	জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে ২০০৭ সালের মতো বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ দেখা দিলে স্বাস্থ্যর উপর খারাপ প্রভাব পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ।
	খরা	প্রচন্ড খরার কারণে বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গভবতী, শিশু সহ সকল মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিয়ে মানুষের জীবন নাশ করতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টিতে বিভিন্ন খাল বিল ভরে গিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে পানিতে মল- মুত্র, মরাপ্রাণী পচে গিয়ে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে । যার ফলে ঐ সকল এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।
	শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	জবলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শীতের সময় তীব্র শীত ও গরমের সময় তীব্র গরম পড়লে পশু পাখির রোগ বালাই বৃদ্ধি পেতে পারে। তীব্র শীতে বিশেষ করে শিশু বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেশী ক্ষতি হতে পারে এমনকি মারাও যেতে পারে।
জীবিকা	**বন্যা**	বন্যার ফলে বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদীভাঙ্গন এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।
	খরা	প্রচন্ড খরার কারণে জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল ও ফলজ গাছ সহ পশু সম্পদের উপর পানির অভাবে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
	কালবৈশাখী	উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায় সকল গ্রামের জমির ফসল গাছপালা পশুপাখি, ঘরবাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তাঁতশিল্প কারখানা, মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে বেকারত্বের সৃষ্টি করতে পারে যার ফলে এ উপজেলার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, তাঁত কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমজুরী, ব্যবসায়ী, তাঁত কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।
গাছপালা	**বন্যা**	বন্যা হলে বন্যার পানিতে গাছ পালা মারা যেতে পারে ও আংশিক নষ্ট হতে পারে এতে করে সকল ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাণীর অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিতে পারে সেই সাথে মানুষের কাঠ, ফল, ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে ।
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গনের ফলে গাছপালা নদীর গর্ভে বিলীন হতে পারে। ঐ সকল এলাকার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।
	খরা	খরার ফলে গাছ মরে যেতে পারে এবং গাছপালা বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। পানির অভাবে গাছের নার্সারী মারা গিয়ে গাছের বিস্তার কমে যেতে পারে। ফলে আর্থিক ক্ষতি এবং পরিবেশের ক্ষতি উভয়ই হতে পারে।
	কালবৈশাখী	কালবৈশাখী ঝড়ের গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট বন জঙ্গল উজাড় হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
অবকাঠামো	বন্যা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এলাকার বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ সেবাসহ বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে প্রতিনিয়ত নদী ভাঙ্গন হলে এলাকার রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, ব্রীজ, কালভার্ট, কাঁচা রাস্তা, পাকা রাস্তাসহ বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো ভেঙ্গে নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে।
	কালবৈশাখী	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপজেলার বাড়িঘর, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে এলাকার প্রচুর সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে মাটি ধসে ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।
তাঁত শিল্প	বন্যা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসময়ে বন্যা হয়ে এলাকার তাঁত শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে তাঁতী পরিবারসহ এর সাথে জড়িত সব লোকের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
	শৈত্য প্রবাহ	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তীব্র শীত পড়ে তাঁত শ্রমিকরা ঘর হতে বের হতে পারবে না ফলে তাঁত শীল্পের উৎপাদন ব্যহত হবে।

তথ্য সুত্রঃ এফজিডি, এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের (কেআইআই) ও এলাকার জনসাধারন।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ছক-৩৪: চিহ্নিত আপদগুলোর দ্বারা উপজেলা কেন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার তাৎক্ষণিক, মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত কারণ চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
• ২০০৪ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার পৌরসভার ৬, ৭, ৮, ও ৯ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় ৯টি গ্রামের প্রায় ৪৫০ একর জমির, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নের ১,২,৩, ৫, ৭ও ৮ নং ওয়ার্ডের প্রায় ০৮টি ১৬০ একর জমির, উধুনিয়া ইউনিয়নের ২,৫, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৮ টি গ্রামের প্রায় ৫০০ একর জমির, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ১,৩,৪, ৫, ৬, ৭ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৭টি গ্রামের প্রায় ১৫০০ একর জমির, মোহনপুর ইউনিয়নের ১,২,৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৮টি গ্রামের প্রায় ৫০০ একর জমির, দূর্গানগর ইউনিয়নের ২,৩, ৫ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২১ টি গ্রামের ২০০০ একর জমির, কয়ড়া ইউনিয়নের ১,২,৩, ও ৫, নং ওয়ার্ডের প্রায় ১১টি গ্রামের প্রায় ১০০ একর জমির, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নের ১,২,৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৬টি গ্রামের প্রায় ২২৫০ একর জমির, বাঙ্গালা ইউনিয়নের ২,৩,৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২০ টি গ্রামের ২২০০ একর জমির, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ২,৫, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৯টি গ্রামের প্রায় ৩২০০ একর জমির, সলঙ্গা ইউনিয়নের ৩, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৬ টি গ্রামের ৩০০০ একর জমির, হাটিকুমরুল ইউনিয়নের ১,২,৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২০টি গ্রামের প্রায় ৩৫০০ একর জমির, বড়হর ইউনিয়নের ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১২টি গ্রামের প্রায় ৪০০০ একর জমির, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের ১,২,৩ ও ৬ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১২ টি গ্রামের ১৪০০ একর জমির, সলপ ইউনিয়নের ১,৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৭ টি গ্রামের ৩০০ একর জমির, (আউশ, আমন, পাট, রবিশষ্য, পেয়ারা, শাকসবজি) ইত্যাদি ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং এর ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে। • ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলাতে উধুনিয়া ইউনিয়নের মোট ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৮টি মসজিদ,৪৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তার, ৫টি মাদ্রাসা,৩টি মন্দির,৯টি কবরস্থান, ঈদগাঁহ ১৫টি, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নের মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫টি মসজিদ,২০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১টি মাদ্রাসা,৩টি মন্দির, ৫টি কবরস্থান, উল্লাপাড়া পৌরসভায় মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫টি মসজিদ, ১০টি মন্দির, ১০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা,৪টি কবরস্থান, বড়হর ইউনিয়নের মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,৩টি মাদ্রাসা,২০টি মসজিদ, ৭টি মন্দির,২৫কি.মি. কাঁচা রাস্তা, কবরস্থান ১২টি, ঈদগাঁহ ৭টি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নের মোট ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,৩টি মাদ্রাসা, ২৫টি মসজিদ, ৬০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১২টি কবরস্থান, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নের মোট ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,২টি মাদ্রাসা,২৫টি মসজিদ,২০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, বড়পাঙ্গাসী মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৮টি মসজিদ,২টি মন্দির, ৬টি কবরস্থান, ৭টি ঈদগাঁহ,৩টি মাদ্রসা,২টি	• রাস্তা উচুঁ না থাকা • রাস্তার দু'পাশে বনায়ন ও দূর্বা ঘাস না থাকা • ব্রীজ সংস্কার ও মেরামত না করা। • উজান বাঁধ ভাঙ্গা • অতিবৃষ্টি • সঠিক সময়ে বন্যার সতর্কীকরণ বার্তা না পৌছানো। • বন্যার আগাম সংকেত না থাকা • বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ না থাকা	• অপরিকল্পিত ভাবে রাস্তাঘাট নির্মান • অধিক হারে গাছপাল না লাগান • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিস্ক্রিয় থাকা • প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন না করা • রাস্তার রক্ষনাবেক্ষনের জন্য কমিটি না থাকা • নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	• সঠিক পরিকল্পনার অভাব • সরকারি/বেসরকারীভাবে রাস্তা মেরামত ও বন্যা রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া • পরিকল্পিত ভাবে বাঁধ নির্মানা না করা • পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া। • জলবায়ুর পরিবর্তন • পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে সরকারের অসচ্ছতা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
মাধ্যমিক,৪৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, মোহনপুর ইউনিয়নের মোট ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,২টি মাধ্যমিক,৩টি মাদ্রাসা,২৫টি মসজিদ,২২কি.মি. কাঁচা রাস্তা, কবরস্থান ৬টি, ঈদগাঁহ ৪টি, দূর্গানগর ইউনিয়নের মোট ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,২টি মাদ্রাসা, ১৫টি মসজিদ,৩৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ৫টি কবরস্থান, সলপ ইউনিয়নের মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,২টি মাদ্রাসা,২০টি মসজিদ,৩৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের মোট ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,২টি মাদ্রাসা,২০টি মসজিদ, ৫৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, সলঙ্গা মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,২৫টি মসজিদ,৪টি কবরস্থান, ৬টি ঈদগাঁহ,২টি মাদ্রসা, ৫০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,২টি মাধ্যমিক,৩টি মাদ্রাসা,২০টি মসজিদ, ১২০কি.মি. কাঁচা রাস্তা, কবরস্থান ৮টি, ঈদগাঁহ ৬টি, বাঙ্গালা ইউনিয়নের মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,৩টি মাদ্রাসা,২৫টি মসজিদ,২৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা,৩টি কবরস্থান, কয়ড়া ইউনিয়নের মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,২টি মাদ্রাসা, ১৫টি মসজিদ, ১০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ সেবা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। • ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলার পৌরসভার ৬, ৭, ৮, ও ৯ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় ৯টি গ্রামের প্রায় ৩০ টি পুকুর, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নের ১,২,৩, ৫, ৭ও ৮ নং ওয়ার্ডের প্রায় ০৮টি গ্রামের প্রায় ২৫ টি পুকুর, উধুনিয়া ইউনিয়নের ২,৫, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৮ টি গ্রামের প্রায় ৯০ টি পুকুর, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ১,৩,৪, ৫, ৬, ৭ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৭টি গ্রামের প্রায় ৭০ টি পুকুর, মোহনপুর ইউনিয়নের ১,২,৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৮টি গ্রামের প্রায় ৫০ টি পুকুর, দূর্গানগর ইউনিয়নের ২,৩, ৫ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২১ টি গ্রামের প্রায় ৪০ টি পুকুর, কয়ড়া ইউনিয়নের ১,২,৩, ও ৫, নং ওয়ার্ডের প্রায় ১১টি গ্রামের প্রায় ২০ টি পুকুর, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নের ১,২,৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৬টি গ্রামের প্রায় ৫০ টি পুকুর, বাঙ্গালা ইউনিয়নের ২,৩,৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২০ টি গ্রামের প্রায় ১০৫ টি পুকুর, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ২,৫, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৯টি গ্রামের প্রায় ৭০ টি পুকুর, সলঙ্গা ইউনিয়নের ৩, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৬ টি গ্রামের প্রায় ২৫ টি পুকুর, হাটিকুমরুল ইউনিয়নের ১,২,৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২০টি গ্রামের প্রায় ৩০ টি পুকুর, বড়হর ইউনিয়নের ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১২টি গ্রামের প্রায় ২৭ টি পুকুর, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের ১,২,৩ ও ৬ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১২ টি গ্রামের প্রায় ৩৫ টি পুকুর, সলপ ইউনিয়নের ১,৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৭ টি গ্রামের প্রায় ৩০ টি পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট বড় পোনা মাছ সহ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছে সংকট ও পরবর্তীতে মাছ চাষের জন্য পোনা, মাছের সংকট দেখা দিয়ে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে ।			
নদীভাঙ্গন • ২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার পৌরসভার ১,২,৩, ৫ ও ৯ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় ১৪টি গ্রামে নদীভাঙ্গনে প্রায় ৭০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, বড়হর ইউনিয়নের ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নাম্বার	• উজান বাঁধ ভাঙ্গা • ঘর-বাড়ী নদীর তীরবর্তী স্থানে	• ফারাক্কা বাঁধ না করা • অপরিকল্পিত	• বৃক্ষ রোপন না করা • নদীর গতিপথ পরিবর্তন • আবহওয়া ও জলবায়ুর

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
ওয়ার্ডের প্রায় ১০ টি গ্রামে নদীভাঙ্গনে প্রায় ৫০০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, হাটিকুমরুল ইউনিয়নের ৭ ও ৮ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় ৫ টি গ্রামে নদীভাঙ্গনে প্রায় ৩০০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, সলপ ইউনিয়নের ৫ ও ৬ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় ৭ টি গ্রামে নদীভাঙ্গনে প্রায় ৩৫ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের ১,২,৩ ও ৪ নাম্বার ওয়ার্ডের আংশিক প্রায় ০৮ টি গ্রামে নদীভাঙ্গনে প্রায় ১২০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, মোহনপুর ইউনিয়নের ৮ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় ০২ টি গ্রামে নদীভাঙ্গনে প্রায় ২২০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, দূর্গানগর ইউনিয়নের ৯ ও ৬ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় আংশিক ৩ টি গ্রামে নদীভাঙ্গনে প্রায় ৭০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, সলঙ্গা ইউনিয়নের ৫ ও ৬ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় ৪ টি গ্রামে নদীভাঙ্গনে প্রায় ১২০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, পুর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নের ২,৪ ও ৫ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় ০৫ টি গ্রামে নদীভাঙ্গনে প্রায় ৫০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, ভেঙ্গে নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ২৫,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	হওয়া • বেলে মাটি হওয়া • বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ না থাকা • অতিবৃষ্টি	ভাবে বাড়ী ঘর নির্মান • অধিক হারে গাছপালা নিধন	পরিবর্তন । • নদীর গভীরতা কমে যাওয়া
খরা • ২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার পৌরসভার সকল গ্রামের প্রায় ৪৫০ একর, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ১৮৫০ একর আবাদি জমির মধ্যে ৮৬০ একর জমির ফসল, উধুনিয়া ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৯৪৬২ একর আবাদি জমির মধ্যে ২৫০০ একর জমির ফসল, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬১৫০ একর আবাদি জমির মধ্যে ১১০০ একর জমির ফসল, মোহনপুর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬৯৫০ একর আবাদি জমির মধ্যে ১৮০০ একর জমির ফসল, দূর্গানগর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৮১১৬ একর আবাদি জমির মধ্যে ২৩০০ একর জমির ফসল, কয়ড়া ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৩৯৪৫ একর আবাদি জমির মধ্যে ৫০০ একর জমির ফসল, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬৮০০ একর আবাদি জমির মধ্যে ২৭০০ একর জমির ফসল, বাঙ্গালা ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৭০৬২ একর আবাদি জমির মধ্যে ২১০০ একর জমির ফসল, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬০৫৬ একর আবাদি জমির মধ্যে ২৫০০ একর জমির ফসল, সলঙ্গা ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৮৫০০ একর আবাদি জমির মধ্যে ৩৫০০ একর জমির ফসল, হাটিকুমরুল ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৮১৪৮ একর আবাদি জমির মধ্যে ৪০০০ একর জমির ফসল, বড়হর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬৬৬২ একর আবাদি জমির মধ্যে ১২০০ একর জমির ফসল, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৫৮০০ একর আবাদি জমির মধ্যে ১৫০০ একর জমির ফসল, সলপ ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ২০৫৭ একর আবাদি জমির মধ্যে ৫০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানি অভাবে পুড়ে যেতে পারে। এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর প্রায় ৯০,০০০পরিবারের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।	• গভীর নলকূপ না থাকা। • পুকুরের গভীরতা কম। • বৃক্ষ নিধন। • পর্যাপ্ত শ্যালো ইঞ্জিন ও বিদ্যুৎ না থাকা। • অনাবৃষ্টি	• বনভূমি উজাড় • পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া। • পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া।	• পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গভীর নলকূপের ব্যবস্থা না করা । • অধিকহারে বৃক্ষ রোপন না করা • আবহাওয়ার পরিবর্তন।
কালবৈশাখী/ঝড় • ২০১২ ও ২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার পৌরসভার সকল গ্রামের প্রায় ৩৮০ একর, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ১৮৫০ একর আবাদি জমির মধ্যে ৮২০ একর জমির ফসল, উধুনিয়া ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৯৪৬২ একর আবাদি জমির মধ্যে ১৮০০ একর জমির ফসল,	• বসতবাড়ী নীচু স্থানে হওয়া • গাছ পালা নিধন। • বসতবাড়ীর পাশে	• পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া • সময় মত	• বন বিভাগের উদাসিনতা • সচেতনতার অভাব। • ওজন স্তরের ক্ষতি • স্থানীয় আবহাওয়া

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬১৫০ একর আবাদি জমির মধ্যে ৮০০ একর জমির ফসল, মোহনপুর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬৯৫০ একর আবাদি জমির মধ্যে ১২০০ একর জমির ফসল, দূর্গানগর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৮১১৬ একর আবাদি জমির মধ্যে ১৮৫০ একর জমির ফসল, কয়ড়া ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৩৯৪৫ একর আবাদি জমির মধ্যে ২৫০ একর জমির ফসল, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬৮০০ একর আবাদি জমির মধ্যে ২২০০ একর জমির ফসল, বাঙ্গালা ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৭০৬২ একর আবাদি জমির মধ্যে ১৭৮০ একর জমির ফসল, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬০৫৬ একর আবাদি জমির মধ্যে ১৯২০ একর জমির ফসল, সলঙ্গা ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৮৫০০ একর আবাদি জমির মধ্যে ২৭২০ একর জমির ফসল, হাটিকুমরুল ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৮১৪৮ একর আবাদি জমির মধ্যে ১৫০০ একর জমির ফসল, বড়হর ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৬৬৬২ একর আবাদি জমির মধ্যে ৭৯০ একর জমির ফসল, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ৫৮০০ একর আবাদি জমির মধ্যে ১১০০ একর জমির ফসল, সলপ ইউনিয়নের সকল গ্রামের প্রায় ২০৫৭ একর আবাদি জমির মধ্যে ৩০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল ইউনিয়নের মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবর্তীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে।	পর্যাপ্ত গাছপালা না হওয়া • সময় মত আবহাওয়া বার্তা না পৌঁছানো। • পূর্ব প্রস্তুতির অভাব	আবহাওয়া বার্তা না পৌঁছানো। • নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা না থাকা। • পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া।	অফিসের উদাসীনতা।
অতিবৃষ্টি • ২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার পৌরসভার ৬, ৭, ৮, ও ৯ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রায় ৯টি গ্রামের, উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নের ১,২,৩, ৫, ৭ও ৮ নং ওয়ার্ডের প্রায় ০৮টি গ্রামের, উধুনিয়া ইউনিয়নের ২,৫, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৮ টি গ্রামের, বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ১,৩,৪, ৫, ৬, ৭ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৭টি গ্রামের, মোহনপুর ইউনিয়নের ১,২,৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৮টি গ্রামের, দূর্গানগর ইউনিয়নের ২,৩, ৫ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২১ টি গ্রামের, কয়ড়া ইউনিয়নের ১,২,৩, ও ৫, নং ওয়ার্ডের প্রায় ১১টি গ্রামের, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নের ১,২,৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৬টি গ্রামের, বাঙ্গালা ইউনিয়নের ২,৩,৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২০ টি গ্রামের, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ২,৫, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৯টি গ্রামের, সলঙ্গা ইউনিয়নের ৩, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৬ টি গ্রামের, হাটিকুমরুল ইউনিয়নের ১,২,৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২০টি গ্রামের, বড়হর ইউনিয়নের ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১২টি গ্রামের, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের ১,২,৩ ও ৬ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১২ টি গ্রামের, সলপ ইউনিয়নের ১,৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১৭ টি গ্রামের প্রায় ইউনিয়ন নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, তাঁত কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, তাঁত কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।	• অধিক হারে বৃক্ষ নিধন	• সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি।	• আবহাওয়ার বৈরী মনোভাব/পরিবর্তন। • বৃক্ষ রোপন না করা ।
• শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	• সুর্য আলো	• বাতাসে	• রাত দিন ছোট বড়

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
বিগত ০৫ বছরের মতো শৈত্যপ্রবাহের প্রকোপ বাড়তে থাকলে উল্লাপাড়া উপজেলার হতদরিদ্র, বৃদ্ধ শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে উপজেলার প্রায় ১০-১৫ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। প্রচন্ড ঠান্ডায় মাছের রোগবালাই বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মাছের উৎপাদন কমে যেতে পারে তাতে করে মৎস্য চাষের সাথে সম্পৃক্ত ৭-৯ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। পশু সম্পদের রোগবালাই বৃদ্ধি পেয়ে পশু মারা যেতে পারে ফলে প্রায় ১৫ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	পৃথিবীতে না পৌছানো ● উত্তরের বাতাস	আদ্রতা কমে যাওয়া	হওয়া

তথ্য সুত্রঃ এফজিডি, এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের (কেআইআই) ও এলাকার জনসাধারন।

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ছক-৩৫: চিহ্নিত আপদগুলো নিরসনের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী, ও দীর্ঘমেয়াদী উপায়

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বন্যা ● ২০০৪ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ১৫,০০০ একর জমির ফসল পানিতে ডুবে ৩০,০০০ পরিবার আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। সেই সাথে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পরে। ● ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ৬৯৭টি পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট বড় পোনা মাছ সহ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছে সংকট ও পরবর্তীতে মাছ চাষের জন্য পোনা, মাছের সংকট দেখা দিতে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলেরা আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ● ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের গরু, ছাগল, ভেড়ার খাদ্যাভাব সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে । ● ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলায় ১৫,০০০ পরিবারের প্রায় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুর পানি বাহিত রোগ দেখা দিয়ে স্বাস্থ্যর প্রভাব পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে । ● ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে। ● ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাণী অক্সিজেন ও মানুষের কাঠ, ফল, ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে । ● ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার ৫০০০০ তাঁত শিল্প পানিতে ডুবে তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	● শক্ত খুঁটি দিয়ে ঘর বাড়ি নির্মান করা ● বেশী ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি পাকা করা ● বাড়ীর ঢালে গাছ লাগানো ● বন্যার সতর্কীকরণ বার্তা প্রেরণ। ● বন্যার পূর্বে ফসল রোপন না করা। ● বাড়ী উঁচু করা	● বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মান। ● স্লুইস গেট নির্মান ● উন্নত বীজের ব্যবহার করা ● সময় উপযোগী বীজ সংগ্রহ করা। ● বাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো ● বাড়ী নির্মানের জন্য জনগণকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা	● সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বন্যা সম্পর্কে জনগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা । ● বৃক্ষ রোপন করা । ● আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা ● বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মান ● স্লুইস গেট নির্মান।
নদীভাঙ্গান ● নদীভাঙ্গনের প্রভাবে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভা, হাটিকুমরুল ইউনিয়ন, বড়হর ইউনিয়ন, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়ন, সলপ	● নদীর তীরে বনায়নের ব্যবস্থা করা	● পরিকল্পিত ভাবে রাস্তাঘাট নির্মান।	● নদী পূনঃ খনন করা ।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
ইউনিয়ন, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়ন, মোহনপুর ইউনিয়ন, দূর্গানগর ইউনিয়নে সবমিলিয়ে প্রায় ৪৯ টি পুকুর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার প্রতিটি মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে । • ২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে। • নদীভাঙ্গন দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিস্ঠান ও হাট-বাজার নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এই উপজেলায় প্রায় ২৫,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	• নদী হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বাড়ী ঘর নির্মান করা • রাস্তা মেরামত করা • নদীর তীরে বনায়নের ব্যবস্থা করা	বাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছপালা লাগানো • ঋণ সহযোগীতা দেওয়া • রাস্তার দুপাশে গাছ লাগান	• আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান । • নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে বাঁধ নির্মান করা ।
খরা • খরার কারণে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ২৬, ৫০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানি অভাবে পুড়ে যেতে পারে। এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ৯০,০০০পরিবারের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। • ২০০৮ সালের মত আবার খরা হলে এবং বর্তমানের চলমান রের্কড পরিমান খরা অব্যাহত থাকলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নে খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ ঘাটের ঘাস পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে। • খরা কারণে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুসহ সকল শ্রেনীর মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিয়ে মানুষের জীবন নাশ করতে পারে। • ২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের প্রায় ৯০,০০০ পরিবারের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। • খরা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের ব্যপক গাছ পালা মরে ও বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	• পর্যাপ্ত শ্যালো ইঞ্জিন ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা । • পানি সেচের ব্যবস্থা করা । • পুকুরে পানি সেচের ব্যবস্থা করা ।	• গভীর করে পুকুর খনন করা । • সরকারী উদ্যোগে খাল খননের ব্যবস্থা করা । • পুকুর পাড়ে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপন করা ।	• অধিক হারে বৃক্ষ রোপনে সরকারী উদ্যোগে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা। • জনগণকে উৎসাহিত করা ।
কালবৈশাখী/ঝড় • ২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের প্রায় ২২,০০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল ইউনিয়নের মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবর্তীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে। • ২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় গবাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাখি মারা যেতে পারে এবং আহত হতে পারে। যার ফলে ঐ সকল ইউনিয়নে পশু পালনে মানুষের আগ্রহ কমে যেতে পারে। • ২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট হতে পারে। • উল্লাপাড়া উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় হলে ২০১৩ সালের মত আঘাত হানলে শিক্ষা প্রতিস্ঠান, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিস্ঠানের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। যার কারনে পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	• সঠিক সময়ে ঝড়ের পূর্বাভাস প্রেরণ করা । • ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া। • শক্ত খুঁটি দিয়ে বাড়ি ঘর নির্মান।	• কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান। • উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন। • সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে বাড়ী ঘর নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রাদান	• পর্যাপ্ত হারে গাছ লাগানো। • জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। • বাড়ীর চার পাশে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপন করা ।
অতিবৃষ্টি • ২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ৭৮০টি পুকুরের মাছ খাল	• উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন করা।	• পানি নিঃষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ।	• পর্যাপ্ত হারে বনায়নের ব্যবস্থা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে । • ২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সবকটি ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট তলিয়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । যার প্রভাবে পশুর মৃত্যু ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। • ২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, তাঁত কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, তাঁত কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে। • ২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের তাতিঁ পরিবার ও তাঁতের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলি আর্থিক ভাবে ব্যপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে।	• অতিবৃষ্টি সহনীয় ফসলের চাষ। • সরকারী উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসংস্থাপনের সৃষ্টি করা । • যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা।		করা ।
শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা • বিগত ০৫ বছরের মতো শৈত্যপ্রবাহের প্রকোপ বাড়তে থকলে উল্লাপাড়া উপজেলার হতদরিদ্র, বৃদ্ধ শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেতে পারে। • শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হতে পারে।	• শীত বস্ত্র বিতরণ • শীত বস্ত্র পরিধানে উৎসাহিত করা	• শীত ও কুয়াশা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি	• অধিক হারে বৃক্ষরোপন করা • কুয়াশা শহনশীল ফসলের চাষাবাদ প্রবর্তন করা

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ছক-৩৬: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনার তালিকা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	অরিডার	• দুর্যোগ কালীন সময়ে পরিস্থির উপর নির্ভর করে সহযোগীতা দেওয়া হয়।	৯৬০জন	-----------	২০০০ সাল শুরু চলমান
২	আশা	• বন্যার সময় জরুরী ফান্ড হতে খাবার স্যালাইন ও ঔষুধ দেওয়া হয়। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হয়	১৫০০জন	-----------	১৯৯৬ সাল শুরু চলমান
৩	ডেমোক্রেসী ওয়াচ্	• দুর্যোগের সময় ইমারজেন্সি ফান্ড থেকে সহযোগিতা করা হয়।	প্রয়োজন অনুযায়ী	-----------	চলমান কর্মসূচী
৪	মুসলিম এইড	• বন্যার সময় ত্রাণ বিতরণ করা হয় এবং শীতের সময় শীতের বস্ত্র বিতরণ করা হয়।	চাহিদা অনুযায়ী	-----------	চলমান কর্মসূচী
৫	গ্রামীণ ব্যাংক	• দুর্যোগ কালীন সময়ে এলাকায় মানুষের মাঝে কম সুদে ঋণ প্রদান করা হয়।	চাহিদা অনুযায়ী	-----------	চলমান কর্মসূচী
৬	সুখের সন্ধান	• বন্যার সময় রিলিফ প্রদান কর্মসূচী • শীতের সময় কম্বল বিতরণ কর্মসূচী।	-----------	২৫০ ২১০	চলমান কর্মসূচী
৭	উজ্জিবিত/ RERMP-2	• অতিদরিদ্রদের আত্মকর্ম সংস্থান	-----------	-----------	চলমান
৮	একতা মানব উন্নয়ন সংস্থা	• শীতে কম্বল বিতরণ কর্মসূচী।	-----------	১৬পিচ	চলমান
৯	সৌহার্দ্য-২ প্রোগ্রাম (কেয়ার বাংলাদেশ)	• প্রতিটি গ্রামে দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে। • শীতকালে কম্বল বিতরণ করা হয়। গত বছর লাইফ জ্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে।	-----------	-----------	-----------
১০	বুরো বাংলাদেশ	• দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণ করে।	-----------	-----------	চলমান
১১	টি এম এস এস	• দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ দেয়া হয় এবং শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।	-----------	-----------	চলমান

তথ্য সুত্রঃ এনজিও কার্যালয় ও সরজমিনে পরিদর্শন।

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাঃ

মোট চারটি ধাপে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি করা হয়। ১। দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ২। দুর্যোগ কালীন ৩। দুর্যোগ পরবর্তী ৪। স্বাভাবিক সময়ে/ঝুঁকি হ্রাস সময়ে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে পরিকল্পনা গুলির বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ছক-৩৭: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির তালিকা

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১.	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন (১৫ ইউনিয়ন * ৯ ওয়ার্ড * ২ জন)	(২৭০ জন)		ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৫০%	০
২.	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	১৩৫ টি		ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৪৫%	
৩.	বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	১টি	৬০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৫০%	
৪.	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন	১৫ টি	১৫০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৫.	আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত	২০ টি	২০০,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৫৫%	৫%	৪০%	
৬.	মহড়ার আয়োজন	১৫ টি	৭৫,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৬০%	১০%	২৫%	৫%
৭.	দুযোর্গকালীন ইউনয়ন ভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য সেবা টিম প্রস্তুত রাখা	১৫ টি দল		ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%
৮.	দুর্যোগকালীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য দুর্যোগ সেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান (১৫*১৫)	২২৫ জন	৭৫,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৩০%	১০%	৬০%	
৯.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষা কারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তত রাখা	চিড়া-১০ টন, গুড়-.২ টন, ওআরএস-৮০০০ প্যাক, ডব্লিউপিটি-১৮০০০	৭,০০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৮৫%		১৫%	
১০.	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১৬৮ টি স্কুলে		স্কুলে	জানুয়ারী - জুন				
১১.	সংশিস্নষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	UzDMC, UDMC এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার		ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায়	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল	৬০%	১০%	৩০%	
১২.	দুযোর্গের পূর্বে জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার। (সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়র্ডে)	২৭০ টি	৫০০০০	ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে	দুযোর্গের ঠিক পূর্ব মূহর্তে	৩৫%	২০%	৪৫%	

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীনঃ

ছক-৩৮:দুর্যোগ কালীন তালিকা

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১.	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	২০০০	৬০,০০০	পুরো উপজেলার ইউনিয়রে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে	দুর্যোগ মুহুর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
২.	জনগনকে আশ্রয়কেন্দে যেতে উদ্বুদ্ধ করা (২০টি শেল্টার)	৮০০ পরিবার		কাছা কাছি আশ্রয়কেন্দ্রে		৫%		৫০%	
৩.	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর	চাহিদা মাফিক	চাহিদা মাফিক	,,	দুর্যোগ মুহুর্তে	৫০%	১০%	৪০%	
৪.	বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।	৩০,০০০ পরিবার	১০০,০০০	,,	দুর্যোগ মুহুর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৫.	শুকনো খাবার বিতরন করা	১০,০০০ পরিবার	মজুদকৃত খাবার	,,	দুর্যোগ মুহুর্তে				
৬.	টিউবওয়েল স্থাপন ও উপযোগিকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	৫০	১০০০০০	,,					
৭.	ল্যাট্রিন স্থাপন ও উপযোগিকরণ শিশ্চিতকরণ	৪০	১০০০০০	,,		৫০%	১০%	৪০%	
৮.	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	প্রতিদিন	-	পুরা এলাকার তথ্য	দুর্যোগ মুহুর্তে				
৯	জরুরী সভা	৪টি	১২,০০০	উপজেলা পরিষদে	দুর্যোগকালীন	১০০%			
১০	আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা	চাহিদা মাফিক	২৫,০০০	সকল শেল্টারে	দুর্যোগ মুহুর্তে	৪০%		৬০%	
১১	দ্রুত বার্তা প্রেরণ	প্রয়োজন মাফিক	৩০০০	উপজেলা থেকে ইউনিয়ন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে	আপদকালীন	১০০%			
১২	আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৪০০ জন	৬০,০০০	সরকারী হাসপাতালে	দুর্যোগকালীন	৯০%		৫%	৫%
১৩	স্বেচ্ছা সেবক দলকে দায়িত্ব বন্টন	২৭০ সেচ্ছাসেবককে		দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকাতে	দুর্যোগকালীন				
১৪	আক্রান্ত এলাকায় মেডিকেল টিম প্রেরণ	৫টি	৮০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকাতে	দুর্যোগকালীন	৫০%	১০%	২০%	২০%
১৫	জরুরী ত্রাণ বিতরণ	১১,০০০ হাজার পরিবার	৩,০০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ্য পরিবারের মাঝে	দুর্যোগকালীন	৩৫%	৫%	১৫%	৪০%
১৬	যাতায়াত ব্যবস্থা সচল রাখার ব্যবস্থা করা	২০ টি	২০০,০০০	সমস্যাগ্রস্থ এলাকাতে	দুর্যোগকালীন	৭০%	৫%	২৫%	
১৭	আলো/বাতি ও জ্বালানী সরবরাহ	৩০ সেল্টার	২০,০০০	দর্যোগ আক্রা্ত পরিবার ও আশ্রয়কেন্দ্রে	দুর্যোগকালীন	৭০%	৫%	২৫%	
১৮	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দায়িত্ব বন্টন ও তাদের কাজ দরারকি করা	১৫ ইউডিএমসি		উপজেলা থেকে	দুর্যোগকালীন	১০০%			

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তীঃ

ছক-৩৯: দুর্যোগ পরবর্তী তালিকা

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১.	আহতদের দ্রুত উদ্ধার করা	১৫ ইউনিয়ন	৬০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
২.	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলো ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।	৪০০ জন	১০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৮০%		১০%	১০%
৩.	মৃত অপসারণ ও মৃত ব্যক্তিদের সৎকারের ব্যবস্থা করা	৫০	৬০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৪.	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	১৫ ইউনিয়নে	৪০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	১০০%			
৫.	অধিক ক্ষতি গ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	৪,০০০ জন	৭,০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৬.	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	১৫ টি টিমে	৬০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৫০%	
৭.	প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা (ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়)	চাহিদা মাফিক	-	উপজেলাতে	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	১০০০%			
৮.	জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা (কৃষক)	২০০০ পরিবার	১,২০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৭০%		১০%	২০%
৯.	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	১৫০০০ পরিবার		ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩০%			৭০%
১০.	দরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া	৩০,০০০ ম্যান ডেজ	৭০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৩০%	৪০%	২৫%	০৫%
১১.	চাহিদা ভিত্তিক কৃষি উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ	৫,০০০ কৃষককে	১,০০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৭৫%			২৫%
১২.	প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সংস্কার (১৫ স্কুল, ১২ মসজিদ,২ মন্দির)	২৯ টি	১,০০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৫০%	২৫%	২৫%	
১৩.	রাস্তা সংস্কার	১৫ কি.মি.	২,৫০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ কালভাট	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৮৫%	৫%	১০%	
১৪.	কালভার্ট সংস্কার (এলজিইডি করবে)	৩০টি	৭০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ কালভাট	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৫%	২৫%	২৫%	
১৫.	প্রাণী সম্পদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসন	৩০০০ পশু	১৫০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৭৫%		২৫%	
১৬.	দরিদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য জীবীদের পূনর্বাসন (৬০% করবে মৎস্য অধিদপ্তর)	৪০০ মাছ চাষী	১৫০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ মাছ চাষীদের মাঝে	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৭০%	৫%	২৫%	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়েঃ

ছক-৪০, স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে তালিকা

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
স্লুইচ গেট নির্মান	১টি	**বড়হর**	ওয়ার্ড নং ১, পূর্বদেলুয়া ব্রীজের দক্ষিণে	ভাল না । কারণ দুইপাশের মাটি নাই।	কার্যক্রম শুরুর আগে সকলে বসে বাজেট এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে কাজের পরিমান ও দায়িত্ব বন্টন করা হবে।
ব্রীজ সংস্কার	৩৭ টি	বাঙ্গালা	ওয়ার্ড নং ৪, পশ্চিম সাতবাড়িয়া রাস্তার বিলের মাঝে রাস্তায়	ভাল না । দুই পাশের রেলিং ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৪, চেংটিয়া বিলের উত্তর পশ্চিমে রাস্তার উপর	রেলিং ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৪, চেংটিয়া বিলের মধ্যে গাছপাড়ায় অবস্থিত	বর্তমানে অকেজো হয়ে আছে	
			ওয়ার্ড নং ৪, হানিফের বাড়ীর তিনশত গজ পূর্বে অবস্থিত।	পাখা ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৮, ভোল সাত্তারের বাড়ীর পূর্ব উত্তর কোনে খালের উপর	ব্রীজটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে।	
			ওয়ার্ড নং ৫, ধরাইলের মাঝ খানে একটি ব্রীজ	এ ব্রীজটি আর কাজে আসে না অকেজো হয়ে পরে আছে। দুপাশে সংযোগ সড়কে মাটি নাই	
		বড় পাঙ্গাসী	ওয়ার্ড নং ১, চন্দ্রগাঁতী শালিয়াগাড়ী দহের উপর	আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ রেলিং ভেঙ্গে গেছে।	
		উধুনিয়া	ওয়ার্ড নং ৮, উধুনিয়া তীর মোহনী খালের উপর	ব্রীজটি রেলিং দু পাশে আংশিক ভেঙ্গে গেছে।	
			ওয়ার্ড নং ৫, বাগমারা খালের উপর	মানুষ চলাফেরা করে কিন্তু বন্যায় ডুবে যায়।	
			ওয়ার্ড নং ৯, বাবুলীদহ পূর্বপাড়া খালের উপর	ব্রীজটি অনেক মানুষ ব্যবহার করে তবে বন্যায় প্লাবিত হয়।	
			ওয়ার্ড নং ৯, বাবুলদহ পশ্চিম পাড়া রাস্তার উপর	এ ব্রীজ দিয়ে লোকজন চলাফেরা করে কিন্তু বন্যায় প্লাবিত হয়।	
			ওয়ার্ড নং ৯, বাবুলদহ পশ্চিম পাড়া রাস্তার উপর	এ ব্রীজ দিয়ে লোকজন চলাফেরা করে কিন্তু বন্যায় প্লাবিত হয়।	
		হাটিকুমরুল	ওয়ার্ড নং ৫, ধোপাকান্দি স্বরস্বতী নদীর উপর	ঝুকিঁ পূর্ণ (বহু পুরাতন)	
			ওয়ার্ড নং ৭, আলোকদিয়ার মসজিদের পাশে	ভাল না ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ১, রানী নগর নাপতিগাড়া খালের উপর	ভাল না । দুপাশের রেলিং ভেঙ্গে গেছে ও মাটি সরে গেছে।	
			ওয়ার্ড নং ১, পাঠধারী মজনুর বাড়ীর পশ্চিম রাস্তায়	দু' পাশের মাটি সরে গেছে । ঝুঁকিপূর্ণ তবুও মানুষ চলাচল করে।	
		উল্লাপাড়া সদর	ওয়ার্ড নং ৯, চাঁনপুর ফুলজোর নদীর উপর	দু'পাশের রেলিং ভেঙ্গে গেছে মেরামত এর প্রয়োজন	
			ওয়ার্ড নং ৪, বাখুয়া পংরৌহা বিলের রাস্তায়	উপরের রেলিং ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৪, বাখুয়া অবদার রাস্তায়	অনেক পুরাতন ভাঙ্গা	
		পূর্ণিমাগাঁতি	ওয়ার্ড নং ৪, হাতেমের বাড়ীর পশ্চিমে খালের উপর রাস্তায়	দু'পাশের মাটি সরে গেছে	
		বড়হর	ওয়ার্ড নং: ৮, ভূতগাছা হাজরা বিলের খাল	আংশিক ভাল । নিচে একটু ঢালাই ভেঙ্গে গেছে।	
			ওয়ার্ড নং: ৮, মেহনাতলা বড়হর চকিদহ নদীর উপর	আংশিক ঢালাই ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং: ১, পূর্বদেলুয়া মুক্তাহার নদীর উপর	ব্রীজটি প্রায় ১৫০ ফুট লম্বা। ব্রীজটির মাঝে আংশিক ভাঙ্গা	

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
				ঝুকিপূর্ণ	
		রামকৃষ্ণপুর	ওয়ার্ড নং ৯, রংয়ের বাজারের দক্ষিণ পাশে	দুই পাশে মাটি নাই, মেরামত যোগ্য	
			ওয়ার্ড নং ৮, সেনগাঁতী ফুলজোর নদীর উপর	ব্রীজটি ভাল কিন্তু বন্যায় প্লাবিত হয়	
		দূর্গানগর	ওয়ার্ড নং ৫, মনোহারা নদীর শাখায় খালে	রেলিং ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৬, জুংলীপুর বিশ্বরোডের পশ্চিমে	এই ব্রীজটি বর্তমানে পরিত্যক্ত তবে ভাল	
		কয়ড়া	ওয়ার্ড নং ৬, কয়ড়া সরাতলা খালের উপর	দু'পাশের রেলিং ভেঙ্গে পড়েছে।	
			ওয়ার্ড নং ৪, চড়পাড়া দুই পাগারের মাঝে	দু'পাশের রেলিং ভেঙ্গে পড়েছে।	
			ওয়ার্ড নং ৮, হরিশপুর খালের পাশে রাস্তা	রেলিং ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৩, জঙ্গালখামার কবরস্থানের রাস্তায়	ব্রীজ একেবারে অকেজো কারণ ভেঙ্গে গেছে।	
		পঞ্চক্রোশী	৪ নং ওয়ার্ড বেতকান্দি ফুলজোড় নদীর খালের উপর	পুরাতন ঝুকিপূর্ণ কারণ দ'পাশের রেলিং ভাঙ্গা	
		লাহিড়ী মোহনপুর	ওয়ার্ড নং ৯, মোহনপুর উল্লাপাড়া সড়ক রেলগেটের দক্ষিণ রাস্তায়	আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ দ'পাশে মাটি নাই।	
			ওয়ার্ড নং ৯, মোহনপুর উল্লাপাড়া সড়ক চরবন্ধন গাছা আকসার হাজির বাড়ীর সামনে	দু'পাশের নালা ভেঙ্গে খুলে গেছে	
		সলপ	ওয়ার্ড নং: ৫, সোনাতলা দোপাচড়া খালের উপর	ঝুকিপূর্ণ বহু পুরাতন	
			ওয়ার্ড নং: ১, গোবিন্দপুর দইভাঙ্গা খালের উপর	ব্রীজ ভাল কিন্তু দুই পাশে রেলিং ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৮, নলসন্দা রুপনের বিলের উপর	ব্রীজ ভাল কিন্তু এক পাশের রেলিং ভাঙ্গা	
কালভার্ট সংস্কার	৭৬টি	বাঙ্গালা	ওয়ার্ড নং ৪, আয়নালের বাড়ীর দক্ষিণে	মাঝে ফেটে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৪, চেংটিয়া সমিতির ভিটার পূবে	নষ্ট হয়ে গেছে হালকা ফেটে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৪, চেংটিয়া রওশানের বাড়ীর পাশে	নষ্ট হয়ে গেছে হালকা ফেটে গেছে	
		হাটিকুমরুল	ওয়ার্ড নং ৭, আলোকদিয়ার বিলের মাঝে রাস্তায়	ভেঙ্গে দেবে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৬, পাচিলা চক পাড়া রাস্তায় মাঝে	দুই পাশে ভেঙ্গে গেছে ব্যবহারের উপযোগী নয়	
			ওয়ার্ড নং ২,চড়িয়া কবরস্থানের পাশে	ভেঙ্গো গেছে	
			ওয়ার্ড নং ২,চড়িয়া মধ্যপাড়া গুনি ফাকিরের বাড়ীর পাশের খালের উপর	সম্পূর্ণ ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ২,চড়িয়া মধ্যপাড়া রাজ মাহমুদের বাড়ীর পশ্চিমে	সম্পূর্ণ ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ২,চড়িয়া কালীবাড়ী আবু সাইদের বাড়ীর পশ্চিমে	সম্পূর্ণ ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ১, পাঠধারী আবু বক্করের বাড়ীর পাশে রাস্তায়	রিং কালভাট ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ১, পাঠধারী শাহআলমে শেখের বাড়ীর পশ্চিমে রাস্তায়	দু পাশের গাতনি সরে গেছে ও ভেঙ্গে গেছে	
			ঈদগাঁহ্ মাঠের পাশে রাস্তায়	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ১, হাবিবপুর গ্রামের উত্তরে একটা রিংকালভার্ট	ভেঙ্গে গেছে	
		উল্লাপাড়া সদর	ওয়ার্ড নং ৫, নাগরুহা জুম্মাপাড়া নদীর শাখা খালের উপর	কালভার্ট ভেঙ্গে গেছে ও দু'পাশের মাটি সরে গেছে।	
			ওয়ার্ড নং ৫, নাগরুহা উত্তরপাড়া ধবের উপর	দু' পাশের মাটি সরে গেছে ও	

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
				চলাচলের অযোগ্য	
			ওয়ার্ড নং ৫, নাগরুহা উত্তরপাড়া ধরের উপর	কালভার্টটি নষ্ট, ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৯, চাঁনপুর পূর্বপাড়া রাস্তায়	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৯, মন্ডলজানি রাস্তায় পশ্চিম পাড়া	আংশিক ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৪, বাখুয়া হিন্দুপাড়া বিলের রাস্তায়	মাঝে ফেটে গেছে এবং মাটি সরে গেছে	
		পূর্ণিমাগাঁতি	ওয়ার্ড নং ১, মধুপুর ডিপের কলের পাশে	ভাল না ।ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ১, পূর্ব রামকৃষ্ণপুর বিলের মাঝে	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৫, পুঠিয়া উত্তরপাড়া শাজাহানের বাড়ীর পাশে	দু' পাশে ভেঙ্গে গেছে	
		বড়হর	ওয়ার্ড নং ৪, অলিপুর রফিকুলের জমির উপররাস্তায়	ভাল না ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৮, বড়হর দক্ষিণ পাড়া দুই পুকুরের মাঝে	ভেঙ্গে গেছে দুপাশে (আংশিক)	
			ওয়ার্ড নং ৮, বড়হর দক্ষিণ পাড়া খবিরের বাড়ীর দক্ষিণে	এক পাশে ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৮, বড়হর দক্ষিণ পাড়া মৃতঃনজরুলের বাড়ীর দক্ষিণে	ভাল না ।রিং গুলো আলাদা হয়ে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ১, পূর্বদেলুয়া নব সুন্দরের বাড়ীর পাশে রাস্তায়	আংশিক ভাঙ্গা দু'পাশের মাটি সরে গেছে	
		সলপ	ওয়ার্ড নং: ৩, কোনাবাড়ী প্রাঃ বিদ্যাঃ হতে খিতাশ এর বাড়ীর মাঝে	ভাল না। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ যেকোন সময় ভেঙ্গে পরতে পারে ।পানি চলাচল করে ।	
			ওয়ার্ড নং: ৭, চরলক্ষীকোলা হতে লক্ষীকোলার মাঝে	খুবই খারাপ ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৭, লক্ষীকোলা ছামাদ মাষ্টারের বাড়ী হতে শহীদ প্রাং বাড়ীর মাঝে ১নং	অকেজো ভেঙ্গে গেছে পানি চলাচল করে না ।	
			ওয়ার্ড নং: ৫, সোনতলা নতুন পাড়া ময়নাল সরকারের বাড়ী হতে নতুন পাড়া কবরস্থানের মাঝে	অকেজো ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৯, ডিগ্রীরচর শাহবাজ মোড়	ভেঙ্গে গেছে তবে পানি চলাচল বন্ধ হয়নি	
			ওয়ার্ড নং: ১, রামগাঁতীকৃষকগঞ্জ বাজার হতে শগুনা উল্লাপাড়া শেষ সীমানা পর্যন্ত ১নং	ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং: ১, আটবাকী পাকা রাস্তা হতে ভাবকী নতুন মসজিদে মাঝখানে ১নং	ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং: ৮, নলসন্দা ডিগ্রীরচর শাহবাজ মোড় হতে নলসন্দা হাটিখোলার মাঝে ২নং	ভাল না দ'পাশে ওয়াল ভেঙ্গে গেছে তবে পানি চলাচল হয়	
			ওয়ার্ড নং: ৮, নলসন্দা ডিগ্রীরচর শাহবাজ মোড় হতে নলসন্দা হাটিখোলার মাঝে ৩নং	ভাল না দ'পাশে ওয়াল ভেঙ্গে গেছে তবে পানি চলাচল হয়	
			ওয়ার্ড নং: ৮, নলসন্দা ডিগ্রীরচর শিমুলতলা হতে কোনাবাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত ৮নং	ভাঙ্গা আছে	
		লাহিড়ী মোহনপুর	ওয়ার্ড নং: ৯, বন্ধনগাছা দক্ষিণ উত্তর পাড়া রাস্তায়	দু'পাশের মাটি সরে গেছে ও ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৯, বন্ধনগাছা খেলার মাঠের দক্ষিণে রাস্তায়	ইটগাথা ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৯, বন্ধনগাছা রেলের উত্তরে	ইট গুলো খুলে গেছে আংশিক ক্ষতি গ্রস্থ	
			ওয়ার্ড নং: ৫, কোনাবাড়ী খালের উপর গাংয়ে	দু'পাশের মাটি নাই সাইডে ভেঙ্গে গেছে	
			৬ নং ওয়ার্ড কোনাবাড়ী ঈদগাঁহ মাঠের পশ্চিমে	দু'পাশের মাটি নাই সাইডে ভেঙ্গে গেছে	

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
		বড়পাঙ্গাসী	ওয়ার্ড নং ৭, চনু বাড়ীর পাশে রাস্তায়	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৭, বড়পাঙ্গাসী মিস্ত্রি বাড়ী নিকট	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৭, চক পাঙ্গাসী পশ্চিম পাড়া রাস্তা	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ১, রাহলীয়া মসজিদের পাশে	ভেঙ্গে গেছে	
		পঞ্চক্রোশী	পূর্ব সাতবাড়ীয়া কবরস্থান হতে হবিবর এর দোকানের পাশে	ভেঙ্গে গেছে	
			শাহজাহান পুর হাটখোলা হতে শাহজাহানপুর কবরস্থান এর মাঝে	ভাল	
			ওয়ার্ড নং: ৯, কাজীপাড়া ঈদগাঁহ মাঠ হতে পাথার পাড়া বটতলার মাঝে ১নং	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৯, কাজীপাড়া ঈদগাঁহ মাঠ হতে পাথার পাড়া বটতলার মাঝে ২নং	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৯, কাজীপাড়া ঈদগাঁহ মাঠ হতে পাথার পাড়া পঞ্চক্রোশীর মাঝে ৩নং	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৫, বনবাড়ীয়া আমজাদ মাষ্টারের বাড়ী হতে বনবাড়ীয়া তোকা মাহমুদ এর বাড়ী	চুংগি ভাল	
			৪ নং ওয়ার্ডবেতকান্দি হাটখোলা হতে মনির পুর ব্রীজ পর্যন্ত ওয়ার্ড নং: ৪,	ভেঙ্গে গেছে	
			৪ নং ওয়ার্ড পশ্চিম পাড়া বিলের উপর	ভেঙ্গে গেছে	
		কয়ড়া	ওয়ার্ড নং৪, চড়পাড়া কবরস্থানের দক্ষিণে বিলের রাস্তায়	নষ্ট হয়ে গেছে, মাটি নাই	
			ওয়ার্ড নং৯, সরাতলা মুজামের বাড়ীর পাশে রাস্তা	নষ্ট হয়ে গেছে, চাক ভেঙ্গে গেছে।	
			ওয়ার্ড নং৯, সরাতলা রেজাউলের বাড়ীর পাশে	রিং খুলে গেছে	
			ওয়ার্ড নং৬, নগর কয়ড়ামাঠের রাস্তায়	কালভার্টটি উল্টে গেছে	
			ওয়ার্ড নং৬, নগর কয়ড়াগনির বাড়ীর পাশে	কালভার্টটি ভেঙ্গে গেছে	
		রামকৃষ্ণপুর	৬ নং ওয়ার্ড ভট্টমাঝুড়িয়া গ্রামের উত্তর পাশে	ভেঙ্গে গেছে	
			৬ নং ওয়ার্ড ভট্টমাঝুড়িয়া গ্রামের পশ্চিম পাশে	ভেঙ্গে গেছে	
			বাদেকুশা কাঁচা রাস্তায়	ভেঙ্গে গেছে	
		দূর্গানগর	ওয়ার্ড নং৮, গারলগাতী খালের উপর হাসেমের বাড়ী	ভাল তবে মাটি চাপা পড়ে গেছে	
			ওয়ার্ড নং৫, বড়মনোহারা ঈদগাঁহের নিকট	এটি ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে গেছে	
		পৌরসভা	ওয়ার্ড নং: ৭, শিবপুর রাস্তার পূর্বে	দু'পাশে ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৭, শিবপুর রাস্তার পশ্চিমে	রেলিং ভেঙ্গে গেছে	
			৬ নং ওয়ার্ডনবগ্রাম মসজিদের পাশে খালে নবগ্রাম	পানি আটকে যায় এই ছোট রাস্তায়	
			৪ নং ওয়ার্ডউল্লাপাড়া পশ্চিম পাড়া মোহনপুর রাস্তায়	পানি চলাচল করে না	
		উধুনিয়া	ওয়ার্ড নং ৯, বাবুলীদহ রহিমের বাড়ীর পাশে	মাটি সরে গিয়ে হেলে গেছে। তবে বন্যায় প্লাবিত হয়	
			ওয়ার্ড নং ৫, বাগমারা আঃ রউফ এর বাড়ীর পাশে	ভেঙ্গে গেছে তবে বন্যায় প্লাবিত হয়	
			ওয়ার্ড নং ৫, বাগমারা মোক্তারের এর বাড়ীর পাশে	ভেঙ্গে গেছে তবে বন্যায় প্লাবিত হয়	
			ওয়ার্ড নং ২,গজাইল মুরাল মাষ্টারের বাড়ীর পাশে	ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ২,খানপুর স্কুলের দক্ষিণে	ভাল তবে বন্যায় প্লাবিত হয়	
			ওয়ার্ড নং ৪, বেতকান্দি রাস্তায় সাইদুলের বাড়ীর পাশে	ভাল তবে বন্যায় প্লাবিত হয়	
			ওয়ার্ড নং ৪, বগুড়া গ্রামের মাঝে রাস্তায়	ভেঙ্গে গেছে তবে বন্যায় প্লাবিত হয়	
			ওয়ার্ড নং৩ চয়ড়া বাজারের পূর্বে	ভাল তবে বন্যায় প্লাবিত হয়	

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
রাস্তা সংস্কার	১৩৬টি	**উধুনিয়া**	ওয়ার্ড নং ৮ ও ৪, উধুনিয়া ব্রীজ হতে বেতকান্দি হাফিজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত	ডোবেনা তবে রাস্তার অনেক অংশ ভেঙ্গে গেছে।	
			ওয়ার্ড নং ৮ ও ৭, উধুনিয়া মোল্লাপাড়া হতে দত্ত খারুয়া পর্যন্ত	বন্যার সময় একে বারে ডুবে যায় ।	
			ওয়ার্ড নং ৮, উধুনিয়া বাজার হতে মোহনপুর রাস্তা বড়ব্রীজ পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
		বড় পাঙ্গাসী	ওয়ার্ড নং ৮, চাকসা মেনাজের বাড়ী হতে মোজাম্মেলের বাড়ী পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ২,চন্দ্রগাঁতী শলিয়াগাড়ী ব্রীজ হতে মিস্ত্রি বাড়ী হয়ে হাওড়া হাসপাতাল পর্যন্ত	ভাল না রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৫, চকখাদুলী হতে খাদুলী হয়ে দিঘলগ্রাম পর্যন্ত	ভাল না রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৭, শ্রীপাঙ্গাসী ব্রীজ হতে শ্রীপাঙ্গাসী হয়ে কেয়ার রাস্তা	ভাল না রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৮, চকসা নদী হতে হাওড়া কদমতলা হয়ে কেয়ার রাস্তা পর্যন্ত	ভাল না রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৮, মোহনপুর হতে চাকসা উত্তর পাড়া পর্যন্ত	ভাল না রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৩, বড়পাঙ্গাসী ইউপি ভবন হতে চাকনা রোনার ভিটা পর্যন্ত	ভাল না রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৬, শকলাই হতে নরসিংহ পাড়া দিয়ে রেললাইন পর্যন্ত	ভাল না রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৩, মরিচ হেত বড় কোয়ালীবেড় বাজার পর্যন্ত	কাঁচা রাস্তা হওয়ায় বতমানে অনেক জায়গাতে ভেঙ্গে গেছে।	
			ওয়ার্ড নং ৭, বড় পাঙ্গাসী বড় রাস্তা হতে মাঝে নদী পাড় হয়ে শুকলাট দিয়ে রশনী পাড়া রেল লাইন পর্যন্ত	রাস্তাটি ভেঙ্গে গেছে এবং বন্যা লেভেলের নিচে।	
		হাটিকুমরুল	ওয়ার্ড নং ৪, ইউপি হতে পাচালিয়াপর্যন্ত	ভাল। বন্যা লেভেলের নিচে	
			ওয়ার্ড নং ৪, হাটিপাড়া জেসি রোড হেত হাটি পাড়া উত্তর শেষ মাথা পর্যন্ত	ভাল। বন্যা লেভেলের নিচে	
			ওয়ার্ড নং ৪, হাসানপুরের শেষ মাথা হতে হাটিকুমরুল পূর্বপাড়া পর্যন্ত	ভাল। বন্যা লেভেলের নিচে	
			ওয়ার্ড নং ৪, চকপাড়া পূর্ব পাড়া হতে চকপাড়া পশ্চিম পাড়া পর্যন্ত	ভাল। বন্যা লেভেলের নিচে	
			ওয়ার্ড নং ২,চড়িয়া গোলবারের বাড়ী হতে সলঙ্গা হাফিজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত	আংশিক ভাঙ্গা এবং বন্যায় তলিয়ে যায়	
			ওয়ার্ড নং ২,চড়িয়া ইজ্জত আলীর বাড়ী হতে সমবায় তেলের পাম্প পর্যন্ত	অধিকাংশই ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৯, আমডাঙ্গা উলিপুর হতে রশিদ পুর পর্যন্ত	ভাল ও মাঝে ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৯, আমডাঙ্গা বুলবুলের বাড়ী হতে সালামের বাড়ী পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৯, আমডাঙ্গা উত্তর পাড়া হতে সুজাবত আলীর বাড়ী হয়ে লোকমানের বাড়ী পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ১, পাঠধারী দুলাল ডাঃ বাড়ী হতে রানী নগর হয়ে মানিক দিয়ার হোসেন হাজীর বাড়ী পর্যন্ত	ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ১, পাঠধারী কালভার্ট হতে আবেদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া ও বন্যায় ডুবে যায়	
			ওয়ার্ড নং ১, পাঠধারী হাইওয়ে হতে পাঠ ধারী	বন্যায় ডুবে যায়	

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
			আবাসন পর্যন্ত		
			ওয়ার্ড নং ৮, বাদুল্লাপুর হতে উইগাড়ী ব্রীজ পর্যন্ত	একে বারেই খারাপ অবস্থা অধিকাংশই ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৮, আমডাঙ্গা মোড় হতে পাঠধারী হাইওয়ে পর্যন্ত	একে বারেই খারাপ অবস্থা অধিকাংশই ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৮, বাগাখেয়া হতে রানী নগর পর্যন্ত	একে বারেই খারাপ অবস্থা অধিকাংশই ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৫, পূর্ব ধোপাকান্দ বিশ্ব রোড হতে হাসানপুর পর্যন্ত	এ রাস্তাটি একে বারেই ভাঙ্গা চলাচল করা খুবই কঠিন।	
		পূর্ণিমাগাঁতি	ওয়ার্ড নং ৬ও ৭, পুকুরপার হতে ভেংড়ী ব্রীজ পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৫,৪, ও ১, পুঠিয়া হতে খিয়ালা হয়ে মধুপুর পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ২ ও ৩, পারকুল হতে সেন গাঁতি পর্যন্ত	ভাল না ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ১, পূর্বরাম কৃষ্ণ পুর হতে কৃষ্টপুর পর্যন্ত	ভাল না ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ১, ঝপঝবিয়া ব্রীজ হতে পূর্বরাম কৃষ্ণপুর স্কুল পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৫, পূর্ণিমাগাঁতি হাসপাতার হতে বাড়ীয়া পকুর হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৬ ও ৭, বেতুয়া কবরস্থান হতে ভেংড়ী মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ১, পূর্বরাম কৃষ্ণপুর হতে ছাইদের বাড়ী হতে হাইয়ের বাড়ী পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ১, পূর্বরাম কৃষ্ণপুর ব্রীজ হতে জাহের এর বাড়ী পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৭, ভেংড়ী পাকা রাস্তা হতে কয়াড় পাড়া নদী পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ২ ও ৩, খোশাল পুর রওশনের বাড়ী হতে কালা সিংহ বাড়ী পাকা রোড পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ২,খোশালপুর খলিলের বাড়ী হতে কোনাগাঁতি কবরস্থান পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
		বড়হর	ওয়ার্ড নং ৯, ভূতগাছা হতে আমডাঙ্গা পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৮, ইসলামপুর হতে বড়হর ইউপি ভবন পর্যন্ত	ভাঙ্গা চুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৭ ও ৮, বড়হর খেয়াঘাট হতে তেতুঁলিয়া পর্যন্ত	ভাল না মাঝে মাঝে ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৪, অলিপুর কাঠাল তলা পাকা রাস্তা হতে অলিপুর পূর্ব পাড়া ব্রীজ পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুরা	
		পঞ্চক্রোশী	ওয়ার্ড নং: ৭, ঘাটিনা রেলব্রীজ হতে ছোট লক্ষীপুর আমতলা পর্যন্ত	মোটামুটি ভাল কারণ কিছুটা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং: ১, কাজীপাড়া ঈদগাঁহ মাঠ হতে পাথার পাড়া বটতলা হয়ে পঞ্চক্রোশী ব্রীজ পর্যন্ত	ভালো তবে কিছু কিছু জায়গায় ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং: ৯, কাজী পাড়া ব্রীজ হয়ে বিলচড়া হয়ে পাথার পাড়া বিল পর্যন্ত	ভাল না কারণ রাস্তা উচু - নিচু হওয়ায় ভ্যান চলাচল করতে পারে না	
			ওয়ার্ড নং: ৫, বনবাড়ীয়া আমজাদ মাষ্টারের বাড়ী হতে বনবাড়ীয়া তোকা মাহমুদ এর বাড়ী পর্যন্ত	কাঁচা রাস্তা হিসাবে ভাল না কারণ দুই তিন জায়গায় ভেঙ্গে গেছে	
			৪ নং ওয়ার্ড বেতকান্দি দঃপাড়া সোরহাব সরকারের বাড়ী হতে বেতকান্দি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ হয়ে বেতকান্দি কবরস্থান পর্যন্ত	কাঁচা রাস্তা হিসাবে ভাল না কারণ দুই তিন জায়গায় ভেঙ্গে গেছে	

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
			৪ নং ওয়ার্ডকালীগঞ্জ নতুন মসজিদ হতে কালীগঞ্জ খেয়াঘাট পর্যন্ত	পাকা রাস্তা হিসাবে তেমন ভাল না কারণ অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে	
		রামকৃষ্ণপুর	১ ও ওয়ার্ড নং ৮আগরপুর জয়নালের বাড়ী হতে , কালিকাপুর হয়ে নলুয়াদিঘী পাকা রাস্তা পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া চলাচল অনুপযোগী	
			২ নং ওয়ার্ড সুতাহাটি বাজার হতে জোড়পুকুর পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া চলাচল অনুপযোগী	
			৮ ও ওয়ার্ড নং: পুস্তিগাছা :ভেংড়ী পাকা হতে দ ,৯ পশ্চিম পাড়া পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া চলাচল অনুপযোগী	
			২ নং ওয়ার্ড হরিনচড়া বাজার হতে চৈত্রহাটি পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া চলাচল অনুপযোগী	
		কয়ড়া	ওয়ার্ড নং ৬, হরিশপুর বরাতের বাড়ী হতে আগকয়ড়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত	আংশিক ভাল বাকীটুকু খারাপ	
		মোহনপুর	ওয়ার্ড নং ৪ ও ৫, ভাদালিয়া কান্দি হতে সাতবিলা হয়ে এলংজানি পর্যন্ত	রাস্তাটি দুই ভাগ ভাল আর এক ভাগ খারাপ আছে	
			ওয়ার্ড নং ৪, বাল্লোপাড়া হতে মামুদপুর পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৪, মামুদপুর শহিদের দোকান হতে গোলবারের জমিপর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৪, নাদা ফকিরপাড়া হতে মরভিটা হয়ে বটতলাপর্যন্ত	পূরা রাস্তা ভাঙ্গা	
			ওয়ার্ড নং ৭, মোহনপুর বাজার হতে হবি তালকদারের বাড়ী পর্যন্ত	আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ	
		সলঙ্গা	ওয়ার্ড নং ৬, বোয়ালিয়া চান্দের পাড়া হতে চক চৌবিলা পর্যন্ত	মাঝে মাঝে গর্ত ও ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ১, কুঠিচর হতে বনবাড়ীয়া সীমা পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ১, বনবাড়ীয়া বটতলা হতে গুচ্ছ গ্রাম পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৪, শরিফ সলঙ্গা দিয়ানতের বাড়ী হতে শরিফ সলঙ্গা শেষমাথা পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৩, নাইমুড়ী উত্তর পাড়া মসজিদ হতে রূয়াপাড়ার শেষমাথা পর্যন্ত	ভাল তবে নিচু	
			ওয়ার্ড নং ৩, নাইমুড়ী কবরস্থান হতে রূয়াপাড়া পর্যন্ত	ভাল তবে নিচু	
			ওয়ার্ড নং ৩, বড়গোজা রাইচ মিল হতে নদী পর্যন্ত	ভাল তবে নিচু	
			ওয়ার্ড নং ৫, ভরমোহরী জোড়া ব্রীজ হতে দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত	ভাল তবে নিচু	
			ওয়ার্ড নং ৫, ভরমোহরী কবরস্থান হতে চরগোজা হায় চরবেড়া পর্যন্ত	ভাল তবে নিচু	
			ওয়ার্ড নং ১ ও ৩, জগজীবনপুর পাকার মাথা হতে আংগারু হয়ে বাগমাড়া পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ১ ও ৭, পুরান বেড়া পাকা থেকে আংগারু ও শহবীয়ারপুর হতে বাংলার কচিয়া খাল পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ২,চৌবিলা খলিল মেম্বারের বাড়ী হতে চৌবিলা পশ্চিম পাড়া সীমা পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ২,চৌবিলা উঃপাড়া হতে তেলকুপি নদী কান্দি পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৮, চৌবিলা উত্তর পাড়া ব্রীজ হতে কাশবীপাড়া হয়ে কাশয়া দহ পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৮, চৌবিলা আরাম বাজার হতে সামাদের বাড়ী হয়ে চৌবিলা বাজার পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৬, দিয়ারপাড়া পাকা থেকে চরগোজার শেষ মাথা পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
			ওয়ার্ড নং ৬, গোজা শ্মশানঘাট হতে তারা জোয়ারদারের বাড়ী পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৬, গোজা কবরস্থান হতে কোরবানের বাড়ীর পশ্চিম পাশদিয়া বিশ্বরোড পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৬, তেলকুপি পোষ্ট পিয়নের বাড়ী হতে তেলকুপি খেয়াঘাট পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৬, চক চৌবিলা পাকা রাস্তার বটতলা হতে সাখায়াত মুক্তি যোদ্ধার বাড়ী হয়ে চান্দের পাড়া পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৬, চকচৌবিলা কামার খালী মসজিদ হতে চকচৌবিলা হতে ফজল বহমানের বাড়ী পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৬, চরগোজা জোবেদা মেম্বারের বাড়ী হতে তেলকুপি খোয়াঘাট পর্যন্ত	ভাঙ্গাচুড়া	
		দূর্গানগর	ওয়ার্ড নং ৭, বালসাবাড়ী হতে মনোহারা পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৬, জুগনীপুর জিসিরোড হতে গাড়াদহ জিসিরোড পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৮, গারেলগাঁতী হতে বিশ্বরোড হয়ে নেওয়ার গাছা পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে	
			বিশ্বরোড হতে বাবলা পাড়াপর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৩, চরভাট বেড়া হতে ভাটবেড়া হয়ে মাহমুদপুর জিসি রোড পর্যন্ত	রাস্তাটি নিচু এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায়	
			ওয়ার্ড নং ৫, ভাদাইলা কান্দি হতে ভাটবেড়া হয়ে রাউতান পর্যন্ত পর্যন্ত	রাস্তার অধেক ভাল আর অধেক ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৩, চরভাটবেড়া হতে ডুবভাঙ্গা পর্যন্ত	রাস্তার অধেক ভাল আর অধেক ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৩, চরভাটবেড়া মিল হতে সাতবিলা জিসি রোড পর্যন্ত	রাস্তার অধেক ভাল আর অধেক ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৩, চরভাট বেড়া হতে নাদা পর্যন্ত	রাস্তাটি নিচু এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায়	
			ওয়ার্ড নং ৫, শ্যামপুর বাজার হতে মানুষ মুরা হয়ে মূলবেড়া পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ও মাটি সরে গর্ত হয়ে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৬, মরিচা হতে জংলীবাড়ী পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ও মাটি সরে গর্ত হয়ে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৭, বালসাবাড়ী আমজাদের বাড়ী হতে রিয়া মুন্সী পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ও মাটি সরে গর্ত হয়ে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৮, হেমন্ত বাড়ী সেনগাঁতী ব্রীজ হতে মনোহারা পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ও মাটি সরে গর্ত হয়ে গেছে	
			হেমন্ত বাড়ী কবরস্থান হতে মনোহারা খেলার মাঠ পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ও মাটি সরে গর্ত হয়ে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৯, পারসনতী স্কুল হতে কোনবাড়ী পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ৯, মোতালেব হাজীর বাড়ী হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভাল আর মাঝে মাঝে ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৮, মনোহার বটলতা হতে জেহেরপুর হয়ে সেনগাঁতী রেলগেট পর্যন্ত	মাঝে মাঝে ভাল আর মাঝে মাঝে ভাঙ্গা আছে	
		সলপ	ওয়ার্ড নং: ৭, কাশিনাথপুর থেকে কবরস্থান পোস্থান পাড়া শেষ মাথা পর্যন্ত	নতুন হয়েছে তবে অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে	
			য়ার্ড নং: ৭, পেস্তক জহির হাজীর বাড়ী হতে মামুন মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত ও	রাস্তার অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৭, তালেব মেম্বারের বাড়ী হতে পোস্থান পাড়া মোল্লাবাড়ী পর্যন্ত	রাস্তা হিসাবে ভাল কিন্তু বন্যায় প্লাবিত হয়	

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
			ওয়ার্ড নং: ৭, পোস্থানপাড়া আইয়াজ উদ্দিন এর বাড়ী হতে জুরান হাজীর বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তা ভাল না ভ্যান চলাচলের সমস্যা হয়	
			ওয়ার্ড নং: ৭, লক্ষীকোলা সুফিয়ান হাজীর বাড়ী হতে তারা বাড়ী কবরস্থান পর্যন্ত	রাস্তা ভাল না ভ্যান চলাচলের সমস্যা হয়	
			৪ নং ওয়ার্ড, জনতা বাজার হতে আলমগীর ভূইয়ার বাড়ী পর্যন্ত	পাকা রাস্তা হিসাবে ভাল তবে অনেক জায়গায় রাস্তা ভাঙ্গা আছে ভ্যান ঠেলে নিতে হয়	
			৪ নং ওয়ার্ড, সোনতলা জোলাহাটি জিল্লুর মেম্বারের বাড়ী হতে দূর্গা মন্দির পর্যন্ত	অনেক জায়গায় ভেঙ্গে কাপেটিং উঠে গেছে	
			ওয়ার্ড নং: ৫, সোনতলা খোদাবক্স এর বাড়ী হতে জোলাহাটি ব্রীজ পর্যন্ত	তেমন ভাল না রাস্তার অনেক জায়গায় ভাঙ্গা চুড়া আছে	
			সোনতলা ব্রীজের পূর্ব মাথা হতে জোলাহাটি ব্রীজ পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং: ৫	অনেক জায়গায় ভাঙ্গা কাপেটিং উঠে গেছে	
			ডিগ্রীরচর শাহবাজ মোড় হতে ডিগ্রীরচর ফাজিল মাদ্রাসা হয়ে নওকৈর ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং: ৯	নতুন ভাল তবে কিছু জায়গায় ভেঙ্গে গেছে	
			রামগাতী বেল্লাল মোড় হতে কাজী পাড়া সরঃপ্রাঃবিদ্যা; পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং: ১	রাস্তা অনেক জায়গায় ভাঙাচুড়া	
			কৃষকগঞ্জ বাজার হতে শগুনা উল্লাপাড়া শেষ সীমানা পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং: ১	রাস্তা অনেক জায়গায় ভাঙাচুড়া	
			ডিগ্রীরচর শাহবাজ মোড় হতে নলসন্দা হাটিখোলা পর্যন্ত , ওয়ার্ড নং ৮	খারাপ ভাল না ভাঙ্গা, গর্ত	
			নলসন্দা হাটিখোলা হতে খামার উল্লাপাড়া পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং ৮	খারাপ ভাল না ভাঙ্গা, গর্ত	
			ডিগ্রীরচর শিমুলতলা হতে কোনাবাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং ৮	খারাপ ভাল না ভাঙ্গা, গর্ত	
			নলসন্দা ঈদগাহ মাঠ হতে নলসন্দা হাট পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং ৮	ভাল না ভাঙ্গা, গর্ত	
			চরনলসন্দা হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং ৮	ভাল না ভাঙ্গা, গর্ত	
			কৃষকগঞ্জ বাজার হতে শেখ পাড়া হয়ে কানসোনা পর্যন্ত,২ নং ওয়ার্ড	ভাল তবে পূর্ব থেকে অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে	
			জনতার বাজার মসজিদ হতে বাহিমান ব্রীজ পর্যন্ত,২ নং ওয়ার্ড	তেমন ভাল না ভাঙ্গা চুড়া	
			শ্রীবাড়ী ইসমাইলের বাড়ী হতে শ্রীবাড়ী হাড়িভাঙ্গা কবরস্থান পর্যন্ত ৩নং ওয়ার্ড	মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে গেছে	
			কোনাবাড়ী প্রাঃ বিদ্যাঃ হতে খিতাশ এর বাড়ী পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং: ৩	মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে গেছে	
			হাড়িবাঙ্গা সিদ্দার এর বাড়ী হতে সুন্দর বাড়ী হয়ে রাজ্জাক এর বাড়ী পর্যন্ত, ওয়ার্ড নং: ৩	মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে গেছে	
		পৌরসভা	ওয়ার্ড নং ২,বিজ্ঞান কলেজ মোড় হতে আউলিয়া কাউন্সিলরের বাড়ী পর্যন্ত	মাঝে নষ্ট হয়ে গেছে	
			ওয়ার্ড নং ২,খোকন কাউন্সিলর এর বাড়ী হতে প্রাঃ স্কুল পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গা চুড়া	
			ওয়ার্ড নং ২,আউলিয়া কাউন্সিলের বাড়ী হতে পৌরসভা মোড়পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গা চুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৩, পূর্ব চেয়ারম্যান এর বাড়ী পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গা চুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৬, কাকনের বাড়ী হতে খালিয়া পাড়া আরিফের বাড়ী পর্যন্ত	আংশিক ভাল আর আংশিক খারাপ	
			ওয়ার্ড নং ৬, বাদুল্লা প্রাং বাড়ী হতে আরজ প্রাং এর বাড়ী পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গা চুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৬, নবগ্রাম হতে সিদ্দিক বিডিআরের বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তার কিছু কিছু জায়গায় ভেঙ্গে গেছে	

কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে
			ওয়ার্ড নং ৬, ভট্টকাউয়াক হতে আমান ফিউভায়া সিলি পর্যন্ত	খারাপ ভাঙ্গা চুড়া আর গর্ত	
			ওয়ার্ড নং ৯, জেএস তেল পাম্প হতে নদীর ধার পর্যন্ত	রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৭, শিবপুর ডালা হতে ব্যাংকের জুয়েলের বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৮, নেউয়ার গাছা কলোস্টোরেজ হতে নদীর ধার পর্যন্ত	রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৬, স্টেশন গোডাউন হতে নাক্কর মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৫, ঘোষগাঁতী কলানাট্টহতে কামার দক্ষিণ পাড়া পর্যন্ত	রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
			ওয়ার্ড নং ৪, উল্লাপাড়া ঈদগাহ লোকমানের বাখুয়া তিন মাথা পর্যন্ত	রাস্তা ভাঙ্গা আছে	
মসজিদ সংস্কার	২৫টি	**উধুনিয়া**	০৫ **নং ওয়ার্ড** বাগমারা বাজার মসজিদ	টিনশীট কাঁচা মেঝে অজুখানা নেই	
			০২ **নং ওয়ার্ড,** খানপুর মসজিদ	টিনশীট কাঁচা মেঝে অজুখানা নেই	
			০১ **নং ওয়ার্ড,** তেলীপাড়া মসজিদ	ভাল না মেরামত যোগ্য	
			ওয়ার্ড নং ৮, চড় বাগদা মসজিদ	ঘরের চালা দিয়ে পানি পড়	
			ওয়ার্ড নং: ৯, চাঁনপুর পূর্বপাড়া মসজিদ	টিনের ঘর কাচা	
		পূর্ণিমাগাঁতি	**৬ নং ওয়ার্ড** বেতুয়া মসজিদ	ডুবে যায়	
			৬ নং ওয়ার্ড, পুকুরপার দক্ষিণপাড়া মসজিদ	ডুবে যায়	
		সলপ	**ওয়ার্ড নং: ৩,** হাড়িভাঙ্গা দিয়ার পাড়া জামে মসজিদ	ভাল না ভাঙ্গাচুড়া	
			4 নং ওয়ার্ড, কানসোনা ঘোষ পাড়া জামে মসজিদ	ভাল না ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং: ৯, নওকৈর জামে মসজিদ	ভাল না ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং: ৯, ন ওকৈর জামে মসজিদ	ভাল না ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং: ৯, নওকৈর জামে মসজিদ	ভাল না ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৮, নলসোন্দা কান্দী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ	ভাল না ভাঙ্গাচুড়া	
			ওয়ার্ড নং ৮, চর নলসোন্দা ওয়াক্ত মসজিদ	ভাল না ভাঙ্গাচুড়া	
		দূর্গানগর	**ওয়ার্ড নং: ১,** শ্যামপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ	মেঝে কাঁচা টিনশীট আজুখানার ব্যবস্থা নেই	
			২নং ওয়ার্ড, দিয়ার পাড়া (মূল বেড়া) জামে মসজিদ	কাঁচা টিনশীট আজুখানার ব্যবস্থা নেই	
			ওয়ার্ড নং: ৩, আনন্দ বেড়া জামে মসজিদ	কাঁচা টিনশীট আজুখানার ব্যবস্থা নেই	
		পঞ্চক্রোশী	**২নং ওয়ার্ড,** বন্যাকান্দি জামে মসজিদ	ভাল না মেরামত যোগ্য	
			২নং ওয়ার্ড, বন্যাকান্দি জামে মসজিদ	ভাল না মেরামত যোগ্য	
		কয়ড়া	**৪নং ওয়ার্ড,** চরপাড়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	ভাল না মেরামত যোগ্য	
		পৌরসভা	**ওয়ার্ড নং: ৭,** এনায়েতপুর কুদ্দুস মাওলা বাড়ীর উঃপাশে জামে মসজিদ	টিনশীট আজুখানার ব্যবস্থা নেই	
			৪নং ওয়ার্ড, উল্লাপাড়া গ্যাস লাইন হাট জামে মসজিদ	টিনের ছাপড়া	
			৪নং ওয়ার্ড, নেওয়ারগাছা পুরাতন জামে মসজিদ	টিনশীট আজুখানার ব্যবস্থা নেই	
			ওয়ার্ড নং ৮, চরনেওয়ার গাছা জামে মসজিদ	টিনশীট আজুখানার ব্যবস্থা নেই	
			ওয়ার্ড নং: ৩, বড়কোয়ালীবেড় মাদ্রাসা মসজিদ	টিনশীট আজুখানার ব্যবস্থা নেই	

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যেকোনো সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীবিক্ষণ, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে ১ টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকবে।

৪.১.১ জরুরী অপারেশন রুম পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকবেনঃ

ছক-৪১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের দায়িত্বে যারা থাকবেন

ক্রমিক নং	নাম	পেশাগত পদবী	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ আরাফাত রহমান	উপজেলা সহঃ কমিশনার (ভূমি)	আহবায়ক	০১৭১৭-৪২৯০১০
২.	ডাঃ সুকুমার চন্দ্র সুর রায়	উপশ্চিম স্বাস্থ্য পশ্চিম পশ্চিম কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১-৩০১৭৫৯
৩.	মোঃ আকমাল হোসেন খান	সদর ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য সচিব	০১৭১৩-৭৪১৯১২

৪.১.২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

ছক-৪২: জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকবেন

ক্রমিক নং	নাম	পেশাগত পদবী	পদবী	মোবাইল
১.	মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া	পিআইও, উল্লাপাড়া উপজেলা	সদস্য সচিব	০১৯১৫-২৩১১০৫
২.	মোঃ আঃ কাদের বিশ্বাস	উজেলা সহকারী মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮২২-৮২১৮১১
৩.	ডাঃ মোঃ হেলাল উদ্দিন	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২-২০০৩২৪

৪.১.৩ যোগাযোগ রুম পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকবেনঃ

ছক-৪৩: যোগাযোগ রুম পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকবেন

ক্রমিক নং	নাম	পেশাগত পদবী	পদবী	মোবাইল
১.	মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া	পিআইও, উল্লাপাড়া উপজেলা	সদস্য সচিব	০১৯১৫-২৩১১০৫
২.	মোঃ খিজির হোসেন প্রাং	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২-৫৪২৯৯৬
৩.	মোঃ এনামুল হক	উপজেলা সহঃ কারিগরী শিক্ষা আফিসার	সদস্য	০১৭১১-২৪৮৮২৮

জরুরী কন্টোল রুম পরিচালনা কমিটির কাজঃ

১. দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পলাক্রমে একসঙ্গো কমপক্ষে ৩/4 জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যের উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।

২. উপজেলা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবারাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. জেলা সদরের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪. কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকলীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তা লিপিবদ্ধ রতে হবে।

৫. দেয়ালে টাংগানো একটি উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।

৬. কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিদার্থে ওয়্যারলেস, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

ছক-৪৪: আপদ কালীন পরিকল্পনা তালিকা

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে
১.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৩টি	দুর্যোগ ঘোষনার পূর্ব মুহুর্তে/সতর্ক বার্তা পাওয়া মাত্র	কন্ট্রোলরুম পরিচালনা কমিটি	ইউজেডডিএমসি/থানা/এজজিও	উপজেলা ভিত্তিক কন্ট্রোল রুম খুলে ২৪ ঘন্টা পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবে
২.	স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুত রাখা	১৫টি টিম	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	সদস্য সচিব ইউজেডডিএমসি	ইউডিএমসি সভাপতি	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ভিত্তিক দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে
৩.	সতর্ক বার্তা প্রচার	১৪+১টি ইউপি	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	কন্ট্রোল রুম/ইউডিএমসি/	ইউপি সদস্য	মিটিং ও মাইকিং এর মাধ্যমে
৪.	নৌকা/গাড়ী/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	২০টি	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	আনোয়ার সদাদ	যোগাযোগ রুম পরিচালনা কমিটি	নৌকার মালিক, গাড়ির মালিকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে
৫.	ঝঁকিপূর্ন এলকার মানুষ ও প্রাণিসম্পদ কে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা	৫৫০	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	ইউপি সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক দল	ইউডিএমসি ও সেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে
৬.	উদ্ধার কাজ করা	৪০০	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র এবং দুর্যোগ কালীন	মোঃ জসিম উদ্দিন	ইউপি সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক দল	দলগতভাবে উদ্ধার সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে
৭.	সম্ভাব্য ত্রাণ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা	১৫টি	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	সভাপতি ইউজেডডিএমসি	সরকারী প্রতিষ্টান ও এনজিও	যোগাযোগের মাধ্যমে
৮.	ত্রাণ কাযক্রম সমন্বয় করা	১৪+১টি ইউপি	ত্রাণ বিতরণের সময়	ইউএনও	ইউজেড ডিএমসি সদস্যবৃন্দ	মিটিং এর মাধ্যমে
৯.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও বিতরণ	২৫টন	সাড়া প্রদানের সময়	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	জরুরী জীবিকা সহায়তা কমিট	অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদাপন্ন পরিবারের মাঝে
১০.	প্রাথমিক	১৫০০	দুর্যোগ কালীন	উপজেলা স্বাস্থ	স্বাস্থ্য সুরক্ষা কমিটি	মেডিকেল টিম গঠন

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে
	চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	জনের	ও পূনর্বাসনের সময়	ও পশ্চিম পশ্চিম কর্মকর্তা		করে আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে সেবা প্রদানের মাধ্যমে
১১.	মৃত ব্যবস্থাপনা করা	১৫টি	দুর্যোগের মধ্যে এবং পরমহূর্তে	উপজেলা প্রকৌশলী	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার কমিটি	সরেজমিনে সেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে
১২	বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	৩০টি	সাড়া প্রদানের সময়	সহকারী প্রকৌশলী	ডিপিএইচ ই/এনজিও	আশ্রয়কেন্দ্র গুলিতে নিরাপদ পানির প্লান্ট বসিয়ে
১৩	প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা ও খাবার নিশ্চিত করা	২০০০টি	সাড়া প্রদান কালীন	উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা	প্রাণী সম্পদ অফিস ও এনজিও	গবাদীপশুর আশ্রয় কেন্দ্রে খাবার সরবরাহের মাধ্যেমে
১৪	অস্থায়ী স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের ব্যবস্থা করা	৬০টি	সড়া প্রদান কালীন	সহকারী প্রকৌশলী	ডিপিএইচ ই	আশ্রয় কেন্দ গুালিতে স্বাস্থ্য সম্মত অস্থায়ী ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে
১৫	আশ্রয় কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য)	৬০টি কেন্দ্রের	সাড়া প্রদান কালীন ও পরমুহূর্তে	মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান	নিরাপত্তা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি	সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে পালাক্রমে দাটিত্ব পালনের মাধ্যেমে

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখাঃ

ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা। স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা। স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত বার্তা, উদ্ধার ও অপসারণ, আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচারঃ

প্রাত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সর্তক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন। ৫ নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষনা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনক নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে অপসাররণের কাজ শুরু করা। বার্তা প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।

- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচলনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদী পশু মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেবচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগ প্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্র গুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযেগী রাখা।
- জরুরী মুহর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উপজেলায় কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোন গুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোল রুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ

- দুর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ”এস ও এস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে ”ড” ফরমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করাঃ

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্ব করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণবিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরণের ত্রাণ সামগ্রী পুর্নবাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচারনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়াড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমান/সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তত রাখাঃ

- তাৎক্ষণিক বিতরণের জন্য শৃকনা খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মানের উপকরণ যথা-ঢেউটিন, পেরেক, নাইলেনের রশি স্থানীয় ভাবে বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরি ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সী ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ে দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণী সম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের পাণি চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা /পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অভ্যাহত ভাবে দূর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রাত বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পারীক্ষা করা।
- মহড়ার অনুষ্ঠানে অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশূদের আশ্যয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা
- ঝ্যাকপূর্ণ এলাকায় লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রের যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পর পরই উপজেলা পরিষদে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/4 জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত কতে হবে।
- পরিষদ সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদ সচিব সার্বক্ষনিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহঃ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনাঃ

ছক-৪৫: বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রর তালিকা

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
	রামকৃষ্ণপুর	চৈত্রহাটি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৭৩ শতাংশ মূলভবন ৩৩ শতাংশ	ভাল, স্থাপতি ১৯৪০ পুনঃনির্মীত ২০১০ সালে। এক তলা ভবন, একটি টিউবয়েল ও একটি ল্যাট্রিন রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		ক্ষুদ্রসিমলা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩৩শতাংশ	ভাল, স্থাপতি ১৯৯৪ পুনঃনিমিত ২০০৮-০৯ সালে। বর্তমানে বিল্ডিং, এখানে একটি টিউবয়েল ও দুইটি ল্যাট্রিন রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		উনুখাঁ পাগলা পীর উচ্চ বিদ্যালয়	২ একর ২৩ শতক	ভাল, স্থাপতি ১৯৯৬ পুনঃনিমিত ২০১১ সালে। একতলা ভবন এখানে ৪টি টিউবয়েল, ৫টি ল্যাট্রিন রয়েছে।	৬০০টি পরিবার
		উনুখাঁ বাজার	২ একর	বাজার মোটামুটি উঁচু স্থান হওয়ায় একটি আশ্রয় স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। বাজারটি বহু পুরাতন। স্বাধীনতার আগ হতে বাজারটি বসে। এটি মূল হাটের জন্যই বিখ্যাত ।	৫০০ টি পরিবার
		রামকৃষ্ণপুর ইউপি ভবন	৫০ শতক	ভাল, প্রতিষ্টান কাল ২০০৯সাল। ২০১০-, একটি এক তালা ভবন। ভবনে নলকূপ ১টি আর মটর চালিত ১টি ও ল্যাট্রিন ৪টি।	৩০-৪০ টি পরিবার
	হাটিকুমরুল	আলোকদিয়ার সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৬৬ শতক	বর্তমান অবস্থা ভাল, তৈরি ১৯৪১-২০০৫ সালে। এই স্কুলটি দুইতলা বিশিষ্ট। একটি টিউবয়েল, তিনটি ল্যাট্রিন সচল আর ১টি ল্যাট্রিন অচল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		হাটিকুমরুল ইউপি	৫০ শতাংশ	বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভাল, তৈরি ২০০৮-	৫০ টি

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
		ভবন		২০০৯ সালে, এটি দুইতলা বিশিষ্ট । একটি টিউবয়েল আর মটর চালিত ১টি এবং চারটি ল্যাট্রিন রয়েছে।	পরিবার
		দাদপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	বর্তমান অবস্থা ঝুকিপূর্ণ, কারন ফাটল ধরে গেছে । তৈরি ১৯৯৪-২০০৬ সালে। একটি টিউবয়েল, দুইটি ল্যাট্রিন সচল আর ১টি ল্যাট্রিন অচল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		পাচিল সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৭৬. ৩৩ শতক	তৈরি ১৯৪০-২০১২ সালে। ভবনটি ইটের তৈরি,২টি বিল্ডং ১টি একতলা বিশিষ্ট আর ১টি টিনশীট । বর্তমান অবস্থা ভাল । স্কুল ভবনটিতে একটি টিউবয়েল ও তিনটি ল্যাট্রিন রয়েছে।	৫০টি পরিবার
	বড়হর	ধুবিও সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	তৈরি ১৯৪৭-২০১২ সালে। একটি একতলা ভবন ও দ্বিতলা বর্তমান অবস্থা ভাল। ২টি নলকূপ আর ৩টি সচল, ১টি অচল ল্যাট্রিন রয়েছে ।	৩০-৪০ টি পরিবার
		বড়হর ইউপি ভবন	৫০শতাংশ ৬০-	তৈরি ১৯৮৬-২০০৫ সালে। একটি একতলা ভবন ও দ্বিতলা বর্তমান অবস্থা ভাল। ২টি সচল ও ১টি অচল নলকূপ আর ৩টি ল্যাট্রিন রয়েছে ।	৫০ টি পরিবার
		বড়হর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১ একর	ভাল, তৈরি ১৯০৬-২০০৫-০৬ সালে । স্কুলে দুইটি বিল্ডিং। ৫টি ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল রয়েছে।	৫০ টি পরিবার
		মৈত্র বড়হর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩শতক	ভাল, তৈরি ১৯৪৭-২০০৬ সালে । স্কুলে দুইটি বিল্ডিং। ৪টি সচল, ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		পূর্বদেলুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৮৬শতক	ভাল, তৈরি ১৯৪৫-২০০৫ সালে । ১টি টিনশীট ঘর, ১টি ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		বল্লারপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩ শতক	ভাল, ১৯৭২-৯২ অর্থ বছরে ভবনটি তৈরি হয় । ভবনটি একতলা বিশিষ্ট । ২টি সচল, ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		বড়হর দক্ষিণপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩ শতক	ভাল, ১৯৯২-২০০৫ অর্থ বছরে ভবনটি তৈরি হয় । ভবনটি একটি দ্বিতলা বিশিষ্ট । ২টি ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৫০ টি পরিবার
		পূর্বদেলুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৯৭ শতক	ভাল, ১৯৪৫-১৯৯৯ অর্থ বছরে ভবনটি তৈরি হয় । ৩টি সচল, ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৫০ টি পরিবার
		বড়হর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	৮৭শতক	এই স্কুল ভবন ২টি দুইতলা বিশিষ্ট। এটি ১৯৭০-২০০৫ সালে তৈরি হয়। ভবনটিতে ৯টি ল্যাটিন ও ২টি টিউবয়েল আর ২টি মটর চালিত টিউবয়েল রয়েছে।	প্রায় ১২০০ টি পরিবার
		বোয়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৪০ শতক মূলভবন ৪ একর ৬৪শতক	ভাল, তৈরি ১৯৪৫-২০১০ সালে । ভবনটিতে ৪টি ল্যাটিন ও ১টি টিউবয়েল আর ৩টি মটর	৩০০টি পরিবার

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
			মোট জমি	চালিত টিউবয়েল রয়েছে।	
		বোয়ালিয়া বাজার	৫ একর	ভাল, ১৯৭০-৭২ অর্থ বছরে ভবনটি তৈরি হয় । ১টি ল্যাট্রিন ও ৩টি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
	সলঙ্গা	গোজা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১২৫ শতক	মোটামুটি ভাল, তৈরি ১৯২৭-২০০৭ সালে । ৭টির মধ্যে ৪ অচল ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০-৪০ টি পরিবার
		চরগোজা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২ একর ১৯ শতক	ভাল, তৈরি ১৯৪৩-২০০৭ সালে । ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট নতুন একটি টিনশীট । ৫টি ল্যাট্রিন ও ২টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		জগজীবনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩ শতক	ভাল, তৈরি ১৯৬০-২০০৮ সালে । ভবন ১টি দ্বিতলা অন্যটি একতলা বিশিষ্ট । ৪টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
	বাঙ্গালা	জিতেলীপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৯০ শতক মূলভবন ৩৩শতক	ভালো তৈরি ১৯৩৬-২০০৬ সাল পর্যন্ত। ৪টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	৩০টি পরিবার
		প্রতাপ সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো তৈরি ১৯৬২-২০০৬ সাল। ভবনটি একতলা বিশিষ্ট। ২টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	৪০টি পরিবার
		ঘোনা কুচিয়ামোড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩ শতক	এটি তৈরি ১৯৩০-২০০৬ পর্যন্ত। ২টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৪০টি পরিবার
		ঘোনা গাইলজানী দাখিল মাদ্রাসা	৬৮ শতক	মোটামুটি ভাল। তৈরি ১৯৭৯-২০০১ সাল পর্যন্ত। ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট। ২টি ল্যাট্রিন ও ২টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	১০০০টি পরিবার
		শিমলা সোনাভান সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪ শতক	ভালো। তৈরি ১৯৮২-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত। এখানে দুইটির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০টি পরিবার
		দক্ষিণ গাইলজানী সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩ শতক	ভালো। তৈরি ১৯৬৮-২০০৫ সাল পর্যন্ত। এখানে দুইটির ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		ঘোনা কুচিয়ামোড়া কলেজ	৩ একর ৫৭ শতক	ভালো। ২০০১-০৯ অর্থ বছরে এই ভবনটি তৈরি। এখানে ৪টি ল্যাট্রিন ও ১টি নলকুপ ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		বিনায়েকপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪৩ শতক	ভালো। তৈরি ১৯৬৩-২০০৪ পর্যন্ত। এখানে ৩টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে। বন্যার সময় পানি উঠে না ।	৪০ টি পরিবার
		ঘোনাকুচিয়ামাড়া দাখিল মাদ্রসা	৪৪শতক	ভালো। তৈরি ১৯৯০-২০০১পর্যন্ত। ভবনটি একতলা বিশিষ্ট । এখানে ৩টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		বিনায়েকপুর নতুন বাজার	২বিঘা বা ৬৬ শতক ও দের কিলো	ভালো। ২০০১ সালের দিকে নির্মিত । নিরাপাদ স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং প্রায় ১০০টি পরিবার আশ্রয় নিতে	১০০ টি পরিবার

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
				পারবে ।	
		বাগমারা বিএ স্কুল এন্ড কলেজ	৬৬শতক	ভালো। ২০০১-০৮ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। ২টি একতলা বিশিষ্ট ও ২টি টিনশীট । এখানে ১টি ল্যাট্রিন ও একটি মটর চালিত টিউবয়েল রয়েছে।	৫০ টি পরিবার
		গজাইল সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	৩৩ শতক	ভালো। ১৯৪৮-০৭ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এখানে ৩টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		খোর্দ্দগজাইল সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ		মোটামুটি ভালো। তৈরি ১৯২৩-০৯ পর্যন্ত। ১টি দ্বিতলা ভাল অন্যটি পরিত্যক্ত । এখানে ৬টি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	১৫ টি পরিবার
		দিঘলগ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩ শতক	ভালো। ১৯৪৫-০১ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট ও ১টি টিনশীট । এখানে ৫টির মধ্যে ৩টি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০টি পরিবার
		চয়ড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩ শতক	ভালো। ১৯৮০-১০ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ২টি বিল্ডিং ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট । এখানে ২টি ল্যাট্রিন রয়েছে।	৩০টি পরিবার
		কমলমরিচ সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো। ১৯৩৭-০৯ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এখানে ৩টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও দুইটি টিউবয়েল রয়েছে।	২০টি পরিবার
		দত্তখরুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো। ১৯৬২-০৮ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এখানে ২টি ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০টি পরিবার
		পংখারুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো। ১৯৬৮-০১ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এখানে ২টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	২০টি পরিবার
		আগদিঘল গ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো। ১৯৪৫-০১ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এখানে ৪টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	২০টি পরিবার
		তেবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৫৫শতক	তৈরি ১৯৭২-০২-০১ সাল পর্যন্ত। একটি একতলা অন্যটি দ্বিতলা ভাল । এখানে দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৪০টি পরিবার
		মহেষপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৭ শতক	ভালো। ১৯৭২-৯৩-১৩ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এখানে ২টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	১৫টি পরিবার
		বেতকান্দি হাজী আমীর আলী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। ৪টি টিউবয়েল নির্মানাধীন ।	১০টি পরিবার
		ফাজিল নগর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৪শতক	ভালো। ১৯৮৪-০৫ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট । এখানে ২টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল নষ্ট রয়েছে।	১৫টি পরিবার
		পাচদিঘল গ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো। ১৯৯০-০১-০২ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট দুইটি	২০টি পরিবার

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
				ভবন রয়েছে। এখানে ১টি ল্যাট্রিন নষ্ট ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	
		খানপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	১৯৮৯-২০০০ অর্থ বছরে ভবনটি নির্মান করা হয়। । এ ভবনটি একতলা বিশিষ্ট। ১টি ল্যাট্রিন রেয়েছে। নলকূপ নেই।	৩০ টি পরিবার
		সুবৈদ্য মরিচ সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	৩৩শতক	১৯৯১-২০০৬ অর্থ বছরে ভবনটি নির্মান করা হয়। ৩টি ল্যাট্রিন ও দুইটি টিউবয়েল রেয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		জিতেলীপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৯০শতক/৩৩শতক	১৯৩৬-২০০৬ অর্থ বছরে ভবনটি নির্মান করা হয়। ভবনটি ভাল না, ফাটল ধরে গেছে। ৫টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	৪০ টি পরিবার
	পূর্ণিমাগাঁতী	গয়হাট্টা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪২শতক	১৯২৯-০৩-০৫ অর্থ বছরে ভবনটি নির্মান করা হয়। এ ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট। ১টি বিল্ডিং ঝুকিপূর্ণ। ৩টি ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল রয়েছে।	১০০ টি পরিবার
		গয়হাট্টা বার আউলিয়া মাদ্রাসা	১ একর ৩২শতক	ভাল। ১৯৭০-৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ভবনটি নির্মান করা হয়। এ ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট। ৪টি ল্যাট্রিন ও ৩টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	১০০০টি পরিবার
		পূর্ণিমাগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪৮শতক	ভাল। ১৯৭২-০৬ অর্থ বছরে ভবনটি নির্মান করা হয়। এ ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট। দুইটির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩৫ টি পরিবার
		পুকুরপার সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভাল। ২০০৬ সালে ভবনটি নির্মান করা হয়। এ ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট। ৩টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও দুইটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
	কয়ড়া	মহিষাখোলা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১.৬২ শতক	ভাল। ১৯৯৫-০৪ অর্থ বছরে ভবনটি নির্মান করা হয়। এ ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট। ১টি ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল নষ্ট রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		দাদপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪০শতক	ভাল । ১৯২২-২০০৬অর্থ বছরে ভবনটি নির্মান করা হয়। এ ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট ও টিনশীট আছে। ১টি অচল টিউবয়েল ও ৪টি ল্যাট্রিন রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		কয়ড়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রসা	২একর ৯শতক	ভালো। ১৯৫৯-৮৯-৯০ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট ।এখানে ৪টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ৪টি টিউবয়েল রয়েছে।	১৫টি পরিবার
		কয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২ একর ৮শতক	ভালো। ১৯৯৮-০৫ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট। এখানে ৫টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও দুইটি টিউবয়েল রয়েছে।	৪০টি পরিবার
	দূর্গানগর	জুংলীপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৫০শতক	ভালো। ১৯০৩-৯৩ সাথে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবন ১টি দ্বিতলা, ১টি একতলা বিশিষ্ট। এখানে ৪টি ল্যাট্রিন ও টিউবয়েল ২টি রয়েছে ।	৪০ টি পরিবার

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
		ভাদালিয়া কান্দি সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪৬.৫০ শতক	ভালো। ১৯৮৮-৯৪ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এখানে চারটির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল রয়েছে।	৪০ টি পরিবার
		রাজমান সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৫৪ শতক	ভালো। ১৯৪১-২০০৬ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট ও টিনশীট । এখানে ৩টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও দুইটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০টি পরিবার
		রাউতান সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো। তৈরি ১৯৮৫ সালে, এই ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট । এখানে ৩টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০টি পরিবার
		ভৈরব সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩ শতক	ভালো। তৈরি ১৯৭০-০৬ পর্যন্ত। এখানে দুইটির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০টি পরিবার
		বালশাবাড়ী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৩ শতক	ভালো। তৈরি ২০০৬ সালে । এই ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট ।এখানে ৪টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		পাতিয়াবেড়া র সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৬১শতক	ভালো। তৈরি ১৯৮৭-০২ পর্যন্ত। । এই ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট । এখানে ৪ টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		নুন্দীবেড়া রাউতান উত্তর পাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৫৪ শতক	ভালো। তৈরি ১৯৯২ সালে । এখানে দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল নষ্ট রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		রুদ্রগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩০শতক	মোটামুটি ভালো। তৈরি ১৯৯১-৯৯ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট । এখানে ২টি ল্যাট্রিন নষ্ট ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		ভাটবেড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬৭ শতক	ভালো। ১৯৯০ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট । এখানে ২টি ল্যাট্রিন নষ্ট ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
	মোহনপুর	মোহনপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪৪শতক	মোটামুটি ভালো। তৈরি ১৯৯৯-৯২পর্যন্ত। এখানে দুইটি ল্যাট্রিন ও ১টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	৫০টি পরিবার
		পশ্চিম বংকিরাট সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪৯শতক	ভালো। তৈরি ১৯৭২-০৫ পর্যন্ত। এখানে ৩টির মধ্যে ১টি ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		বলাইগাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো। ১৯২৯-০৬-০৭ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি এক তলা বিশিষ্ট । এখানে ৫টি ল্যাট্রিন ও ১টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		কালিয়াকৈড় সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩ শতক	ভালো। ১৯৯০-০৬ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। এই ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট । এখানে ৪টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		বর্দ্ধনগাছা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৪৭শতক	১৯২৯-০৭ সালে ভবন দুইটি তৈরি হয় । পুরাতনটা ভালনা, নতুনটা ভাল ।এ ভবনগুলোতে ২টি ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল	৪০ টি পরিবার

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
				রয়েছে।	
		গোনায়গাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪০শতক	১৯৮৩-১৯৮৪-০৬ অর্থ বছরে ভবনটি তৈরি হয় । পুরাতন ভবনটি অকেজো তবে একটি ভাল । এ ভবনগুলোতে ল্যাট্রিন ২টি ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		আঁচলগাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	১৯৯১-০১ সালে ভবন টি তৈরি হয় ।একটি পুরাতন ভবন ১টি ভাল । এ ভবনগুলোতে ৩টি ল্যাট্রিন রয়েছে ও একটি ও টিউবয়েল নেই ।	৩০ টি পরিবার
		বাল্লোপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	১৯৭২-৯৮ সালে ভবনটি তৈরি হয় । এ ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট । এ ভবন গুলোতে ২টি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল নষ্ট রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৫০শতক	১৯৭৬-৯৪ সালে ভবনটি তৈরি হয় । এর বর্তমান অবস্থা ভালো। তৈরি পর্যন্ত। এখানে তিনটি ল্যাট্রিন ও দুইটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		কালিয়াকৈড় কলেজ	৩ একর ৬৩ শতক	১৯৯৬-০৬সালে ভবন টি তৈরি হয় । এ ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট । এ ভবনগুলোতে চারটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		মোহনপুর রেল স্টেশন	প্রায় ৫০০ফিট	ভাল । ভবনটি তৈরি ১৯৭০ সালে । এখানে ৩টি ল্যাট্রিন ও দুইটি টিউবয়েল রয়েছে।	১৫০০হাজার পরিবার
		মোহনপুর কে এম ইনস্টিটিশন	৪-২একর ৩৫শতক	ভালো। তৈরি ১৯১৫ সালে। এখানে ৪টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ৪টির মধ্যে ২টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	৩০টি পরিবার
	বড়পাঙ্গাসী	হাওড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৮শতক	মোটামুটি ভাল। ১৯১০-০২ অর্থ বছরে ভবন টি তৈরি হয় । এ ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট । এ ভবনগুলোতে ৪টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	২৫টি পরিবার
		বড়পাঙ্গাসী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৫০শতক	১৯২৪-১১ অর্থ বছরে ভবন টি তৈরি হয় । এ ভবনটি একতলা বিশিষ্ট । এ ভবনগুলোতে ৩টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	২২টি পরিবার
		খাদুলী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৫২শতক	১৯৩৮-০৫ অর্থ বছরে ভবন টি তৈরি হয় । এ ভবন ১টি একতলা অন্যটি দ্বিতলা বিশিষ্ট । এ ভবনগুলোতে চারটি ল্যাট্রিন ও দুইটির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	১৬টি পরিবার
		চাকসা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৪শতক	১৯৬০-০৪ অর্থ বছরে ভবন টি তৈরি হয় । এ ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট । এ ভবনগুলোতে ১টি ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	২০টি পরিবার
		রামাইল গ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪৪শতক	তৈরি ১৯২৮ সালে। এ ভবনটি একতলা বিশিষ্ট । ছাঁদ নষ্ট হয়ে গেছে । এখানে ৬টির মধ্যে ৪টি অচল ল্যাট্রিন ও ২টির মধ্যে ১টি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	২০টি পরিবার
		চন্দ্রগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	ভালো। তৈরি ১৯৬৩সালে। এখানে তিনটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	২০টি পরিবার
		আগ গয়হাট্টা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩শতক	১৯৮৫-১৩ অর্থ বছরে ভবন টি তৈরি হয় । এ ভবনটি একতলা বিশিষ্ট । এ ভবনগুলোতে	২০টি পরিবার

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
				ল্যাট্রিন নাই ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	
		সৈয়দপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৬শতক	ভালো। তৈরি ১৯৮৮-৯৪ পর্যন্ত। এখানে দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল নষ্ট রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		জাতীয় তরুণ সংঘ বড়পাঙ্গাসী কলেজ	৩ একর ৬৬শতক	ভালো। তৈরি ১৯৮৬ সালে। এখানে ৬টি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল ও ৮টি ট্যাপ রয়েছে।	৩০০ শত পরিবার
		বড়পাঙ্গাসী উচ্চ বিদ্যালয়	১৬০ শতক	ভাল, তৈরি ১৯১৯ সালে। ভবনটি দুই তলা বিশিষ্ট। দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৪০ টি পরিবার
	উল্লাপাড়া সদর	চালা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৪৬ শতক	ঝুকিপূর্ণ, তৈরি ১৯৪২ এবং ২০০৩ সালে। ভবনটি একতলা বিশিষ্ট। ৬টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ৩টি টিউবয়েল নষ্ট হয়ে রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		বজ্রাপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৪৫ শতক	ভাল না ফাটল ধরে গেছে, তৈরি ১৯৭৮ এবং ২০০৬ সালে। ৫টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		খালিয়া পাড়া সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮ শতক	১৯২০-০৬ এই ভবনটি তৈরি করা হয়। ভবনটি একতলা বিশিষ্ট। ভবনটিতে দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি ভাল ও একটি অচল টিউবয়েল আছে।	২৫ টি পরিবার
		দড়িপাড়া সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩৩ শতক	ভাল, তৈরি ১৯৯১ সালে। ভবনটি দুই তলা বিশিষ্ট। ৩টি ভাল, ১টি অচল ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৪০ টি পরিবার
		ভদ্রকোল সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩৩ শতক	ভাল, তৈরি ১৯৭২ সালে। ভবনটি দুই তলা বিশিষ্ট। দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৪০ টি পরিবার
	উল্লাপাড়া পৌরসভা	ঝিকিড়া বন্দর মডেল স্কুল	৭৪ শতক	২০০৬ সালে এই ভবনটি তৈরি করা হয়। ভবনটি একতলা ও দ্বিতলা বিশিষ্ট। ভবনটিতে ১১টির মধ্যে ৬টি নষ্ট ল্যাট্রিন ও ৩টি টিউবয়েল আছে।	৫০ টি পরিবার
		শ্রীকোলা সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১ একর ৬ শতক	ভাল, তৈরি ১৯৪২-৯৪ সালে। ভবনটি একতলা বিশিষ্ট। ৫টি ল্যাট্রিন ও একটি ভাল, একটি নষ্ট টিউবয়েল রয়েছে।	৫০ টি পরিবার
		এনায়েতপুর সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩৮ শতক	১৯৩০-৯৮সালে এই ভবনটি তৈরি করা হয়। ভবনটি একতলা বিশিষ্ট। ভবনটিতে দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল আছে।	৪০ টি পরিবার
		ঘাটিনা সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৪২শতক	ভাল, তৈরি ১৯৬৯-০৯ সালে। ভবনটি দুই তলা বিশিষ্ট। দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		নয়ানগঞ্জ সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৩শতক	ভাল, তৈরি ১৯২৩-০৫ সালে। ভবনটি দুই তলা বিশিষ্ট। ৩টি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল একটি মটর চালিত রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		চরনেওয়ার গাছা সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৬১শতক	১৯৮২-৯৪ এই ভবনটি তৈরি করা হয়। একটি একতলা একটি দুতলা। দুতলা	৩৫ টি পরিবার

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
				বিল্ডিং ফাটল ধরেছে । ভবনটিতে ৬টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি ভাল, একটি নষ্ট টিউবয়েল আছে।	
		সরকারী আকবর আলী কলেজ	১০ একর ৩২ শতক	ভাল, তৈরি ১৯৭০ ও ২০০৬ সালে। ভবনটি তিনতলা বিশিষ্ট বিল্ডিং ও খেলার মাঠ রয়েছে। ৩০টি ল্যাট্রিন ও ৯টি টিউবয়েল, ৬টি মটর চালিত রয়েছে।	৫০০০হাজার পরিবার
		উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজ	৪ শতক	ভাল, তৈরি ১৯৯৪-০১ সালে। ভবনটি দুই তলা ও তিনতলা বিশিষ্ট। ১৮টি ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল, ১টি মটর চালিত রয়েছে।	১০০০হাজার পরিবার
		হামিদা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	৯০ শতক	ভাল, ১৯৬৩-৮৪-০৬ এই ভবনটি করা হয়। ভবনটি দোতলা ও একতলা বিশিষ্ট। ভবনটিতে ৯টি ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল মটর চালিত ১০টি আছে।	১৫শত পরিবার
		উল্লাপাড়া ডিগ্রী কলেজ	১একর ১৫ শতক	ভাল, ১৯৯৫-০৬ সালে এই ভবনটি তৈরি করা হয়। ভবনটি দোতলা বিশিষ্ট ১টি বিল্ডিং। ভবনটিতে ৫টি ল্যাট্রিন ও ২টি টিউবয়েল আছে।	৫০ টি পরিবার
		উল্লাপাড়া রেল স্টেশন	৫০.কি.মি.	ভাল, স্বাধীনতার অনেক পূর্বে। দুইটি ল্যাট্রিন ও দুটি টিউবয়েল রয়েছে।	১০০,০০ হাজার টি পরিবার
	পঞ্চক্রোশী	কালীগঞ্জ সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০ শতক	ভাল, তৈরি ১৯২৫-০৫ সালে। ভবনটি দুই তলা ও একতলা বিশিষ্ট। দুইটি ভাল একটি নষ্ট ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৪০ টি পরিবার
		বন্যাকান্দি সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১ ৪১ একর ৪১১. শতক	১৯৪০-০৩ এই ভবনটি তৈরি করা হয়। ভবনটিতে দুইটি ভাল, একটি নষ্ট ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল আছে। নিচতলা ছাদ চটে গেছে।	২০ টি পরিবার
		রাঘবপুর সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৪৯ শতক	মোটামুটি ভাল, তৈরি ১৯৪২-০৫ সালে। একতলা বিশিষ্ট। ১টি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	২০ টি পরিবার
		মাটিকোড়া সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩৩ শতক	১৯২১-০৬এই ভবনটি তৈরি করা হয়। ভবনটি দোতলা অন্যটি একতলা বিশিষ্ট। একতলা ফাটল ধরেছে। ভবনটিতে ১টি ভাল, ১টি নষ্ট ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল আছে।	৩০ টি পরিবার
		চর সাতবাড়ীয়া সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩৫ শতক	মোটামুটি ভাল, ১৯৪৮-৯৯ এই ভবনটি তৈরি করা হয়। ভবনটি দোতলা বিশিষ্ট। ভবনটিতে দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল আছে।	৩০ টি পরিবার
		মনিরপুর সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩৩ শতক	ভাল, তৈরি ১৯৭১-০৬ সালে। ভবনটি একতলা ও দুই তলা বিশিষ্ট। একটি ফাটল ধরেছে। দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩৫ টি পরিবার
		বনবাড়ীয়া সরঃপ্রাঃ	৩৩ শতক	ভাল, তৈরি ১৯৭২-১১ সালে। ভবনটিতে	২০ টি

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / স্থানের নাম স্কুল)/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
		বিদ্যালয়		দুইটি ভাল দুইটি নষ্ট ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল আছে।	পরিবার
		বড়লক্ষীপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৭৪ শতক	ভাল, ১৯৬৭-১০ এই ভবনটি তৈরি করা হয় । ভবনটি ২টি দুইতলা, ১টি একতলা বিশিষ্ট । ভবনটিতে দুইটি ভাল একটি নষ্ট ল্যাট্রিন ও একটি ভাল, একটি নষ্ট টিউবয়েল আছে।	১২০ টি পরিবার
		রামকান্তপুর সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৪০ শতক	১৯৯১-০২ এই ভবনটি তৈরি করা হয় । ভবনটি দোতলা বিশিষ্ট । ভবনটিতে দুইটির মধ্যে একটি অচল ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল আছে।	৩০ টি পরিবার
		দমদমা সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১ একর ৯ শতক	তৈরি ১৯০৬-০৬ সালে । একটি বিল্ডিং অকেজো অন্যটি ভাল । ৩টির মধ্যে ২টি অচল ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	১০ টি পরিবার
	সলপ	রামগাঁতী সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৬ শতক	মোটামুটি ভাল, তৈরি ১৯২০-০৫ সালে । ভবনটি একতলা বিশিষ্ট অন্যটি ক্লাব । এখানে ৪টির মধ্যে ১টি অচল ল্যাট্রিন ও একটি ভাল, একটি অচল টিউবয়েল রয়েছে।	৩৫ টি পরিবার
		শ্রীবাড়ী সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৮০ শতক	১৯৭০-০৬ এই ভবনটি তৈরি করা হয় । ভবনটি দোতলা বিশিষ্ট অন্যটি টিনশীট । একটি বিল্ডিং ফাটল ধরেছে অন্যটি ভাল । ভবনটিতে দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল আছে।	৩০ টি পরিবার
		গোবিন্দপুর সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১২১ শতক	১৯০৯-০৫ এই ভবনটি তৈরি করা হয় । ভবনটি একতলা বিশিষ্ট । ভবনটিতে দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি ভাল একটি নষ্ট টিউবয়েল আছে। ছাদ দিয়ে পানি পড়ে ও কাপেটিং নষ্ট হয়ে গেছে ।	২০ টি পরিবার
		সলপ কলেজ সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১ একর	ভাল, তৈরি ২০০০ সালে । চারটি ল্যাট্রিন ও দুটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
		সলপ রেল স্টেশন	২০০ শতক	অনেক পুরাতন, মোটামুটি ভাল । ভবনটিতে দুইটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল আছে।	৫০০ টি পরিবার

সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

ইউপি ভবন

ছক-৪৬: সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্রনিরাপদ / ইউপি ভবন) স্থানের নাম)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা
	সলপ	সলপ ইউপি ভবন	৬৬ শতক	ভাল, তৈরি ২০১০-১১ সালে । ভবনটি দুই তলা বিশিষ্ট । চারটি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার
	বড় পাঙ্গাসী	বড় পাঙ্গাসী ইউপি ভবন	৩১শতক	ভালো। তৈরি ২০০৫-০৬পর্যন্ত। এখানে ৪টি ল্যাট্রিন ও একটি টিউবয়েল ও ১টি মটর চালিত রয়েছে।	৪০ টি পরিবার
	মোহনপুর	মোহনপুর ইউপি ভবন	৩৯ শতক	ভালো। তৈরি ২০০৬ সালে নির্মানাধীন । এখানে ৫টি ল্যাট্রিন ও একটি মটর চালিত টিউবয়েল রয়েছে।	৫০টি পরিবার
	উধুনিয়া	উধুনিয়া ইউপি ভবন	৫০ শতক	ভালো। তৈরি ১৯৩২-০৭-০৮ পর্যন্ত। এখানে ৪টি ল্যাট্রিন	৪০ টি

				ও ২টির মধ্যে ১টি অচল ও ১টি মটর চালিত টিউবয়েল রয়েছে।	পরিবার
	বাঙ্গালা	বাঙ্গালা ইউপি ভবন নব নির্মিত	৫০শতক	ভালো। তৈরি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ ভবনটি তৈরি। ভবনটি দ্বিতলা বিশিষ্ট। এখানে ৫টি ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৫০ টি পরিবার
	সলঙ্গা	সলঙ্গা ইউপি ভবন	৫০ শতক	ভাল না, তৈরি ২০১১ সাল । ভবনটি ফাটল ধরে গেছে । ৩টি ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবয়েল রয়েছে।	৩০ টি পরিবার

৪.৪আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অংশ। সঠিক ও সময়োপযেগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরীকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেনঃ

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- চেয়ারম্যান/মেম্বর, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও ষ্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায় দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আম্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তারয় কমিটি আশ্রয়কেন্দ রক্ষনাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে িএবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

- আশ্রয়কেন্দ্রে জরুরী ঔষধ /পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি ও রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে

- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিকমত ফেরৎ দেওয়া।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলতঃ দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয় কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষণঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুস্থুভাবে রক্ষনাবেক্ষণ কতে হবে। বিশেষ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয় কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টে হাত হতে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সয়য় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে

নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রের নাম ও প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির তালিকা প্রদান করা হলোঃ

ছক-৪৭: আশ্রয়কেন্দ্রের নাম ও প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির তালিকা

ইউনিয়নের নাম	ক্রঃ নং	আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
রামকৃষ্ণপুর	১.	চৈত্রহাটি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	খ.ম গোলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭১১-৪৬৭৫৬৮	
	২.	ক্ষুদ্রসিমলা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ আঃ রাজ্জাক প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৫-০৫৪৭১১	
	৩.	উনুখাঁ পাগলা পীর উচ্চ বিদ্যালয়	ইসমাইল হোসেন	০১৭১০-৬০৮৭০১	
	৪.	উনুখাঁ বাজার	স্থানীয় জন প্রতিনিধি	-----------------	
	৫.	রামকৃষ্ণপুর ইউপি ভবন	আবু বক্কর প্রাং	০১৯১৮-৭৫২৯৮২	
হাটিকুমরুল	৬.	হাটিকুমরুল ইউপি ভবন	মোঃ হেদায়েতুল আলম	০১৭১২-২৪০৭৯৫	
	৭.	আলোকদিয়ার সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	কে এম শরিফুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৬১৬৮৭৮	
	৮.	দাদপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ গোলাম মওলা প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৫৪৬৯১১	
	৯.	বিশ্বরোড সংলগ্ন সিরাজগঞ্জ	এলাকার জন প্রতিনিধি	------------------	
	১০.	পাচিল সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোছাঃ জান্নতুল ফেদৌস প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৮-৪০৮১৯৮	
বড়হর	১১.	বড়হর ইউপি ভবন	মোঃ জহুরুল ইসলাম চৌধুরী	০১৭৪৩-৬৩৪৫১৫	
	১২.	ধুবিও সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আমিনুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭২৮-৫০৪৯৪৭	
	১৩.	বড়হর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আনোয়ারুল ইসলাম তোতা প্রধান শিক্ষক	০১৭১১-২৭৭৭০৩	
	১৪.	মৈত্র বড়হর সরকারী প্রাথমিক	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	০১৭৩৪-৫৩১৩২৫	

ইউনিয়নের নাম	ক্রঃ নং	আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
		বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক		
	১৫.	পূর্বদেলুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোছাঃ মাহমুদা খাতুন প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৩-২৯৪৭৭৭	
	১৬.	বল্লারপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ শাহাদৎ হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৬৯৮৪৬৫	
	১৭.	বড়হর দক্ষিণপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ জুলমাত হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-৬২৫০৮৭	
	১৮.	পূর্বদেলুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আব্দল মাজেদ আকন্দ প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-৩৮২৫২৮	
	১৯.	বড়হর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	০১৭১২-১১৮৪৪০	
	২০.	বোয়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মিজানুর রহমান	০১৭২৮-৬১৫৫২১	
	২১.	বোয়ালিয়া বাজার	চেয়ারম্যান বা এলাকার জন প্রতিনিধি	-------------	
সলঙ্গা	২২.	সলঙ্গা ইউপি ভবন	মোঃ মোক্তার হোসেন	০১৭১০-৮৬৭১৯৭	
	২৩.	গোজা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ এলিজা পারভীন প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৭২৩০০৩	
	২৪.	চরগোজা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ আনজুমান আরা প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৯২৯২২১	
	২৫.	জগজীবনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-৩১২১৩১	
বাঙ্গালা	২৬.	জিতেলীপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আমির হোসেন	০১৭৪৩-১২৩০২০	
	২৭.	প্রতাপ সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আলী আকবর	০১৭১১-৪১০৮২৭	
	২৮.	ঘোনা কুচিয়ামোড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃ জলিল	০১৭১৩-৯৩০৩০৫	
	২৯.	ঘোনা গাইলজানী দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ কেফায়েতউল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা	০১৭৫৮-৬২১৫১২	
	৩০.	শিমলা সোনাভান সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ফরিদ উদ্দিন প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪-২২৩৬১০	
	৩১.	দক্ষিণ গাইলজানী সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ রওশন আরা প্রধান শিক্ষিকা	০১৭২০-৬২১০২৯	
	৩২.	ঘোনা কুচিয়ামোড়া কলেজ	মোঃ কেফায়েতউল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা	০১৭৫৮-৬২১৫১২	
	৩৩.	বিনায়েকপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	ফুয়ারা খাতুন	০১৭১২-০৯০৪৫৩	
	৩৪.	ঘোনাকুচিয়ামাড়া দাখিল মাদ্রসা	মোঃ কেফায়েতউল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা	০১৭৫৮-৬২১৫১২	
	৩৫.	বাঙ্গালা ইউপি ভবন নব নির্মিত	মোঃ আঃ সাত্তার	০১৭১৭-৪৯৬৮৬৪	
	৩৬.	বিনায়েকপুর নতুন বাজার	-----	---	
উধুনিয়া	৩৭.	উধুনিয়া ইউপি ভবন	মোঃ শামছুল হক	০১৭১৬-৯৭৩৬১৩	
	৩৮.	বাগমারা বিএ স্কুল এন্ড কলেজ	আবু জাফর (ভারপ্রাপ্ত)	০১৯১২-৯৬১০২৫ ০১৭৮৩-৮৩২২১৩	
	৩৯.	গজাইল সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	সহদেব কুমার	০১৭৭২-৮০৬২৮৮ ০১৭১৯-৯২৯৬৯২	
	৪০.	খোর্দ্দগজাইল সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃছালাম	০১৭২২-৭৪৩০৭৭	
	৪১.	দিঘলগ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ মেয়ামত আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭৩১-৩৩৯৪৯০	
	৪২.	চয়ড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আবুল কালাম আজাদ	০১৭৪০-৮৫৬২৫৮	
	৪৩.	কমলমরিচ সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আকতার হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭২৬-৮৮৪৩০৮	
	৪৪.	দত্তখরুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক	০১৭৯০-৫২৩৪৯৪	

ইউনিয়নের নাম	ক্রঃ নং	আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	৪৫.	পংখারুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	শাহজাহান প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৮৮২৫২১	
	৪৬.	আগদিঘল গ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ নেয়ামত আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭৩১-৩৩৯৪৯০	
	৪৭.	তেবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আজিজা সুলতানা প্রধান শিক্ষক	০১৭২৩-০৬৪০২৫	
	৪৮.	মহেষপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ এনতাজ আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৪-০২৭২৯৯	
	৪৯.	বেতকান্দি হাজী আমীর আলী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৯-৮২৫৬৬৩	
	৫০.	ফাজিল নগর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আঃ আজিজ প্রধান শিক্ষক	০১৭১১-৪১০৫৯৪	
	৫১.	পাচদিঘল গ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃ ছাত্তার মাষ্টার প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৩৬১১৯৮	
	৫২.	খানপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	শাহজাহান আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৮১০১৯২	
	৫৩.	সুবৈদ্য মরিচ সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	হাসিনা খাতুন	০১৭৪৫-৩২৩৪২৪	
	৫৪.	জিতেলীপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আঃ রউফ	০১৭২৬-১৩৪৬৬৭	
পূর্ণিমাগাঁতী	৫৫.	গয়হাট্টা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আছের উদ্দিন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৭২৪৪১৪	
	৫৬.	গয়হাট্টা বার আউলিয়া মাদ্রাসা	মোঃ আঃ ওয়ায়েছ	০১৭১৫-২৩৩৯৬১	
	৫৭.	পূর্ণিমাগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আবুল কাশেম	০১৭২৩-৪৭০৩৭৬	
	৫৮.	পুকুরপার সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-৪২৬২৬৪	
কয়ড়া	৫৯.	মহিষাখোলা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	খাতুনেজান্নাত	০১৭১৭-২১১৭৭৮	
	৬০.	দাদপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আবুল কালাম আজাদ	০১৭১৫-৬৫৯২৪৬	
	৬১.	কয়ড়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রসা	মোঃ শাহজাহান আলী	০১৭৬৩-৯৭৯৫৯৪	
	৬২.	কয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	মোঃ আবুল হোসেন	০১৭১৫-৮৩৫৯৩৫	
দূর্গানগর	৬৩.	জুংলীপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	জাকিয়া রূপম প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-০১৬৪০৬	
	৬৪.	ভাদালিয়া কান্দি সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	সেরাজুল হক	০১৭১৭-৬৪১৯৭৩	
	৬৫.	রাজমান সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ শাহনাজ পারভীন	০১৭৫৪-০৩৯৪০৮	
	৬৬.	রাউতান সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	হাবিবুর রহমান	০১৭১৩-৭৪১৯০৭	
	৬৭.	ভৈরব সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃমালেক	০১৭৪২-৫৬৩৭৪৫	
	৬৮.	বালশাবাড়ী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৫৯৬৪৮৯	
	৬৯.	পাতিয়াবেড়া র সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আবু তালেব	০১৭১৮-৮৪৩১৪১	
	৭০.	নুন্দীবেড়া রাউতান উত্তর পাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	শেফালী খাতুন	০১৭১৪-৯৩১১৬২	
	৭১.	রুদ্রগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	শাহজাহান	০১৭১২-৫০১৬২৬	
	৭২.	ভাটবেড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	দেলোয়ার হোসেন	০১৭১৩-৭২৫৯৩৪	
মোহনপুর	৭৩.	মোহনপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	নারগীস সুলতানা	০১৭২৬-৪৩৩৭৭৭	
	৭৪.	পশ্চিম বংকিরাট সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	ফেদৌসী খাতুন	০১৭২২-২৬১০৪৬	
	৭৫.	বলাইগাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃরহমান	০১৭২৯-৫০৪১৯৩	
	৭৬.	কালিয়াকৈড় সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃহালিম	০১৭২১-৬২৮১৯৭	
	৭৭.	বর্দ্ধনগাছা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	আজিজুল হক	০১৭১১-০১৩৭১৭	
	৭৮.	গোনায়গাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ ইউনুস আলী	০১৭৪৫-৪৯৮০৩৯	
	৭৯.	আঁচলগাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আলেপ উদ্দিন	০১৭১৪-৭৫১৮৪৬	

ইউনিয়নের নাম	ক্রঃ নং	আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
			প্রধান শিক্ষক		
	৮০.	বাল্লোপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	রতনা রানী চক্রবর্তী	০১৭১৮-২৭৯৬৭৫	
	৮১.	মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়	মোছাঃ লতা খাতুন	০১৭২৮-৮৭০০৬৭	
	৮২.	কালিয়াকৈড় কলেজ	মোঃ হাসানুজ্জামান	০১৭১৯-৭৫১৬৮৮	
	৮৩.	মোহনপুর ইউপি ভবন	মির্জা খালিদ ইন্ডেজার	০১৭১৬-১২৮১৮৮	
	৮৪.	মোহনপুর রেল স্টেশন	স্টেশন মাষ্টার	-------	
	৮৫.	মোহনপুর কে এম ইনস্টিটিশন	আঃ হান্নান	০১৭১৩-৭২৪৩১০	
বড়পাঙ্গাসী	৮৬.	হাওড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোছাঃ সালমা খাতুন	০১৭২১-৭৪৮৬৪৮	
	৮৭.	বড়পাঙ্গাসী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোছাঃ দিলরুবা পারভীন	০১৭২১-৩৩৯২০০	
	৮৮.	খাদুলী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	বিধু চক্রবর্তী	০১৭২৬-৩৫৯৪৯৩	
	৮৯.	চাকসা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	সাবিনা পারভীন	০১৭৩৬-৪১৬৮৭০	
	৯০.	রামাইল গ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	হাসানুল করিম	০১৭১২-১৩৭৯৭৫	
	৯১.	চন্দ্রগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	লায়লা সামছুন্নাহার	০১৭৫৮-০৭০৫৭৪	
	৯২.	আগ গয়হাট্টা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃলোকমান হোসেন	০১৭২৮-২৩৪৬৬২	
	৯৩.	সৈয়দপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ রোকনুজ্জামান	০১৭২৫-২৪১৭১৭	
	৯৪.	বড় পাঙ্গাসী ইউপি ভবন	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	০১৭১১-৪১৩৪০৯	
	৯৫.	জাতীয় তরুণ সংঘ বড়পাঙ্গাসী কলেজ	কে এম আঃ মালেক	০১৭১১-৩০১৩৪১	
	৯৬.	বড়পাঙ্গাসী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মাহবুবুর আলম তালুকদার	০১৭৪৩-৯৪৫০০৭	
উল্লাপাড়া সদর	৯৭.	চালা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ হেলাল উদ্দিন প্রধান শিক্ষন	০১৭১৮-৩২৪৪৮৯	
	৯৮.	বজ্রাপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জেসমিন খানম	০১৭২৮-৯২৬২১২	
	৯৯.	খালিয়া পাড়া সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম	০১৭৪৫-৫৯৯২৩৫	
	১০০.	দড়িপাড়া সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ শহিদুল ইসলাম	০১৭৩১-৩২৫৯৭৩	
	১০১.	ভদ্রকোল সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	আয়নুন্নাহার	০১৭৫৪-০৩৭৭০০	
উল্লাপাড়া পৌরসভা	১০২.	ঝিকিড়া বন্দর মডেল স্কুল	টি এম আঃ রাজ্জাক	০১৭১৭-৮৫১৭৬৮	
	১০৩.	শ্রীকোলা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	হাসনা হেনা	০১৭৩৪-৬৪১৬৮৪	
	১০৪.	এনায়েতপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	ছন্দা তলা পাত্র	০১৭১৮-৯৩৫৮১১	
	১০৫.	ঘাটিনা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মাহমুদা খাতুন	০১৭১৬-৮০৮১০৫	
	১০৬.	নয়ানগঞ্জ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	রীনা রায়	০১৭১৫-০২৮৫০০	
	১০৭.	চরনেওয়ার গাছা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ শফিকুল আলম তালুকদার	০১৭৪৪-৪৬৯৫৪৪	
	১০৮.	সরকারী আকবর আলী কলেজ	হাবিবুল্লাহ বাহার (অধ্যক্ষ)	৫৬১৩০ ০১৭১১-৪২৮১১৪	
	১০৯.	উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজ	মোঃ আশরাফুল ইসলাম (অধ্যক্ষ)	০১৭১৮-৫৭৬৩০৩	
	১১০.	হামিদা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	অধ্যক্ষ আঃ হান্নান	০১৭১২-৬৫৩৮৯০	
	১১১.	উল্লাপাড়া ডিগ্রী কলেজ	আশরাফুল ইসলাম	০১৭১৮-৫৭৬৩০৩	
	১১২.	উল্লাপাড়া রেল স্টেশন	স্টেশন মাষ্টার	---------	
পঞ্চক্রোশী	১১৩.	কালীগঞ্জ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ কোহিনুর খানম	০১৯১৬-৯৯৬২২৭	
	১১৪.	বন্যাকান্দি সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ আরিফা খাতুন	০১৭১৮-২৬৭১৩৫	
	১১৫.	রাঘবপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	০১৭১০-৫৪০৫৭৩	
	১১৬.	মাটিকোড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭২৮-২৩৩৩৬৫	
	১১৭.	চর সাতবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	এস এম সাজ্জাদ হোসেন	০১৭১১-৪১৩৮৫১	
	১১৮.	মনিরপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ নজরুল ইসলাম	০১৭৩৪-৩৭৫৮৫৪	

ইউনিয়নের নাম	ক্রঃ নং	আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	১১৯.	বনবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ মজিল উদ্দিন	০১৭৩৪-৭৪৪১৯৬	
	১২০.	বড়লক্ষীপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ জহুরুল ইসলাম	০১৭১৯-৪১৬৮১৬	
	১২১.	রামকান্তপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ ছানোয়ার হোসেন	০১৭৪৯-৩২০৯৬৩	
	১২২.	দমদমা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ আঃ রাজ্জাক	০১৭১৫-২৭১৬২১	
সলপ	১২৩.	রামগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মনোয়ারা আক্তার শিউলী	০১৭১১-২৭৭৭০৫	
	১২৪.	শ্রীবাড়ী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	ময়নারায়	০১৭১২-৩৫১৭৯২	
	১২৫.	গোবিন্দপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ মোতালেব হোসেন	০১৭২৪-৫০৮০১০	
	১২৬.	সলপ কলেজ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	হাছিনা খাতুন	০১৭৩৫-৪৯৭০২৯	
	১২৭.	সলপ ইউপি ভবন সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ শহিদুল ইসলাম	০১৭১২-৭৫৪০৭৯	
	১২৮.	সলপ রেল স্টেশন	স্টেশন মাষ্টার	---------------	

৪.৫. উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে):

ছক-৪৮: উপজেলার সম্পদের তালিকা

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	অবকাঠামো/ সম্পদের নাম	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১.	বাঙ্গালা	বালিয়া দিঘী আশ্রয় কেন্দ্র (গুচ্ছ গ্রাম)	০১টি	চেয়ারম্যান	এ গুচ্ছ গ্রামটি স্থায়ী ভাবে প্রায় ২৫-৩০ টি পরিবার বসবাস করে।
২.		গোডাউন প্রতাব (বাজার)	০১টি	-	এ গোডাউনটিতে প্রায় ৫০০০ টন মালামালের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে তবে এটি খুব একটা ব্যবহার হয় না।
৩.		নৌকা	২০০টি	ব্যক্তি মালিকানাধীন	বন্যার সময় ব্যক্তি মালিকানাধীন নৌকাগুলো চলাচলা করে। দুর্যোগের সময় এগুলো কাজে লাগতে পারে।
৪.		খাদ্য গুদাম প্রতাব বাজার	০১টি	খাদ্য বিভাগ	এটি এখন পরিত্যক্ত। তবে এটি কাজে লাগাতে পারলে অনেক উপকারে আসবে।
৫.		ফ্লাট শেল্টার কুচিয়ামারা কলেজ	০১টি	চেয়ারম্যান	এখানে প্রায় ৫০০০ হাজার মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে। চার পাশে অনেক উঁচু হওয়ায় এটি মানুষের স্বস্তির কারণ হতে পারে বন্যার সময়।
৬.	উধুনিয়া	বেতকান্দি স্কুল	০১টি	প্রধান শিক্ষক	স্কুল কাম সেন্টার হওয়ায় এটি বন্যার সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
৭.		বাঘমারা স্কুল এন্ড কলেজ	০১টি	প্রিন্সিপাল/	স্কুল কাম সেন্টার হওয়ায় এটি বন্যার সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
৮.		পংকারুয়া স্কুল	০১টি	প্রধান শিক্ষক	স্কুল কাম সেন্টার হওয়ায় এটি বন্যার সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
৯.		দত্ত খারুয়া স্কুল	০১টি	প্রধান শিক্ষক	স্কুল কাম সেন্টার হওয়ায় এটি বন্যার সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
১০.		পাছ দিঘল গ্রাম স্কুল	০১টি	প্রধান শিক্ষক	স্কুল কাম সেন্টার হওয়ায় এটি বন্যার সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
১১.		খানপুর স্কুল	০১টি	প্রধান শিক্ষক	স্কুল কাম সেন্টার হওয়ায় এটি বন্যার সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
১২.		গজাইল কলেজ	০১টি	অধ্যাক্ষ	স্কুল কাম সেন্টার হওয়ায় এটি বন্যার সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
১৩.		বেতকান্দ ঈদগাহ্	০১টি	-	ঈদগাহটি অনেক উচু হওয়ায় এখানে অনেক মানুষ আশ্রয় নিতে পারে।

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	অবকাঠামো/ সম্পদের নাম	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১৪.		নৌকা	৩০০টি	ব্যক্তি মালিকানাধীন	নৌকা গুলো দুর্যোগের সময় কাজে লাগতে পারে।
১৫.	উল্লাপাড়া সদর	নৌকা	৫০টি	ব্যক্তি মালিকানাধীন	বন্যার সয়ম নৌকাগুলো ব্যবহৃত হতে পারে।
১৬.		ইউপি ভবন	০১টি	চেয়ারম্যান অত্র ইউপি	ইউপি ভবনটি উচু স্থানে হওয়ায় এটি আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
১৭.		বিশ্বরোড	০১টি	-	বিশ্বরোডে মানুষজন আশ্রয় নিতে পারবে। এখানে অসংখ্যা মানুষ থাকতে পারবে।
১৮.		স্কুল কাম সেল্টার	০৩টি	প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি	স্কুল গুলো আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।
১৯.	পূর্ণিমাগাঁতি	ইউপি পরিষদ	০১টি	চেয়ারম্যান	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
২০.		পূর্ণিমাগাঁতি হাসপাতাল	০১টি	ডাঃ সুকুমার সুর রায়	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
২১.		ভেংড়ী মাদ্রাসা	০১টি	-	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
২২.		পুকুরপার ফাজিল মাদ্রাসা	০১টি	-	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
২৩.		নৌকা	২৫টি	ব্যক্তি মালিকানাধীন	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
২৪.		আশ্রয় কেন্দ্র (সেনগাঁতি)	০১টি	চেয়ারম্যান	চল্লিশ টি পরিবার আশ্রয় নিতে পারে
২৫.		আশ্রয় কেন্দ্র বেতুয়া	০১টি	চেয়ারম্যান	পঞ্চাশটি পরিবার আশ্রয় নিতে পারে
২৬.	সলঙ্গা	নৌকা	৫০টি	ব্যক্তি মালিকানাধীন	বন্যার সময় এগুলো ব্যবহৃত হয়
২৭.		ইউপি ভবন	০১টি	চেয়ারম্যান	ভবনটি নতুন নির্মিত এখানে অনেক মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে
২৮.	সলপ	নৌকা	০৪টি	জাকির হাড়িভাঙ্গা	খুবই ভাল
২৯.		নৌকা	০২টি	নওকৈর	খুবই ভাল
৩০.		নৌকা	০২টি	নলসোন্দা	খুবই ভাল
৩১.		ষ্টেশন	০১টি	ষ্টেশন মাষ্টার	এখানে বহু মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে
৩২.	পৌরসভা উল্লাপাড়া	এল এস ডি গোডাউন	১০টি	মেয়র উল্লাপাড়া	এগুলো মূলত খাদ্য মজুদ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় । ধারণ ক্ষমতা ৫০০ টন ও ১০০০টন
৩৩.	দূর্গানগর	নৌকা	২০টি	ব্যক্তি মালিকানাধীন	নৌকা গুলো ইঞ্জিন চালিত । এগুলো মূল বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসার কাজ ও লোক জন পারাপারের কাজ করে থাকে । তবে দূর্যোগের সময় এগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।
৩৪.	পঞ্চক্রোশী	নৌকা	৭টি	আনোয়ার মেম্বর ২নং ০১৭৩৫-২০০৬৮৬	সবগুলো নৌকা ব্যবহার উপযোগী
৩৫.		নৌকা	৩টি	আবু বক্কর সিদ্দিক মেম্বর ১নং ০১৭৩৩-১৯৯৯৭৪	সবগুলো নৌকা ব্যবহার উপযোগী
৩৬.		নৌকা	২টি	নজরুল ইসলাম মেম্বর ৫নং	সবগুলো নৌকা ব্যবহার উপযোগী

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	অবকাঠামো/ সম্পদের নাম	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
				০১৭৬১-৯১২৬৮৮	
৩৭.		নৌকা	৪টি	কাইয়ুম বেতবাড়ী ৪নং ০১৭৩০-১৬০৭০৯	সবগুলো নৌকা ব্যবহার উপযোগী
৩৮.		নৌকা	৯টি	আব্দুল লতিফ ফকির ০১৭৬২-৮৭৫০৬২	সবগুলো নৌকা ব্যবহার উপযোগী
৩৯.		চরপেচার পাড়া নৌকা	৪টি	গোলাম আম্বিয়া ০১৭১৩-৭৮৩২১৫	ভাল
৪০.		পেচারপাড়া খেয়া নৌকা	২টি	গোলাম আম্বিয়া ০১৭১৩-৭৮৩২১৫	ভাল
৪১.		কালীগঞ্জ খেয়া নৌকা	১টি	গোলাম আম্বিয়া ০১৭১৩-৭৮৩২১৫	ভাল
৪২.	বড়হর	বিশ্বরোড	১টি	এলজি আর ডি	ইসলামপুর বুড়িগাছা হতে পূর্বদেলুয়া গ্রামের উত্তর পাশ পর্যন্ত
৪৩.		ইউনিয়ন পরিষদ	১টি	চেয়ারম্যান	০১৭৪৩-৬৩৪৫১৫
৪৪.		স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ	১টি	প্রধান শিক্ষক	
৪৫.		বড়হর দক্ষিণ পাড়া স্কুল	১টি	প্রধান শিক্ষক	
৪৬.		উলিপুর বাজার রাস্তা	১টি	বনিক সমিতির সভাপতি	
৪৭.	বড়পাঙ্গাসী	নৌকা	প্রায় ৫০০টি	ব্যক্তি মালিকানাধীন	বন্যার সময় সাধারনত এই নৌকা গুলো ব্যবহৃত হয়
৪৮.		ইউনিয়ন পরিষদ গোড়াউন	১টি	ব্যক্তি মালিকানাধীন	এখানে শুধু ইউপি সম্পদ সংরক্ষন করা হয়
৪৯.		হাওড়া আশ্রয় কেন্দ্র	১টি	চেয়ারম্যান	৩০টি পরিবার আশ্রয় নিতে পারে
৫০.		বড়কোয়ালী বেড় আশ্রয় কেন্দ্র	১টি	চেয়ারম্যান	২০টি পরিবার আশ্রয় নিতে পারে
৫১.		মটর সাইকেল	৪৫০	ব্যক্তি মালিকানাধীন	চার দিক কাঁচা রাস্তা হওয়ায় এগুলোর মাধ্যমে মানুষ একস্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে আর বিপদ আপদেও কাজে লাগে।
৫২.	মোহনপুর	ইউনিয়ন পরিষদ	১টি	চেয়ারম্যান	
৫৩.		রেলস্টেশন	১টি	ষ্টেশন মাষ্টার	প্রায় ২/১ কি.মি.দৈঘ্য এ স্টেশনটিতে বন্যয় মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে।
৫৪.		নৌকা	১২০টি	ব্যক্তি মালিকানাধীন	

তথ্য সুত্রঃ পিআইও

৪.৬অর্থায়নঃ ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে । কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই, ফলে আয় এর মূল উৎস কমে গেছে । তবে সরকার বতমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন, পূর্বে পুরাপুরি ছিল এখন সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন

ইউনিয়ন পরিষদের আয়

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

ছক-৪৯: ইউনিয়ন পরিষদের বাৎসরিক আয়

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়														
	উল্লাপাড়া সদর	দূর্গানগর	সলপ	বাঙ্গালা	কয়ড়া	হাটিকুমরুল	বড়হর	সলঙ্গা	পূর্ণিমাগাঁতী	উধুনিয়া	পঞ্চক্রোশী	মোহনপুর	রামকৃষ্ণপুর	বড়পাঙ্গাসী	মোট
বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	২,৮০৩০০	২,৮৫৪,৩৫	৩,৩১ , ৫৫০	৩, ৬১ , ৭৫৪	২২,১৪৫	৩, ১২,৬৫০	৪৪,০ , ৭৫০	১৩,৬, ৮৯৪	১৪,৪৪,০৯, ০৫	৮৫ , ৭১২	৩,৩৫৪, ৭০	২০,১৪,৭৪	২,৩৭২,৮৬	২০,৭৪,০০	৩২,৩৮ , ৮২০
ব্যবসা ,পেশা ও জীবিকার উপর কর ট্রেড) (লাইসেন্স:	------	৫০০,০০	২১ ,৮০০	২১ ,৮০০	------	৯০০,০০	৩০০,০০	১০০,০০		১০ , ৬৬০	২৬ , ৬০০	২৪ ,১০০	৮২,০০	৬ ,৬০০	২,৭৭৯, ৬০
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	১৫০,০০	---	৯০০		১৩,৩৫০	----	----	১০,০০		২৮০, ৩০	----	----	----	----	৫৮২,৮০
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় উজারা ইত্যাদি)	-------	২৪৯,২, ৫ ৫ , ৫৫০	১৯,২,৭৭৩	২১৯,৫৫	১ ,৫৪ , ১০৫	১২,০ , ৬২৫	৬ , ১৬২,৫০	২৪২,৪১		১ , ৭১০,১১	১৯,০০	১৩,৮০, ০০	৪ ,১০০	৮০,৮৫	২৫০,৫ , ১৫ , ৮২২
মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর	-------	--		------	------	------	------	------		------	------	------	------	------	--------
সম্পত্তি হতে আয়	--------	---	৭ , ৬০৪,৮০	------	------	------	------	------		------	------	------	------	------	৭ , ৬০৪,৮০
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	------------	২৬ , ১৫৫	------	------	------	------	------	------		------	------	------	------	------	২৬ , ১৫৫

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

উন্নয়ন খাত:

ছক-৫০: ইউনিয়ন পরিষদের বাৎসরিক অনুদান

খাতের ধরণ	বাৎসরিক অনুদান														মোট
	উল্লাপাড়া সদর	দূর্গানগর	সলপ	বাঙ্গালা	কয়ড়া	হাটিকুমরুল	বড়হর	সলঙ্গা	পূর্ণিমাগাঁতী	উধুনিয়া	পঞ্চক্রোশী	মোহনপুর	রামকৃষ্ণপুর	বড় পাঙ্গাসী	
কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার প্রনালী, রাস্তা নির্মান ও মেরামত,	১১,১৩, ২,৩৩	১৯,০ , ৮৭৯,১৪	----	---	-----	-----	৭৯,৫ , ৭৫০	৭১২,০, ৬১০	১২২,৫০,০ ০ ১২,৫ , ৬৬ ,৭২৩	২৮৪,৭ , ৮২১	-------	১০,০০,০০	১০,০০,০ ০	-------	১ , ৭৬৩,৫২,৯ ৪
গৃহ নির্মান ও মেরামত,			-----	----------- --	--------	--------	-------		-------	-------	-------	-------	-------	-------	
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এল.জি.এস.পি)		২১২,৪ ,১০৬	১৩, ৭৩,৯৩৪	----------- -	১০২,০ , ৬৬৮	১৯ ,৭৬ , ৬০১	২৫০,০০		-------	১৭০,৯ , ৭৬২	১৭ ,৬৬ , ৭৭৬	১৬৪,৯৩,৪ ০	১৩, ৮১০,৯৮	১৩, ১৯৪,৮ ৩	১৪,৩,৪৬ , ৭৬৮
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা	----------	১ ,৫৩,০০০	-----	৩,৯৩, ৭০০	২২,৮০০	১ ,৫৩,০০০	১ , ৫৩,০০০	৪৪,৩, ৮২০	৬৪,৬৩,৫ ৭	৩,০৯ , ৬০০	-------	৩,২৪০,০ ০	১৪ ,৫২৫	৩,০৯ , ৬০০	২৯২,৩,৪০ ২
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	--------	৪৯,৮ ,৫৭০	-----	১ ,৫৫ , ৭০০	৭৫ ,৬৪৬	৪৯,৮ ,৫৭০	৪ , ৮৫২,৫০			৪৩,৯৪,৪ ০	-------	৪ ,৭৯ , ৮০০	-------	৪ , ৬০৪,৪ ০	৩০৯,৩,৪১ ৬
ভূমি হস্তান্তর কর ১%	৭ ,৫০০,০০	১০০,০০,০০	৭ ,৬০৪,৮০	৭ ,৬০০,০০	২,১৮০,০০	১০০,০০,০০	১০০,৭৪,৫ ০	১৪ , ৫৫০,০ ০	-------	৭ , ৫০০,০০	১৫২,০০,০ ০	৮ , ৭০০,০০	৭ , ৬০০,০০	৭ , ৫০০,০ ০	১,১৬০,০৯ ৩০

গ) স্থানীয় সরকারঃ

ছক-৫১: ইউনিয়ন পরিষদের বাৎসরিক প্রদেয়

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক প্রদেয় টাকা														মোট
	উল্লাপাড়া সদর	দূর্গানগর	সলপ	বাঙ্গালা	কয়ড়া	হাটিকুমরুল	বড়হর	সলঙ্গা	পূর্ণিমাগাঁতী	উধুনিয়া	পঞ্চক্রোশী	মোহনপুর	রামকৃষ্ণপুর	বড় পাঙ্গাসী	
উপজেলা পরিষদ	১০,০০০০	-----------------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	১০,০০০০
জেলা পরিষদ	-------	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

ছক-৫২: ইউনিয়ন পরিষদের বাৎসরিক অনুদান

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার নাম	বাৎসরিক অনুদান টাকা														মোট
	উল্লাপাড়া সদর	দূর্গানগর	সলপ	বাঙ্গালা	কয়ড়া	হাটিকুমরুল	বড়হর	সলঙ্গা	পূর্ণিমাগাঁতী	উধুনিয়া	পঞ্চক্রোশী	মোহনপুর	রামকৃষ্ণপুর	বড় পাঙ্গাসী	
এলজিএসপি/ এনডিপি	------------	--------	--------	১৩, ৮৯ ,৮৮৩	------	------	------	------	২১,১৭৩,৮৯	৫ ,৫০০,০০	------	------	------	৬ ,৫০০,০০	৪৭০,৭২,৭২
এনজিও লসিবিসি এ) (প্রকল্প	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

উল্লাপাড়া পৌরসভার আয়ঃ

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসত বাড়ীর
- বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স : ১৮, ৬২,১৬৭/=
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স) : ৪,২৩,২৫০/=
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস : ৮১,০০০/=
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ : ১,১৬, ১৩,৩৭৭/=
- মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর : ১,১৩,২২১/=
- সম্পত্তি হতে আয়/ ভূমি সংস্থার কর : ৬৬, ৬৬,২২৯/=
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তহবিল : ৯১, ৭০,০৭১/=

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- উন্নয়ন খাত
    - কৃষি :নাই
    - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী : নাই
    - রাস্তা নির্মান ও মেরামত : নাই
    - গৃহ নির্মান ও মেরামত : নাই
    - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজি এসপি) : ৭৪,০০,০০০/=
- সংস্থাপন
    - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা : নাই
- সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি : নাই
- অন্যান্য
    - ভূমি হস্তান্তর কর ২%: ৬৬, ৬৬,২২৯/=

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা : নাই
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা : নাই

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও : নাই
- সিডিএমপি : নাই

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি অর্থায়ন করছে। অধিকরতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সবপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধাঁ সে গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ছক-৫৩: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পেশাগত পদবী	পদবী	মোবাইল
১.	মোহাম্মদ শামীম আলম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-০৯২৮৮৮
২.	মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া	পি আই ও	সচিব	০১৯১৫-২৩১১০৫
৩.	বাচ্চু মিয়া	নির্বাহী পরিচালক (অরিডার)	এনজিও প্রতিনিধি (অরিডার)	০১৭১১-৩৪৮০৯৫
৪.	মোঃ সুজায়েত হোসেন	উপজেলা প্রকৌশলী	চেয়ারম্যান	০১৭১২-২৩২০৫২
৫.	মোঃ জহুরুল ইসলাম চৌধুরী	ইউপি চেয়ারম্যান (বড়হর)	সদস্য	০১৭৪৩-৬৩৪৫১৫

কমিটির কাজঃ

১. খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
২. বিষয় ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপলন, সৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া।
৩. দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ কমিটিঃ

ছক-৫৪: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ কমিটির তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পেশাগত পদবী	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ সুজায়েত হোসেন	উপজেলা প্রকৌশলী	চেয়ারম্যান	০১৭১২-২৩২০৫২
২.	মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া	পি আই ও	সচিব	০১৯১৫-২৩১১০৫
৩.	মাহফুজা বেগম	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	মহিলা সদস্য	০১৭১৬-০২৯১১৭
৪.	মোঃ খিজির হোসেন প্রাং	উপজেলা কৃষি অফিসার	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭১২-৫৪২৯৯৬
৫.	বাচ্চু মিয়া	নির্বাহী পরিচালক (অরিডার)	এনজিও প্রতিনিধি (অরিডার)	০১৭১১-৩৪৮০৯৫
৬.	এস. এম. জাহাঙ্গীর আলম	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১৩-৭৮৫২৭৮
৭.	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	ইউপি চেয়ারম্যান (বড়পাঙ্গাসী)	সদস্য	০১৭১১-৪১৩৪০৯

কমিটির কাজ

১. প্রতি বৎসর এপ্রিল / মে মাসে বর্তমান পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করে নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
২. প্রত্যক্ষ দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনার করে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
৩. প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসে জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নির্দেশনা মত কমপক্ষে একবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন করতে হবে।
৫. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি করতে হবে।
৬. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে ।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নঃ

ছক-৫৫: ক্ষয়ক্ষতির আপদ ও খাদসমূহের তালিকা

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ণনা
কৃষি	**বন্যা**	২০০৪ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ১৫,০০০ একর জমির ফসল পানিতে ডুবে ৩০,০০০ পরিবার আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। সেই সাথে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পরে।
	নদীভাঙ্গন	প্রতিবছরের ন্যায় নদীভাঙ্গন থাকলে উল্লাপাড়া উপজেলার পৌরসভা, হাটিকুমরুল ইউনিয়ন, বড়হর ইউনিয়ন, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়ন, সলপ ইউনিয়ন, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়ন, মোহনপুর ইউনিয়ন, দূর্গানগর ইউনিয়নে ১৩১৫ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমী নদী গর্বে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার গ্রাম গুলোর ২৫,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	খরা	খরার কারণে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ২৬, ৫০০ একর জমির ফসল যেমন- ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানির অভাবে পুড়ে যেতে পারে। এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ৯০,০০০পরিবারের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের প্রায় ২২,০০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল ইউনিয়নের মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবতীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে।
মৎস্য	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ৬৯৭টি পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট-বড় পোনা মাছ সহ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছে সংকট ও পরবতীতে মাছ চাষের জন্য পোনা, মাছের সংকট দেখা দিতে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গানের প্রভাবে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভা, হাটিকুমরুল ইউনিয়ন, বড়হর ইউনিয়ন, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়ন, সলপ ইউনিয়ন, পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়ন, মোহনপুর ইউনিয়ন, দূর্গানগর ইউনিয়ন, সবমিলিয়ে প্রায় ৪৯ টি পুকুরের নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার প্রতিটি মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।
	খরা	খরার কারণে উল্লাপাড়া উপজেলার পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ৭৩৫ টি পুকুরের পানি শুকিয়ে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে সেই সাথে এলাকায় মাছের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের ৭৮০টি পুকুরের মাছ খাল বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে ।
পশুসম্পদ	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের গরু, ছাগল, ভেড়ার খাদ্যাভাব সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে ।
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা হলে এবং বর্তমানের চলমান রের্কড পরিমান খরা অব্যাহত থাকলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নে খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ-ঘাটের ঘাস পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় গবাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাখি মারা যেতে পারে এবং আহত হতে পারে। যার ফলে ঐ সকল ইউনিয়নে পশু পালনে মানুষের আগ্রহ কমে যেতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ সবকটি ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট তলিয়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । যার প্রভাবে পশুর মৃত্যুও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলার ১৫,০০০ পরিবারের প্রায় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুর পানি বাহিত রোগ দেখা দিয়ে স্বাস্থের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ।
	খরা	খরা কারণে উল্লাপাড়া উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুসহ সকল শ্রেনীর মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিয়ে মানুষের জীবন নাশ করতে পারে।
জীবিকা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ণনা
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৫টি ইউনিয়নের প্রায় ৯০,০০০ পরিবারের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, তাঁত কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, তাঁত কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।
গাছপালা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাণী অক্সিজেন ও মানুষের কাঠ, ফল, ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে ।
	খরা	খরা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের ব্যপক গাছ পালা মরে ও বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
অবকাঠামো	**বন্যা**	উল্লাপাড়া উপজেলাতে ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে উল্লাপাড়া উপজেলার বিশেষ করে রাস্ত ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজারের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ সেবা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গন দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজার নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এই উপজেলায় প্রায় ২৫,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	কালবৈশাখী	উল্লাপাড়া উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় হলে ২০১৩ সালের মত আঘাত হানলে শিক্ষা প্রতিস্ঠান, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।
তাঁত শিল্প	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার দূর্গানগর, হাটিকুমরুল, বড়হর, সলপ, পঞ্চক্রোশী, উল্লাপাড়া পৌরসভা ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের প্রায় ৫৭৫৫টি তাঁতী পরিবারের মধ্যে ৭৫০টি পরিবার তাঁত শিল্প পানিতে ডুবে তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের প্রায় ৭০-৮০টি তাঁতি পরিবার আংশিক ও মারাত্বকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে উল্লাপাড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের তাঁতী পরিবার ও তাঁতের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলি আর্থিক ভাবে ব্যপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধারঃ

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ

ছক-৫৬: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠর তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোহাম্মদ শামীম আলম উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক	০১৭১৬-০৯২৮৮৮
২.	মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া পি আই	সদস্য	০১৯১৫-২৩১১০৫
৩.	মোঃ আরাফাত রহমান সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য	০১৭১৭-৪২৯০১০

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কারঃ

ছক-৫৭: ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার এর তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ বেলাল হোসেন মেয়র পৌরসভা	আহবায়ক	০১৭১১-৮১১২৮১
২.	ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য	
৩.	সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভঃ

ছক-৫৮: জনসেবার তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	আহবায়ক	০১৭১৮-০১৭৪৭২
২.	মোঃ আকরাম হোসেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১০-১২১২৭৫
৩.	মোঃ মোস্তফা কামাল বকুল উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২-২৪৭৩৮৭

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তাঃ

ছক-৫৯: জরুরী জীবিকা সহায়তা কমিটির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ সুজায়েত হোসেন উপজেলা প্রকৌশলী	আহবায়ক	০১৭১২-২৩২০৫২
২.	মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া পি আই	সদস্য	০১৯১৫-২৩১১০৫
৩.	এস.এম. জাহাঙ্গীর আলম উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১৩-৭৮৫২৭৮